

थांजवाग कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 45 Issue ● 16 February, 2022, Wednesday ● ৩ ফাল্পন, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

जियल मय(श्रवीपल व(श्रव)

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,আগরতলা,১৫ ফেব্রুয়ারি।। উপ বিরোধী-দলনেতা বাদল চৌধুরি"র বিরুদ্ধে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি)। শুধুই বাদল চৌধুরীই নন, আগরতলা ফ্লাইওভার মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের ও তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত শুরু করেছে মানি লন্ডারিং আটকানোর জন্য ২০০২ সালের যে আইন রয়েছে, সেই আইনে। টাকা পাচারের অভিযোগে এই তদন্তে চার মহকুমা শাসক, তিন সাব-রেজিস্ট্রার এবং ল্যান্ড রেকর্ড ও সেটেলমেন্ট'র অধিকর্তাকে ইডি চিঠি দিয়ে তথ্য জানতে চেয়েছে। চিঠি গেছে ইডি'র আগরতলা সাব-জোনাল অফিস থেকে। আগরতলায় ইডি'র অফিস খোলার পর এটাই তাদের বড়সড় তদন্ত, মানে বড় নাম জড়িয়ে আছে এমন তদন্ত এটাই প্রথম। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি'র তদন্ত নানা বিতর্ক তৈরি করেছে গত কয়েক বছরে। এতদিন অন্যান্য রাজ্য থেকে এমন শোনা যেত, এখন সেই তালিকায় ত্রিপুরার নামও যোগ হল। ইডি'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিকাশ ফোগত রাজ্যের সাত অফিসারকে লিখেছেন, ''প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট,২০০২-র ধারা অনুযায়ী শ্রী বাদল চৌধুরী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এই অফিস তদন্ত শুরু করেছে। ...

ডিমোশন

ড. অলকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।।

আখাউড়া বর্মণ পরিবারের বাড়িতে

নিয়মিত আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে

রাজনীতিতে হাতেখডি। মহারাজা

বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের এই গুণী

অধ্যাপক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয়

অধ্যাপকের চাকরিতে যোগদানের

আগে থেকেই মানুষের মধ্যে অন্য

মাত্রায় রাজনীতির বার্তা পৌঁছে

দিতে পেরেছেন। বর্মণ পরিবারের

ছত্রছায়ায় ডানপন্থী রাজনীতিতে

তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

অধ্যাপক হিসাবে অন্যতম

রাজনৈতিক শিক্ষক। কংগ্রেস

হয়তো তাকে সেভাবে মূল্যায়ন

করতে পারেনি কিংবা 'ব্যবহার'

করেনি। বিজেপিতে তিনি চলে

গেছেন। সেখানে গিয়ে যথেস্ট

সম্মান পেয়েছেন। বিজেপি দলের

জেলা সাংগঠনিকস্তরের গুরুত্বপূর্ণ

জেলা সভাপতি তিনি। বর্তমানে

আগরতলা পুর নিগমের 'শুধু'

কের্পোরেটের। তিনি ড. অলক

ভট্টাচার্য। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নিয় মিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনুরোধ করা হচ্ছে নীচের টেবিলের ব্যক্তিদের 🛘 ভৌমিক ও প্রাক্তন মুখ্যসচিব যশপাল সিং 📑 ব্যক্তির আইনজীবীরাও এই মামলায় কোনও 🗡 লঞ্ছনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম 🗘 গেরুয়াপছী ডাক্তার ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধেও নামে নথীভুক্ত যেকোনও স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির দলিল/লিজের দলিল/উপহার দলিল-র কপি দেওয়ার জন্য।" সাথে একটি টেবিলে ছয় জনের নাম আছে। প্রথমেই বাদল চৌধুরী'র নাম, তার প্যান নম্বর, ও দক্ষিণ ত্রিপরায় ও আগরতলায় তার ঠিকানা। তার পরেই তার স্ত্রী'র নাম, নমিতা গোপ। তিন নম্বরে পূর্ত দফতরের প্রাক্তন চিফ



ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিক ও চার নম্বরে তার হয়েছিলেন যশপাল সিং, ২০২০ সালের স্ত্রী'র নাম কল্যাণী ভৌমিক। পাঁচ নম্বরে রাজ্যের ফেব্রুয়ারিতে, ততদিনে বাদল চৌধুরী,সূনীল প্রাক্তন মুখ্যসচিব যশপাল সিং, ছয়ে তার স্ত্রী'র নাম। তাদের দুইজনের আধার নম্বরও দেওয়া আছে, অন্যদের বেলায় নেই। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫

ফেব্রুয়ারি।। 'তুমি না হয় রহিতে কাছে/কিছুক্ষণ আরো

না হয় রহিতে কাছে/আরো কিছু কথা না হয় বলিতে

মোরে/...এই মধুক্ষণ মধুময় হয়ে না হয় উঠিত

ভরে/সুরে সুরভিতে না হয় ভরিতো বেলা/মোর

এলোচুল লয়ে বাতাস করিতো খেলা.../কিছুক্ষণ

আরও না হয় রহিতে কাছে।'— মঙ্গলবার সুর সম্রাজ্ঞী

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই

লাখো-কোটি সঙ্গীত পিপাসুদের মনে বারবার এই

গানটি গুন গুন করেছে। 'পথে হলো দেরি' সিনেমার

শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি এদিন প্রয়াত শিল্পীর

শেষ মুহুর্তটিকে মরমের কথা আর ভাবের লীলায় গেঁথে

রেখেছে। 'ভারতরত্ব' সম্মান পাওয়ার যোগ্য শিল্পী

তিনি। পাননি। এই বিতর্ককে বাঙালির মজ্জায় বাঁচিয়ে

রেখেই জীবনের দৌড়কে ৯০ বছর বয়সে টা-টা

করলেন সন্ধ্যাদেবী। কোন্ ইন্দ্রধনু যে তাঁর গানে স্বপ্ন

আগরতলা ফ্লাইওভার মামলায় অভিযুক্ত। বিজেপি সরকার এই তিনজনকে টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। প্রত্যেকেই প্রায় তিন মাস করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন, চার্জশিট জমা না হওয়ায় তারা জামিন পেয়ে যান। জামিন যে পেয়েছেন তারা তাও বহুদিন হয়ে গেছে। সবার শেষে গ্রেফতার



ভৌমিক জামিনে মুক্ত। এই দীর্ঘ সময়েও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি সরকার পক্ষ। সিপিআই(এম) এই মামলাকে বদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেছে, তেমনি অরাজনৈতিক

ছড়িয়ে দিত কে জানে! সব কথা-গান সুরে সুরে কী

করে যে রূপকথা হয়ে যায়, বাঙালি সে ইন্দ্রজালের

রহস্যভেদ চায়নি কখনও। শুধু জেনেছে মায়াভরা চাঁদ

আর মায়াবিনী রাত জেগে ওঠে এক ঐশ্বরিক

কণ্ঠমাধুর্যেই। হৃদয় ভরে ওঠে সেই মধুক্ষরা কণ্ঠের

সম্মোহনে। শুধু বাংলা নয়, তাঁর মতো শিল্পীকে পেয়ে

গৌরবময় হয়ে ওঠে গোটা দেশের সংগীতের ইতিহাস।

শিল্পীর প্রয়াণে দেশের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরও অনেকেই শোক জ্ঞাপন

করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পীরা অনেকেই

শিল্পীর প্রয়াণে তাদের শোক জ্ঞাপন করেছেন। বুধবার

বিকেলে শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয়

মর্যাদায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে

গীতশ্রী'র। বুধবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা

পর্যন্ত কলকাতার রবীন্দ্র সদনে শিল্পীর নিথর দেহ তাঁর

গুণমুগ্ধদের জন্য রাখা থাকবে। সেখানেই শেষ

শ্রদাঞ্জলি জ্ঞাপন করবেন অনেকে। মঙ্গলবার

অ্যাপোলো হাসপাতালের তরফে মেডিক্যাল

বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, গীতশ্রী'র শারীরিক

পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। এদিন সকালে তাঁর

রক্তচাপ কমে যায়। যে কারণে ভেসোপ্রেসার সাপোর্টে

রাখা হয়েছিল কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীকে। তবে শেষরক্ষা

হল না। 'মধুমালতী'র মতো নিজের কণ্ঠের জাদুতে

কয়েক দশক ধরে সংগীত জগৎকে মাতিয়ে

রেখেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১ সালের ৪

অক্টোবর কলকাতার ঢাকুরিয়া এলাকায় জন্ম শিল্পীর।

সারবত্তা নেই বলে দাবি করেছেন। সরকারি

সবচেয়ে বড আর্থিক 'ঘোটালা' বলেছেন, 'অভিযোগ' নয়, সরাসরি 'ঘোটালা' বলেছেন। বাদল চৌধরীকে পলিশ গ্রেফতার করতে সারা রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে. পারেনি, বাদল চৌধুরী নিজে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার দেখাতে পেরেছে। পুলিশের জাম্বো টিম পত্রিকা অফিস, পার্টি অফিস, এমএলএ হোস্টেলে গেছে বাদল চৌধরীকে খঁজতে। মান্যের বাড়িতে আলমিরা, বক্সখাট খুলে এক সত্তরোর্থ অসুস্থকে খুঁজেছে। নাকা বসিয়ে গাড়ি থামিয়েছে। পুলিশের ডিজিপি পথে নেমেছেন। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে আইপিএস অফিসারকে সাসপেভ করা হয়েছে। ঘন ঘন বদল হয়েছেন অফিসার। এমন হাস্যকর তোড়জোড়ের পরেও

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫

ফেব্রুয়ারি।। সঙ্গীত জগতের

উজ্জুল নক্ষত গীতশ্ৰী সন্ধ্যা

মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী

বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত

করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীদেব বলেন, 'প্রয়াতা সন্ধ্যা

মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্গীত

জগতকে তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে সুরের

মূর্চ্ছনায় আবিষ্ট করে রেখেছিলেন।

অনন্য সাধারণ প্রতিভাময়ী এই

সঙ্গীত শিল্পীর গান আপামর

বাঙালির হৃদয়ে চিরকাল ধ্বনিত

হবে। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত

জগৎ হারালো এক কিংবদস্তি

শিল্পীকে। সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা

মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ আমাদের

কাছে এক অপুরণীয় ক্ষতি'। মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীদেব প্রয়াতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের

প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন

করেছেন এবং শিল্পীর বিদেহী আত্মার

চিরশান্তি কামনা করেছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

মঙ্গলবারে মন্ত্রিপরিষদের

জন ইনফরমেশন এন্ড

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।।

মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ২০

কালচারাল অফিসার নিয়োগ করা

আগেও মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন

দফতরে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

হয়েছে। গত বছরের শেষ দিক

নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদের

বিভিন্ন বৈঠকে নেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ক্রমশ

উল্লেখ্য, ফটিকরায় বিধানসভার

রাজকান্দি ভিলেজের দশরথদেব

পাড়ায় এদিন বিজেপির সভা

ছিলো। এই সভায় বিভিন্ন দল থেকে

বিজেপিতে যোগদানেরও কথা

ছিলো। সেই সভাতেই যাচ্ছিলেন

বিধায়ক সুধাংশু দাস। তার গাড়ি

মরাছড়া এলাকায় পৌঁছাতেই তিপ্রা

মথা'র সমর্থকরা বিধায়কের গাড়ি

থামিয়ে ঘেরাও করে ফেলে। সকাল

এগারোটা থেকে ঘেরাওয়ে বন্দি

হয়ে পড়েন সুধাংশুবাবু। এরপর

অনেক চেষ্টা করে বিকাল তিনটায়

তিনি ঘেরাওমুক্ত হতে পেরেছেন

এরপর দুইয়ের পাতায়

কল্পতরু হয়ে উঠছে।

থেকেই এইরকমভাবে লোক

হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে এই নিয়োগ হবে। কিছুদিন

নিয়োগ

২০ আইসিও

আগরতলা থানার কিছু ভিডিও ফুটেজ এই প্রশ্ন অভিযোগ উঠেছে। বাম আমলে তৈরি উকিল রতন দত্ত একাধিকবার এটাই ত্রিপুরার টেরিতে রসদ জুগিয়েছে। ধ্বস্তাধ্বস্তি, আগরতলা ফ্লাইওভারের খুঁত ধরতে বিজেপি

		Enquiry under the 2002 against Shr	e provision of the Prevention of Money I. i Hadal Choudhury & others reg.	aundering A
Sir/Mada	m,			
T	his office has	initiated investi	gations under the provisions of the Previ	ention of M
aunderi	ng Act, 2002 :	against Shri Bada	d Choudhury & others.	
In	view of the al	bove, it is request	ted to furnish copies of sale Deed/lease dee	d/ gift deed o
			n the name of the following people ment	
able.				
		_		1
SL_NO	NAME	PAN NO	ADDRESS	ADHAAR
1	Badal Choudhury	BANPC349III	South Mirzapur, Heishamukh, Belonia, PS- Belonia, South Tripura, Presently Staying at MLA Hostel, Beside Netaji School, Agartala, PS- West agartala	
2	Smt. Namita Gope	BKKPG7578Q	South Mirrapur, Hrishamukh, Belonia, PS- Belonia, South Trigura, Presently Staying at MLA Hostel, Beside Netaji School, Agartala, PS- West agartala	
3	Sonil Bhowmik	ACDPB9466C	Chalk Bata, PS-Ranir Bazar, West Tripura, presently staying at Ramnagar, Road No. 02, Agartala, PS-West Agartala.	
4	Kalyani Bhowmik	AVRPB8043Q	Chalk Bata, PS- Ranir Bazar, West Tripura, presently staying at Rammagar, Road No. 02, Agartala, PS- West Agartala.	
5	Yashpal Singh AHEPS68331.		506, Parivar Apartment, Plot No. 30, IP Extension, Delhi-110092, PS- Madluvihar, Delhi.	5258 9949 0886.
6	6 Archana Singh AJEPC8883M		506, Parivar Apartment, Plot No. 30, IP Extension, Delhi-110092, PS- Madhuvihar, Delhi-	9741 6689 0978

আমলে পর পর দেশের নামজাদা দুই সরকারি সংস্থাকে ডেকে আনা হয়েছে, তারা কোনও খুঁত পাননি, উল্টে দরাজ প্রশংসা করে গেছেন। ইডি'র আগরতলা অফিস ল্যাভ রেকর্ড অ্যান্ড সেটেলমেন্ট'র অধিকর্তা, জিরানিয়া, বিলোনিয়া ও সদর'র মহকুমা শাসকদের ও সাব-রেজিস্টারদের চিঠি দিয়ে তথ্য চেয়েছে।ইডিকে হেনস্তা করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ আছে। 'দ্য প্রিন্ট' সংবাদ সাইটের এক খবরে বলা হয়েছে, এই সংস্থারই ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রই এই বিষয়টি টের পেয়ে দায়িত্ব নিয়ে কর্মীদের বলেছিলেন যে তদন্ত যেন অভিযোগের বিষয় বস্তুর ওজনের নিরিখেই হয়, সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। 'হেনস্তার উপকরণ' হিসাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

এরপর দইয়ের পাতায়

এখনও চার্জশিট জমা পড়েনি আদালতে। বাদল স্বলক-আপের ভেতরের ছবি বাইরে চলে এসেছে। সাম্প্রতিক অতীতে সংস্থার বদনাম হয়েছে বলেও চৌধুরী ও সুনীল ভৌমিকের ক্ষেত্রে মানবাধিকার তিনি হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ে এক মিশ্র ইঙ্গিত তে ১০ জে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে অনেক সহজতর হবে বলে ফেব্রুয়ারি।। সোনামুড়া থেকে উদয়পুর পর্যন্ত গোমতী নদীতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ১০টি জেটি নির্মাণ করা হবে। ৪০ মঙ্গলবার এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি কিমি দীর্ঘ এই জলপথের ড্রেজিংয়ের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানের

পাওয়া গেছে। সোনামুড়ার নিকটস্থ

শ্রীমন্তপুরের ইনল্যান্ড ওয়াটার

ট্রান্সপোর্ট টার্মিনালের উন্নত

পরিকাঠামো ও সংস্কারের জন্য

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি

অব ইন্ডিয়া ও ল্যান্ডপোর্টস অথরিটি

অব ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরা সরকারের

পরিবহণ দফতরের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

মতবিনিময়ের সময় একথা বলেন হয় রাজ্য সরকারি অতিথিশালার এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ শুরুতে সংশ্লিষ্ট দফতরের

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এখন হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে স্টিল, সিমেন্ট এগুলি আনতে অনেক খরচ পড়ে।



সেক্ষেত্রে এই জলপথ চাল হয়ে গেলে ব্যয় অনেকটা কমবে। রাজ্যের

কোভিড চলে

যাচ্ছে শিগগিরই

নিউইইয়র্ক,১৫ ফেব্রুয়ারি।।

কোভিড দুই বছরে বিশ্বের হাড়

জিরজিরে অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছে। এই বিপর্যয়েও

ভ্যাকসিন নিয়ে মুনাফা, বিদ্বেষ,

ছল-চাতুরি চলছে। দারিদ্র

প্রকটতম রূপ নিয়েছে। অবশেষে

বিজ্ঞানীরা আশা দিচেছন এই

অতিমারী পার হয়ে যাবে 'হয়তো

খুব শিগ্গিরই।'বিজ্ঞানীদের

অনেকে মনে করেন, করোনা

ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্টের ওপর

প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়েছে এবং তার

ফলে এটি দিনে দিনে দুর্বল হয়ে

ভাইরাসটি 🖜 এরপর দুইয়ের পাতায়

আধিকারিকগণ মৌ স্বাক্ষর করেন এবং চুক্তিপত্র বিনিময় করেন। মৌ স্বাক্ষরের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও কেন্দ্রীয় বন্দর মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল উপস্থিত ছিলেন। সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের দাউদকান্দি পর্যস্ত গোমতী নদীতে জলপথ চালু হয়ে গেলে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন

হাওড়া, দেও এইসব নদীগুলিতেও ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বাড়িয়ে আগামীদিনগুলিতে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। চট্টগ্রাম 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃথিবীকে জবুথবু করে দিয়েছে দুই বছরে, তারপরেও মানুষের যুদ্ধের নেশায় লাগাম পড়েনি। পশ্চিমা বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি, বিশেষত আমেরিকা'র গোয়েন্দা সূত্রের খবর, সকাল সাড়ে পাঁচটায় রাশিয়া ইউক্রেন'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া'র সময়ে রাশিয়া আর ইউক্রেন একসাথেই ছিল, শুধু ছিল না ইউক্রেন নানা দিকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। খাবার উৎপাদনে এবং সামরিক কৌশলগত কারণে ইউক্রেন বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। ইউনিয়ন ভেঙে পড়তেই সাবেক সোভিয়েত দেশগুলি কিংবা সাবেক কম্যুনিষ্ট ব্লক আমেরিকা-সঙ্গীদের

উঠে। রাশিয়াও প্রথমদিকে ধনতান্ত্রিক সঙ্গী হয়ে উঠলেও আবার ফাটল দেখা দেয় স্বার্থ সংঘাতে। ইউক্রেন ইস্যুতে আমেরিকা এবং ন্যাটো'র উল্টোদিকে

দাঁডিয়ে রাশিয়া। আমেরিকা ভারতীয় সময় বুধবার সাড়ে পাঁচটাতেই রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের সময় ঠিক করলেও,রাশিয়া মঙ্গলবারে বলেছে তাদের সেনারা ব্যারাকে ফিরতে শুরু করেছে। ন্যাটো'র বক্তব্য, তাদের চোখে এখনও পরিস্থিতি সহজ করার কোনও ঈঙ্গিত চোখে পড়ছে না জার্মানি'র চ্যাঞ্চেলরের সাথে আলোচনা শেষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেছেন, সাবেক সোভিয়েত দেশগুলিকে ন্যাটো'র বাইরে রাখা,রাশিয়া সীমান্তে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোভিড সারা



অস্ত্র মোতায়েন কিংবা পূর্ব ইউরোপ থেকে পশ্চিমা সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি মানেনি জার্মানি। আমেরিকা এবং এরপর দুইয়ের পাতায়

নেই রেগায়, ানষ্প

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইনকেই এবার বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার। ডবল ইঞ্জিনের দোহাই দিলেও বিভিন্ন জায়গাতে যে রাজ্য বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ রেগা। রেগা শ্রমিকদের কিংবা যেকোনও মানুষেরই রেগা সম্পর্কিত যেকোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য জেলা স্তরে

ফটিকরায়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রা

মথা'র বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রায়

চার ঘণ্টা পথের মাঝেই আটকে

ছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুধাংশু

দাস। তিপ্রা মথা'র কর্মীরা সকাল

এগারোট থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত

বিধায়ককে একই জায়গায় আটকে

বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে।

তার বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়া

এলাকাতেই শাসক দলের বিধায়ক

নিজ বিধানসভা কেন্দ্রেই এভাবে

দীর্ঘ সময় বিক্ষোভে আটকে

রয়েছেন, এই খবর পেয়ে

বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এবং

কেন্দ্রের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করছেন। জানা গেছে, রাজ্য সরকারের মূল ভয় একটাই একবার ন্যায়পাল নিযুক্তি হয়ে গেলে মানুষ যে অভিযোগ জানাবেন এর মীমাংসা সরকার কেন্দ্রের নির্দেশকে কার্যত করতে হবে ন্যায়পাল'কে। আর এতে করে রাজ্য সরকারের চাপ বাড়তে পারে। মূলত সেই ভয় থেকেই রেগায় ন্যায়পাল নিয়োগ না করে অতি বুদ্ধির প্রমাণ রাখছে সরকার। আর এতে করে রাজ্যের

ন্যায়পাল নিয়োগের প্রতিবিধান মানুষ তাদের অধিকার বঞ্চিত অভিযোগ। বাদবাকি ৭৯৯টি থাকলেও রাজ্য সরকার সমস্ত হচ্ছেন। রেগা নিয়ে প্রশ্ন করেও অভিযোগ বাক্সবন্দি করে ফেলে হয়নি। 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

অভিযোগের নিষ্পত্তিও হচ্ছে না। জানা গেছে, চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় সবক'টি জেলার ২০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি থেকে রেগা সম্পর্কে মোট ৮০১টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টাল বলছে, ৮০১টি অভিযোগের মধ্যে এখন পর্যস্ত নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র দুটি

৬ ভাইবোনের মধ্যে

ধলাই জেলায় মোট ১৮৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। গোমতী জেলায় অভিযোগ জমা পড়েছে ৬৯টি। কিন্তু অভিযোগের নিষ্পত্তি নেই। খোয়াই জেলায় ১৩৪টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার মধ্য থেকে মাত্র একটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। উত্তর জেলায় ৬৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু কোনও অভিযোগের আর নিষ্পত্তি

সুঝিয়ে ঘেরা মুক্ত হতে পেরেছেন

তিনি। যদিও পরে বক্তব্য রাখতে

গিয়ে তিপ্ৰা মথা'কে তীব্ৰ আক্ৰমণ

করে বলেছেন- এটা রাজ আমল

নয়। গণতান্ত্রিক শাসন। তিপ্রা মথা

যদি একমাত্র এডিসি দখল করেই

রাজ্যে রাজার শাসন চলছে বলে

মনে করে তাহলে তারা ভুল করবে।

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্য

বিজেপির দখলে। এ রাজ্যের শাসন

ক্ষমতায় বিজেপি। জেলা পরিষদ,

পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত

সব বিজেপির। এরপরেও

বিজেপিকে চোখ রাঙাচ্ছে তিপ্রা

মথা? এটা মেনে নেওয়া হবে না। নানা

এরপর দুইয়ের পাতায়

ফটিকরায় থানার পুলিশ এলাকায় বিধায়ককে ঘেরাও অবস্থাতেই ছুটে গিয়েও তেমন বিশেষ কিছু থাকতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। পরে

ঘেরাও বিজেপি



একটা করে উঠতে পারেননি। মথা সমর্থকদের অনেক বুঝিয়ে

পড়ছে। এছাড়াও সারা বিশ্বে লোকজনকে টিকা দেওয়ার কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। এসব থেকে ধরে নেওয়া যায় সময় ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে কোভিডের - এমনটাই দাবি করা হয়েছে বিবিসির এক প্রতিবেদনে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইতোমধ্যেই কোভিড মহামারী 'শেষ হয়ে যেতে শুরু' করেছে। এটি যে এখন শেষ পর্যায়ে তার লক্ষণ স্পষ্ট।

পৃষ্ঠা ২

সোজা সাপ্টা

অকাল ভোট

২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে যদি অকাল ভোট হয় তাহলে সেই অকাল ভোটে কংগ্রেস সুদীপ, আশিস-দের প্রার্থী নাও করতে পারে। রাজ্য রাজনীতির হাঁড়ির খবর যারা রাখেন তাদের মতামত হলো, উপ-নির্বাচনে সম্ভবত সুদীপ বর্মণ প্রার্থী হচ্ছেন না। তবে এখানে দুইটি অঙ্ক হতে পারে। প্রথমতঃ ৬-আগরতলা কেন্দ্র তিপ্রা মথা-কে ছেড়ে দিতে পারে কংগ্রেস। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে মথা-র সাথে কংগ্রেসের যে জোট হচ্ছে সেই জোটের বার্তা দিতেই নাকি আগরতলা কেন্দ্র মথা-কে দেওয়া হতে পারে। ২০২৩ বিধানসভা ভোটে সুদীপ হয়তো অন্য কেন্দ্রে দাঁড়াবেন। জানা গেছে, কংগ্রেস সম্ভাব্য উপ-নির্বাচন থেকেই জোট গড়তে চাইছে। উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস ও মথা ভোটে জোট করে লড়বে। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, বড়দোয়ালি কেন্দ্রে আশিস কুমার সাহা সম্ভাব্য উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন তবে তা চূড়ান্ত এখনও হয়নি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস হয়তো অন্য চিন্তা করবে। তবে ২০২৩ ভোটে বড়দোয়ালি কেন্দ্রে আশিস-ই লড়তে পারে। সুতরাং রাজ্যে যদি অকাল ভোট হয় (উপ-নির্বাচন) তাহলে সেই ভোটেই কংগ্রেস ও মথা-র জোট দেখা যেতে পারে। কংগ্রেস নাকি চাইছে, উপ-নির্বাচন থেকেই জোটের বার্তা যাক গোটা রাজ্যে সুদীপ রায় বর্মণ যদি উপ-নির্বাচনে প্রার্থী না হন তাহলে বিজেপি-র অঙ্ক কি হয় তা দেখার। তবে মথা-কংগ্রেস যদি জোট হয় তাহলে উপ-নির্বাচনেই হয়তো বিধানসভায় খাতা খুলতে পারে কংগ্রেস এবং মথা।

আদেশ দিলো উচ্চ আদালত

• আটের পাতার পর - অথবা বিচারক গোবিন্দ দাসকে ছেড়ে অন্য যেকোনও বিচারকের অধীনে পাঠিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিচারকের পক্ষে সরকারি আইনজীবীর ভূমিকা নিয়ে যে আদালত অবমাননার দায় তোলা হয়েছিল তাকেও খারিজ করেছে আদালত। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার পক্ষ ক্রুত্ব এই মামলার বিচার সেরে নিতে চাইলে ২০১৯ সালে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের ইতিমধ্যে তিন বছর পেরিয়ে যেতে চলছে। মামলায় একবার চার আসামি জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে আবার চার আসামিকে জেলে পোড়া হয়। বর্তমানে তাদের হাজতে রেখেই মামলার বিচার শেষ করতে নির্দেশ রয়েছে উচ্চ আদালতের।

মৃতদেহ উদ্ধার

• আটের পাতার পর - করছেন বলে খবর। কিন্তু প্রশ্ন, তদন্তের আগেই কিভাবে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলা হচেছ ? যেকোন ঘটনাকে দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যা চাপিয়ে দেওয়া এ রাজ্যের পুলিশের কাছে নতুন কিছু নয়। এমন বছ ঘটনা এখনও পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। সর্বশেষ বিলোনিয়ার বেণু বিশ্বাস খুনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ যে ভূমিকা নিয়েছে তা সবার কাছেই স্পষ্ট। তাইসুব্রত দাসের রহস্যজনকমৃত্রর ঘটনা নিয়ে পুলিশ কিধরনের তদন্তকরবে তা এখন থেকেই বোঝা যাছে।

সরাতে নির্দেশ

● আটের পাতার পর - প্রশাসনের বিভিন্ন স্তারে আবেদন করলেও কোনও প্রতিকার হয়নি। এলাকাবাসীর স্বার্থে রিট আবেদনকারী জনস্বার্থ মামলা ণায়ের করেন। উচ্চ আদালত আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা বিচার করে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে আরডি সাব ডিভিশন অফিস কালাছড়া ব্লুকের হুরুয়াতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। রিট আবেদনকারীর পক্ষে মামলা লড়েছেন বরিস্ট আইনজীবী পুরযোত্তম রায় বর্মণ, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য, আইনজীবী কৌশিক নাথ ও আরাধিতা দেববর্মা।

স্পাই অরুণ

• আটের পাতার পর - দেওয়া হচ্ছে বলে গুঞ্জন রটেছে। ৫ বছর ধরে বোধজংনগর থানায় টিকে আছেন বর্তমান ওসি তাপস মালাকার। তার বিরুদ্ধেও সিডিআর সূত্র ধরে নেশা কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় তাপসের বিরুদ্ধেকোনও শাস্তিমূলকব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য পুলিশ। অথচ একজন হাবিলদারকে দ্রুত সাসপেও করা হয়েছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

• আটের পাতার পর - ঘটনায়ও এখন পর্যন্ত কাউকে সাজা দিতে পারেনি আদালত। এদিনের মৃত্যুর ঘটনার পেছনে গভীর রহস্য রয়েছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরাও। তাদের সন্দেহ, বাংলাদেশ থেকে সুপারি কিলার এনে খুন করা হতে পারে দীপককে। জন্মসূত্রে দীপকের মামারাও বাংলাদেশি ছিলেন। সেখানে তাদের পরিচিতরা রয়ে গেছে। পুলিশ সুষ্ঠু তদন্ত করলে খুনের ঘটনার সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্প্রতি সময়ে রাজ্যে হয়নি। অন্যদিকে, সম্পত্তির বিবাদের জেরে এই খুন হতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করছে পুলিশ। নিহত যুবক একাই থাকতেন দুই মামার সঙ্গে। এই জায়গা হাতিয়ে নিতে হত্যা করা হতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশের।

সঙ্গে নেওয়া উচিত

সাতের পাতার পর
 নজর দেয় তাহলে হয়তো এরাজ্যে মহিলা ফুটবল ঘুরে দাঁড়াতে পারে। রাজ্য ক্রীড়া পর্যদও মহিলা ফুটবলের কোচিং সেন্টার চালু করতে পারে। ক্রীড়া দফতর স্পোর্টস স্কুলের মহিলা ফুটবল দলের গুরুত্ব বাড়াতে পারে। ক্রিপুরা পুলিশ তাদের মহিলা ফুটবল দলকে গুরুত্ব দিতে পারে। টিএফএ-র উচিত মহিলা ফুটবলের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সাথে মিলে কোন প্রকল্প হাতে নেওয়া।বছরে ওই একবার জাতীয় আসরে দল পাঠানো বা আগরতলা মহিলা লিগ করলেই মহিলা ফুটবলের হাল ফিরবে না।এরাজ্যে মহিলা ফুটবলের বিকাশ ঘটাতে হলে বড় ফুটবল ক্লাবগুলিকেও সঙ্গে নিতে হবে টিএফএ-কে। আজ উমাকান্ত মাঠে যখন ছেলেদের ফুটবলে দর্শকদের দারুল উপস্থিতি তখন মেয়েদের নকআউট ফুটবলে টিএফএ নাকি দলই পাচেছ না।

জেল থেকে মুক্তি

ছেরের পাতার পর
 বন্ড নিয়ে দু'জন জামিনদার চেয়েছে। যদিও
শহর ছাড়তে পারবেন না বলে এমন কোনও শর্ত দেয়নি। আদালতের
এই রায় ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে যথেষ্ট। অজয় মিশ্রের বিরুদ্ধে পুলিশ
যেসব চার্জ এনেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

সাত রাজ্যে ১৪ বিয়ে!

• ছয়ের পাতার পর পর স্ত্রীদের টাকা হাতিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পুলিশ জানিয়েছে, গত জুলাইয়ে এক শিক্ষিকা ভুবনেশ্বরে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, এক ব্যক্তি তাঁকে ২০১৮-য় দিল্লিতে বিয়ে করে ভুবনেশ্বরে নিয়ে আসেন। ওই ব্যক্তি বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছেন এমনও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। শিক্ষিকার অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ।

চমক দিলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার

• সাতের পাতার পর
বিজ্ঞানে স্নাতক বিনি। মেলবোর্নেই চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন।ইতিমধ্যেই ভারতীয় প্রথায় বাগদান অনুষ্ঠান সেরেছেন ম্যাক্সওয়েল-বিনি। সে ছবি নেট মাধ্যমেও দিয়েছেন বিনি। তাতে ম্যাক্সওয়েলের বাগদত্তা মজা করে লিখেছেন, "বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন হয়, তার একটা ঝলক দেখিয়েছি ম্যাক্সিকে। বাগদান অনুষ্ঠানে শুধু দু'পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ কয়েক জন বন্ধু উপস্থিত ছিল।খুব অল্প দিনের সিদ্ধান্তে সব আয়োজন হয়েছে। বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের জন্য আর তর সইছে না।"

ফরোয়ার্ডের টানা দ্বিতীয় জয়

🎍 সাতের পাতার পর 💮 লালবাহাদুর। দ্বিতীয়ার্ধে উল্টোটা ঘটলো। সানা, প্রীতম, চিজোবা এবং ইয়ামি মাঠের দখল নিয়ে নেয়। ফলে অসংখ্য আক্রমণ তৈরি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। লেফট উইঙ্গার ইয়ামি এদিনের সেরা ফুটবলার। তার পায়ে বল পড়লেই লালবাহাদুরের রক্ষণ কেঁপে উঠেছে। গতির পাশাপাশি ড্রিবলও রয়েছে পায়ে। আর সবচেয়ে বড় গুণ হলো, বলটা কখন ছাড়তে হবে সেই ব্যাপারে পূর্ণ সময় জ্ঞান। এভাবেই বাঁ প্রান্ত এবং মাঝমাঠ দিয়ে একের পর এক আক্রমণ গড়ে তুললো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ইয়ামি-র বৈশিষ্ট্য হলো, বল নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে কাট করে ভেতরে ঢুকে যায়। তার এই ফুটবল রীতিমত বিধ্বস্ত করে দিলো লালবাহাদুর ক্লাবের রক্ষণভাগকে। ৫৬ মিনিটে চিজোবা-র মাটি ঘেঁষা জোরালো শট রুখে দেয় লালবাহাদুর গোলকিপার। ২ মিনিট পর সানা থেকে বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে ভিদাল চিসানো। ৬২ মিনিটে বক্সের বাউভারি লাইন থেকে চিজোবা-র কামানের গোলার মত শট গোটা লালবাহাদুর রক্ষণ এবং গোলকিপারকে স্ট্যাচু বানিয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৭০ মিনিটে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। দলের এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে চিজোবা। এই গোলটির ক্ষেত্রেও লালবাহাদুরের গোলকিপার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে না। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আক্রমণে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। মাঝে মাঝে আক্রমণে গিয়েছে লালবাহাদুরও। তবে রতন কিশোর, বিনোদ কুমার, সিয়াম পুইয়া-রা রক্ষণে কংক্রিট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় ম্যাচের ৮৫ মিনিটে তৃতীয় তথা শেষ গোলটি তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। একটি চমৎকার আক্রমণের ফসল এই গোলটি। সানা-র থেকে বল পায় ইয়ামি। যথারীতি বাঁ প্রান্ত দিয়ে দৌড় শুরু করে। এরপর বল ভাসিয়ে দেয় বক্সে। এই নিখুঁত পাস থেকে গোল করতে ভুল করেনি ভিদাল। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়লো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি তাপস দেবনাথ লালবাহাদুরের প্রতাপ সিং জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। দলের পারফরম্যান্সে খুশি ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস। গোটা দলই ভালো খেলেছে বলে জানান। বিশেষ কারোর নাম বলেননি। বলেছেন, টিম গেমের ফসল এই জয়। আগাগোড়াই দুর্দান্ত খেলেছে। একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলেছে আমার দল। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। অন্যদিকে, ২০১৩ এবং ২০১৮-তে লালবাহাদুর-কে লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন কোচ খোকন সাহা। তবে এই বছর তার আশা পূর্ণ হলো না। দুইটি বাজে গোল হজম করার খেসারত দিতে হলো দলকে। এমনটাই জানালেন তিনি।

সমর্থক

সাতের পাতার পর সাধারণ দর্শকরা আর আদৌ মাঠে আসার ব্যাপারে উৎসাহী হবেন কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হবে। অনেক বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত ছিল টিএফএ-র। শুধু 'ছেড়ে দাও' বলেই দায়িত্ব খালাস করেছে টিএফএ। আর লালবাহাদুর কোচ অতীতে ফুটবল মাঠে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করেছিলেন। এটাই হয়তো তার বৈশিষ্ট্য। এদিনও তার কারণেই ওই সাধারণাদর্শককেমারখেতেহলো।ফুটবল মাঠের অন্যতম লজ্জাজনক ঘটনা এটি।

জানাল বোর্ড

• সাতের পাতার পর নিতে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে তারা। তিনটি ম্যাচই হবে ইডেনে। শ্রীলঙ্কা খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তারাও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। এর ফলে একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সময় টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে শুরু হওয়ায় দুই দলের সুবিধাই হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বধে ইডি!

 প্রথম পাতার পর করেছিলেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে যেন তদন্ত চলাকালে খবর 'লিক' না হয়, তাও দেখতে বলেছিলেন তিনি। দ্য প্রিন্ট'র খবরে আরও বলা হয়েছে (তখনকার হিসাবে) গত ১৩ বছরে মানি লভারিং আইনে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছে। তাও সেগুলিতে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিমাণের টাকা জড়িত, তিন লাখ থেকে চার কোটি। ত্রিপুরায় আর বছর খানেকের মধ্যেই, স্বাভাবিক নিয়মে হলে, বিধানসভা ভোট হবে। শাসক বিজেপি জোট ছেড়ে যাচ্ছেন বিধায়ক'রা। চারজন এখন পর্যন্ত দল ছেড়েছেন। বিজেপিকে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আনার মূল কারিগর সুদীপ রায় বর্মণ ফিরে গেছেন কংগ্রেসে। যাদের বিরুদ্ধে প্রায় তিন বছরেও চার্জশিট দাখিল করতে পারেনি সরকার, টলমল এই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক অপরাধে তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাদের হিসাব-নিকাশ চাইছে। ইডি'র এই তদন্ত, তদন্তের সময়, পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই, বিতর্ক আসতেই পারে।

অলকের

 প্রথম পাতার পর
 মেয়রের দৌড়ে ছিলেন কিন্তু তিনি মেয়র হতে পারেননি। মেয়র ইন কাউন্সিলেও স্থান পেলেন না ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্য। বিজেপির সদর শহরাঞ্চল জেলা কমিটির সভাপতি ড. অলক ভট্টাচার্য পুর নিগম নির্বাচনের পর যেন আলোকবৃত্তের বাইরে চলে গেলেন। হঠাৎ করে তাকে ব্রাত্য রাখার পেছনে তেমন কোনও কারণ জানা না গেলেও, তিনি যে এখন আর বিজেপির কদরের তালিকায় নেই, তা আরো একবার প্রমাণ হলো। এই বর্মণ বাড়ি থেকে রাজনীতির আলোকবৃত্তে চলে আসা রতন লাল নাথেরও যথেষ্ট কদর ছিলো বিজেপি দলে ও সরকারে। হঠাৎ করে রতন লাল নাথও 'অপ্রিয়'র তালিকায় চলে গেলেন। সেই তালিকায় ড. অলক ভট্টাচার্য একই বাড়ি থেকে উঠে আসার কারণে হলো কিনা কে জানে? তবে এ বাড়ি নিয়ে এখন যথেষ্ট চর্চা। ড. অলক ভটাচার্য এখন আগরতলা পর নিগমের পূর্ব জোনের উপদেষ্টা কমিটির একজন সাধারণ সদস্য। ড. ভট্টাচার্যের মাথার উপর আছেন তাঁর পরে বিজেপি দলে যোগদানকারী সুখময় সাহা। বিজেপি দলের যোগদানকারীদের বয়সের হিসাবে প্রবীণ ড. ভট্টাচার্যের এই দশা দেখে অনেকে অবাক হয়ে গেছেন। সুনামধন্য এই অধ্যাপক রাজনীতিতে এসে এতোটা ডিমোশনের শিকার হবেন, তা কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারছে না। পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা। বারো জনের জোন কমিটির সদস্য'র মধ্যে রয়েছেন ড. অলক ভট্টাচার্যের মতো গুণী অধ্যাপক। মেয়র দূরের কথা ডেপুটি মেয়রের পদও পেলেন না তিনি। মেয়র ইন কাউন্সিলও হলেন না।এখন শুধু মেম্বার। একই সাথে উত্তর জোনের চেয়ারম্যান হলেন প্রদীপ চন্দ। দীর্ঘদিনের বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। কংগ্রেস ঘরানার রাজনীতিতে দীর্ঘসময় কাটিয়ে দুঃসময়ে বিজেপি দলে শামিল হওয়া প্রদীপ চন্দকে এবার উত্তর জোনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এখানেও বারো জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে সেখানেও জগদীশ দাস শুধুই মেম্বার। সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান (!) রত্না দত্ত মজুমদার। নাকি চেয়ারপার্সন তিনি? যাই হোক, পুর নিগমের নোটিফিকেশনে ১৪ জনের সেন্ট্রাল জোনের কমিটিতে চেয়ারম্যান রত্না দত্ত মজুমদার। দক্ষিণ জোনের কমিটির চেয়ারম্যান অভিজিৎ

মৌলিক। এখানে ১৭ জনের জোন

কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে উদ্যোগী ধলাই শিক্ষা দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। বর্তমানের শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়স্তরে কেবল সিলেবাস নির্ভর পাঠদানই যথেষ্ট নয়। এরজন্য প্রয়োজন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সর্বাঙ্গীণ তথা সুষম বিকাশ। কাঙ্খিত সেই বিকাশের লক্ষ্যে আয়ুম্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করল ধলাই জেলা শিক্ষা দফতর। এই কর্মসূচি রূপায়ণে প্রথমে প্রতিটি বিদ্যালয়ের বাছাই করা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে।জেলার প্রতিটি ব্লক রিসোর্স দেউটারে হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ পর্ব। যার পোশাকি নাম স্কুল হেলথ

এন্ড ওয়েলনেস অ্যাম্বাসেডর ট্রেনিং প্রোগ্রাম আন্ডার আয়ুস্মান ভারত। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় বামুনছড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়স্থিত দূর্গাচৌমুহনি ব্লক রিসোর্স সেন্টারে হয় এই প্রশিক্ষণ পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন দুর্গা চৌমুহনি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা শিক্ষা দফতরের বিশেষ আধিকারিক সুফুল শুক্লবৈদ্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন কমলপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভাশিস দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অমরেশ দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন বি আর সি কো-অর্ডিনেটর তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্দিরা দেববর্মা। তিনি জানান, এই বিআরসির অন্তর্গত উচ্চ ও উচ্চ বুনিয়াদি মিলিয়ে মোট ৬৫ টি বিদ্যালয়ের ১৯২ জন শিক্ষককে ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরজন্য ৫জন মাষ্টার ট্রেনার নিয়োগ করা হয়েছে। উপস্থিত অতিথিরা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, উনারা এখান থেকে যে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করবেন তা যেন নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যথাযথ প্রয়োগ করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। মহকুমা স্বাস্থ্য

আধিকারিক ডঃ শুভাশিস দে বিদ্যালয়ে শিশু কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে শিক্ষকদের গুরুত্ব আরোপের জন্য অনুরোধ করেন।উনার মতে, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাসে পরিণত করাতে হবে। বিশেষ শিক্ষা আধিকারিক সুফুল শুক্লবৈদ্য বলেন , বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে বসে সেই মান্ধাতা স্টাইলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাদানেই একজন শিক্ষকের দায়িত্ শেষ হয়ে যায় না বা ছাত্র পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেই আপনি শিক্ষক হিসাবে সফল একথাও বলা যাবে না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক তখনই সফল হিসাবে গণ্য হবে যখন উনার ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের স্তর নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাবে এবং সে প্রকৃত মানবসম্পদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ধাবিত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ধলাই জেলার প্রত্যেক শিক্ষকই সেই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করবে। এদিকে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে একাংশ শিক্ষকের হাজিরা এবং মনঃসংযোগে উদাসীনতা ছিল লক্ষণীয়। জেলা শিক্ষা দফতর শিক্ষকদের এই উদাসীনতার বিষয়টি একটু কড়া নজরে দেখা প্রয়োজন বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ঘেরাও বিজেপি বিধায়ক

• প্রথম পাতার পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তিপ্রা মথা'র কর্মীদের অভিযোগ, এখানে রাজনৈতিক রঙ দেখে সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। যে কারণে তিপ্রা মথা'র কর্মীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন। এর জবাব বিধায়ককে দিতে হবে। একের পর এক অভিযোগে প্রায় হতবিহুল হয়ে পড়েন বিধায়ক। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের অভিযোগ তিনি খতিয়ে দেখবেন এবং আগামীদিনে যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। তিপ্রা মথা'র কর্মীরা বিধায়কের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চান। কিন্তু বিধায়ক লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়েই বিরোধ চলতে থাকে দীর্ঘ সময়। একসময় বিধায়ককে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেস্টাও হয় বলে খবর। যদিও নিরাপত্তা রক্ষীরা বিধায়কের গায়ে কোনও আচড় লাগতে দেননি। দীর্ঘসময় মরাছড়ায় আটক থাকার পর দশরথদেবপাড়ায় পৌছে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক। তার বিধানসভা কেন্দ্রেই তাকে এভাবে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে এটা তিনি কোনওদিনই ভাবেননি। তিপ্রা মথা'র কর্মীরা খোদ শাসক দলের বিধায়ককে তার নিজ কেন্দ্রে আটকের ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বিষয়টিকে কেন্দ্র করের দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং যেকোনও সময় সেই ক্ষোভের বহির্প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারে এলাকাবাসী।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যা'র শেষকৃত্য

 প্রথম পাতার পর

 তনিই ছিলেন সবচেয়ে ছোট। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগ। পণ্ডিত সন্তোষ কুমার

 বসু, অধ্যাপক এ টি কান্নান, অধ্যাপক চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু। ছিলেন উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁর শিষ্যা। মুস্বইয়ে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। রাইচাঁদ বড়াল, শচীন দেববর্মণের মতো সংগীত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে 'আঞ্জান গড়', 'তরানা'র মতো সিনেমার গানে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছিলেন। প্রায় ১৭টি হিন্দি ছবির জন্য গান গাওয়ার পর ব্যক্তিগত কারণে কলকাতায় চলে আসেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে শুরু বাংলার সুরেলা জগতের এক নতুন অধ্যায়। 'সপ্তপদী', 'পথে হল দেরী', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'দেওয়া নেওয়া', 'পিতা পুত্র' — একের পর এক সিনেমায় তাঁর কণ্ঠের জাদু শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে বললে কম বলা হবে। বলা যায়, বাঙ্খালির সাংস্কৃতিক মননে যোগ করেছে এক অভূতপূর্ব মাইলফলক। এক সময় নাকি সুচিত্রা সেনের কণ্ঠ হিসেবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই ভাবতে পারতেন না সংগীত পরিচালকরা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বহু কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন গীতশ্রী। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন 'জয় জয়ন্তী', 'নিশিপদ্ম' সিনেমায় গান গেয়ে। পেয়েছেন বঙ্গ বিভূষণ। ১৯৬৬ সালে কবি ও গীতিকার শ্যামল গুপ্তকে বিয়ে করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর গাওয়া বহু গানের কথাই শ্যামল গুপ্তর লেখা। এত সুর, এত গানের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগেই তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দিতে চেয়েছিল কেন্দ্র সরকার। অভিমানে তা প্রত্যাখ্যান করেন শিল্পী। "মেরা দিল নাহি চাহতা হ্যায়। আর একটা কথা জেনে রাখুন। আমার শ্রোতারাই আমার পুরস্কার," স্পষ্ট ভাষায় দিল্লির আমলাকে জানিয়ে দেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। তার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শোনা যায়, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের এই কণ্ঠ একদিক থেকে বাঙালির কাছে নিবিশ্র আশ্রয়। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশবাসী বাস্তবিক জীবনে যে সুখচ্ছবি দেখতে চেয়েছিল, সিনেমার পর্দায় তারই যেন আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন দু'জন মানুষ উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন। কাহিনির বিন্যাসে বাঙালির স্বপ্নের শান্তিনিকেতন যেন নির্মিত হচ্ছিল তাঁদের কেন্দ্র করেই। আর তাঁদের নেপথ্যে থেকে সুরের সোনার ভুবন রচনা করছিলেন অন্য দু'জন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে সুচিত্রার লিপে সন্ধ্যা গাইলেন সেই অবিস্মরণীয় গান — গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু। বাংলা ছায়াছবির গানে যেন খুলে গেল এক অন্য দুয়ার। এই যুগলবন্দির ঐশ্বর্য ক্রমে হয়ে উঠবে বাঙালির আদরের ধন, চিরকালের সম্পদ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সংগীতের সফর অবশ্য এই বিন্দু থেকে শুরু হয় না। তাঁর সুরের আকাশ যেমন ব্যাপ্ত, তেমনই তার বর্ণময় উদ্ভাস। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, আধুনিক গান এবং ছায়াছবির গান— সঙ্গীতের প্রায় সব আঙ্গিকেই যাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, তাঁর দিকে তাকিয়ে কেবল বিস্মিতই হতে হয়। ১৪ বছরও বয়স হয়নি সন্ধ্যার, প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় এইচএমভি থেকে। প্রথম প্লে-ব্যাক করলেন নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে। 'সমাপিকা' ছবিতে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ালেন। ডাক এল বিখ্যাত সুরকার রাইচাঁদ বড়ালেরও। 'অঞ্জনগড়' ছবিতে গাইলেন তাঁর তত্ত্বধানে। সেই শুরু। তারপর দীর্ঘ কয়েক দশক বাংলা ছায়াছবির গানকে অন্য মাত্রা দিলেন সন্ধ্যা। পর্দার সুচিত্রা দর্শকের চোখে ভেসে ওঠা মানেই অবধারিত ছিল সন্ধ্যার কণ্ঠ।

যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা

• প্রথম পাতার পর ন্যাটো'র সাথেও আলোচনার রাস্তা রাশিয়া খোলা রেখেছে। বুধবারে হামলা শুরু হতে পারে, আমেরিকা'র এই বার্তার পর, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজে এমনটা মনে না করলেও সেই দিনটিকে জাতীয় ঐক্য দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে রাশিয়ার হামলার আশঙ্কায় কূটনীতিকদের ইউক্রেনের পশ্চিমে পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। তার মতে, পশ্চিম ইউক্রেন বলে কিছ নেই, অঘটন ঘটলে গোটা দেশই সমানভাবে ঝাঁকির মুখে পডবে। ইউরোপে সবচেয়ে বড বাণিজ্যিক সহযোগী হিসেবে জার্মানির হুমকি রাশিয়ার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এমন নিষেধাজ্ঞা সত্যি কার্যকর হলে জার্মানি তথা ইউরোপেরও অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও পশ্চিমা বিশ্ব সেই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হলে ইউরোপে জ্বালানির মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ গত প্রায় দুই মাস ধরে প্রচারণা চালাচ্ছিল যে রাশিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে হামলা চালাতে যাচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেন সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া শুরু করে রাশিয়া পাশ্চাত্যের দেশগুলোর এই প্রচারণায় 'জল ঢেলে দিয়েছে' বলে বিদ্রূপ করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা।এক সংবাদ সম্মেলনে মারিয়া জাখারোভা বলেন, 'বিশ্বের ইতিহাসে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ আজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাসী দেখলো পশ্চিমা দেশগুলোর যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা কত করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে'।'কোথাও একটি গুলিও চলেনি, কিন্তু ইউরোপ যে কী পরিমাণ লজ্জা পেয়েছে- তা আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি' াসাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ও রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইউক্রেন কয়েক বছর আগে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করার পর থেকেই উত্তেজনা শুরু হয় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। সম্প্রতি ন্যাটো ইউক্রেনকে সদস্যপদ না দিলেও 'সহযোগী দেশ' হিসেবে মনোনীত করার পর আরও বেড়ে যায় এই উত্তেজনা। ইউক্রেন যেন ন্যাটোর সদস্যপদ লাভের আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়, মূলত সে জন্য দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছিল রাশিয়া। কারণ, ১৯৪৯ সালে গঠিত ন্যাটোকে রাশিয়া বরাবরই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার মনে করে আসছে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কলেবা কিয়েতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'সীমাস্ত থেকে যদি সব সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, কেবল তাহলেই আমরা বিশ্বাস করব- রাশিয়ার হামলা করার কোনো পরিকল্পনা নেই'। ইউক্রেন ইস্যুতে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান এবং যুদ্ধ এড়াতে ক্রেমলিন-কিয়েভের ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিতের মধ্যে সৈন্য ফেরানোর কাজ শুরু করেছে রাশিয়া।ইউক্রেন ইস্যুতে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান এবং যুদ্ধ এড়াতে ক্রেমলিন-কিয়েভের ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিতের মধ্যে সৈন্য ফেরানোর কাজ শুরু করেছে রাশিয়া।

গোমতীতে ১০ জেটি

• প্রথম পাতার পর বন্দর চালু হয়ে গেলে মৈত্রী সেতুর মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষেই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রদেশদ্বার হয়ে উঠবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এই দিশাতেই কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সময়ের মধ্যেই শেষ করার দিশায় কাজ চলছে। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, জনগণের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ বেশি করে পৌঁছে দিতে আয়ুষের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় আয়ুষ শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আজ বিদেশেও অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে। সারা বিশ্বে আয়ুষকে পরিচিতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ রাজ্য অতিথিশালায় মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আয়ুষে বিশেষ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আরও ৫০টি আয়ুষ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়াও ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ শয্যার আরও একটি আয়ুষ হাসপাতাল রাজ্যে স্থাপন করার ঘোষণা করেন তিনি। তবে আয়ুষ হাসপাতাল গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমির বন্দোবস্ত করবে রাজ্য সরকার। শরীরকে রোগ মুক্ত রাখতে আয়ুষের অপরিসীম গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী। সেই সাথে ত্রিপুরায় কোভিড ভ্যাকসিনেশনের সাফল্য, আইন শুঙ্খলার উন্নতি এবং মাদক মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের বিশেষ ভূমিকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানান তিনি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য ত্রিপুরার বিকাশেও বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সকল প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেণ্ডলি অত্যস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, আগামীতে গোমতী নদীর উপর জেটি নির্মিত হবে। কার্গো ভেসেল, ট্যুরিস্ট ভেসেল-সহ ইত্যাদি জলযান আসবে। এতে নৌপথের উপর ভর করে রাজ্যের আর্থিক প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী। ও মজবুত হবে। অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় গোমতী নদীতে ড্রেজিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২৪.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এর পাশাপাশি ত্রিপুরাতে পর্যটন শিল্পের বড় সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব কুমার অলক, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সদস্য (কারিগরী) আশুতোষ গৌতম, পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, এন এইচ এম-র অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধিকর্তা এ সেলভা কুমার সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

তলানিতে

 প্রথম পাতার পর সিপাহিজলা জেলায় ১৩২টি অভিযোগের মধ্যে মাত্র একটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় ৩৯টি, ঊনকোটি জেলায় ৭০টি, পশ্চিম জেলায় ১০৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু কোনও জায়গাতেই কোনও অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। কারণ, নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য যে ন্যায়পাল'র প্রয়োজন সেই ন্যায়পাল নিয়োগ করতে গিয়েই সরকারকে বার বার হোঁচট খেতে হচ্ছে। কারণ, সরকার চায় না, বলা ভালো গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী যীফু দেববর্মণ চান না মানুষের অভিযোগ নিষ্পত্তি হোক। কারণ এতে সরকার চাপে পড়ে যেতে পারে। মানুষ নানা ধরনের অভিযোগ জানাতে পারেন।এর চেয়ে ঢের ভালো যিনি অভিযোগের নিষ্পত্তি করবেন তিনিই যেখানে নেই সেখানে অভিযোগের নিষ্পত্তিকরবে কে? জানা গেছে, সোশ্যাল অডিট ইউনিটে যেরক্মভাবে একেবারে পছন্দের জি হুজুর সুনীল দেববর্মাকে পেয়ে গিয়েছেন যীষ্ণুবাবু ন্যায়পাল'র ক্ষেত্রেও একইরকম জি হুজুর লোক খুঁজছেন। কিন্তু এরকম বক্র মেরুদণ্ডের লোকজন পাচ্ছেন না বলেই নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করতে পারছেন না।আর এদিকে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানিয়েও এর কোনও উত্তর পাচ্ছেন না। যাতে করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে বহুগুণ।

যাচ্ছে শিগগিরই

প্রথম পাতার পর কি একেবারেই

উধাও হয়ে যাবে- এমন প্রশ্নে তারা বলছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে কোভিড থাকবে, কিন্তু সেটা 'প্যান্ডেমিক' হিসেবে নয়, থাকবে 'অ্যাভেমিক' হিসেবে। বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট টি জ্যাকব জন বলেছেন, ভারতে 'অ্যান্ডেমিক' বা স্থানীয়স্তরে এই সংক্রমণ রয়ে যাওয়ার মত অবস্থায় যাওয়ার আগে অন্তত আরও চার সপ্তাহ দেখতে হবে এই রকমভাবে সংক্রমণ হার কমে আসে কিনা। ভারতে এক লাখের কম সংক্রমিতশনাক্ত হয়েছেন মঙ্গলবারেও, এই নিয়ে টানা নয় দিন। জন বলছেন তৃতীয় ধাক্কা যেভাবে দ্রুত কমে এসেছে, তাতে স্বস্তিকর জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছে, তবে তা এখনই 'অ্যান্ডেমিক' হচ্ছে না, অন্তত চার সপ্তাহ দেখতে হবে। গত বছরও হু বলেছিল ভারত 'অ্যান্ডেমিক' স্তরে চলে আসছে। তবে জন বলেছেন, আরও শক্তিশালী নমুনার আসার সম্ভাবনা কম। আবার সারা বিশ্বের খাতিতে তার বিপরীত মতও আছে, অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানীর মত, ম্যালেরিয়ার মত কোনও কোনও জায়গায় অ্যান্ডেমিক হয়ত হবে না কোভিড, কখনও বাড়বে, কখনও কমবে। যুক্তরাজ্যে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলিয়ান হিসকক্স বলেছেন, 'বলা যায় যে এরকম পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। বলতে পারেন মহামারী শেষ হতে শুরু করেছে; অন্তত যুক্তরাজ্যে।আমার মনে হয়, ২০২২ সালে আমাদের জীবন প্যান্ডেমিকের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।' করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট দুর্বল হচ্ছে ওমিক্রনই তার অন্যতম লক্ষণ। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই ভ্যারিয়েন্ট যত বেশি ছড়াবে, ভাইরাসটি ততোই দুর্বল হয়ে পড়বে।এর মধ্য দিয়েই অবসান ঘটবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সংকটের। তবে অধ্যাপক জন হিসকক্স মনে করেন, পরিস্থিতি আবারও খুব বেশি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই। তিনি বলেন, 'নতুন ভ্যারিয়েন্ট কিংবা পুরোনো ভ্যারিয়েন্ট যা কিছুই আসুক না কেন, বেশিরভাগ মানুষই যখন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবে তাদের সামান্য একটু সর্দি-কাশি হবে, সামান্য মাথাব্যথা করবে, এবং তারপরেই আমরা ঠিক হয়ে যাব।' চিনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের শনাক্ত হয়। পরের বছর এটি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়লে স্থবির হয়ে যায় সার্বিক জনজীবন।

রাজনৈতিক কৌশলে থমকে জেআরবিটি"র নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। গত বিধানসভা নির্বাচনে বেকারদের কর্মসংস্থান একটি মুখ্য হয়ে উঠেছিল। আগামী নির্বাচনে একই ইস্যুকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা। গত নির্বাচনে যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা এবার বিরোধী।স্বাভাবিক কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা অবশ্যই হবে। তবে বর্তমান সরকার পক্ষ নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করছে। অভিযোগ 'জিআরবিটি'র নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না করার পেছনে সেই রাজনৈতিক কৌশল মূল কারণ। সম্প্রতি রাজ্য সরকার জেআরবিটি"র মেয়াদ নভেম্বর পর্যস্ত বৃদ্ধি করেছে। বেকারদের কাছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সহসাই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। তাই প্রতিদিনই বেকাররা সংশ্লিষ্ট দফতরে গিয়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনক্ষণ জানার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দফতর কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না বলে অভিযোগ। সোমবার কয়েকজন বেকার ফের দফতরে যান। এদিন তাদের সাথে জেআরবিটি'র এক আধিকারিকের কথা হয়। তিনি নাকি বেকারদের ফল প্রকাশের কোনও নির্দিষ্ট সময় বলতে পারেননি। অথচ সেই আধিকারিক কয়েক মাস আগে বলেছিলেন জানুয়ারিতে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে এখন তিনি কোন মাসের উল্লেখ করলেন না। বেকাররা আধিকারিকের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছেন ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি এখন তাদের হাতে নেই। পুরোটাই নির্ভর করছে সরকারের ইচ্ছার উ পর। সরকার যেদিন সবুজ সংকেত দেবে তখনই ফলাফল প্রকাশ হয়ে যাবে। দফতর সূত্রে খবর, নভেম্বর নাগাদ ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে। তবে ফলাফল প্রকাশ হলেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে না। অনেকেই মনে করছেন নভেম্বরের শেষ সময়ে ফলাফল প্রকাশ করে রেখে দেওয়া হতে পারে। যাতে শাসক পক্ষ বলতে পারে আগামী ভোট

জিতলে করবেন। এক কথায়

ভোট জেতার জন্য টোপ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বার নির্বাচনে স্থগিতাদেশে একাংশ আইনজীবীদের আবেদনটি সাধারণ সভায় পাঠিয়ে দিলেন রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধরী। সোমবার ১০ আইনজীবীর পক্ষে বার নির্বাচন স্থগিত চেয়ে যে আবেদনটি করা হয়েছিল তাতে কোনও শুনানি করেননি রিটার্নিং অফিসার। যেহেতু নির্বাচনের প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের সাপেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে রাজী নন তিনি। বিষয়টি সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে এদিন ত্রিপুরা বারের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনে আপত্তি জানিয়ে আইনজীবীদের দায়ের এই আবেদনটি নিয়ে মঙ্গলবার বারের বর্তমান সভাপতি ও সচিব উভয়ের সঙ্গে আবেদনটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন রিটার্নিং অফিসার। যেহেতু নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র তুলে নিয়েছেন ইচ্ছুক প্রার্থীরা। তাই আপাতত নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যঘাত না ঘটিয়ে ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট এই বিবাদটি সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সচিবকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সূচির মধ্যে ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট এই অভিযোগটি যেন নির্দিষ্ট করে আলোচনায় তোলা হয়। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত মেনেই আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। ওইদিনই নির্বাচনেরও দিনক্ষণ নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা গরমিলের অভিযোগ তুলে সোমবার ১০ আইনজীবী এক আবেদন করেন যেখানে তালিকা সংশোধন সাপেক্ষে ত্রিপুরা বার নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি করা হয়।

সামান্য যাতায়াতের সুবিধা চেয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মালগাড়ি বা এক্সপ্রেস আসার আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। মঙ্গলবার দুপুরে অকস্মাৎ ৪০-৫০ জন নারী-পুরুষ সংঘবদ্ধভাবে বসে পড়ে রেললাইনের উপর। দাবি তাদের নিরাপদে রেল লাইন পারাপারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে একবারে রেল লাইনের উপর

আগেই খবর পৌঁছে যায় আমবাসা থানায় এবং আমবাসা জি আর পি থানায়। ফলে উভয় থানার পুলিশ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পৌছায় ঘটনাস্থলে। এদিকে আমবাসা রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষও এই খবর পাওয়া মাত্র এর বার্তা পৌঁছে দেয় অন স্টেশন সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রশাসনের

অন্ধত্বের সূযোগ নিয়ে ধলাই জেলা এখনো পূর্ণ মাত্রায় চলছে জল অর্থাৎ

জীবন নিয়ে জালিয়াতি। প্রায় দুই দিন পূর্বে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক

সহ তাবড় তাবড় অফিসাররা ঐতিহাসিক (!!) অভিযানে গিয়ে কোন

প্রকার বৈধ কাগজপত্র এবং জল পরিশ্রুতকরণের পরিকাঠামো না পেয়ে

স্থায়ী তালা ঝুলানোর নির্দেশ দেওয়া ফ্যাক্টরি যেমন এখনো চালু আছে

এবং নদী-নালার জীবাণুযুক্ত জল মানুষকে দেদার গেলাচ্ছে। তেমনি

অপরদিকে সেই অভিযানকারী আধিকারিকরাই কাগজপত্র সহ পরিকাঠামো

না পাওয়া অপর একটি ফ্যাক্টরিকে কৌশলে ডিসিশন পেভিং নোট দিয়ে

অবাধ জালিয়াতির সূযোগ করে দিয়েছে। অভিযোগকারী আধিকারিকদের

বশ করে জীবন নিয়ে অবাধ জালিয়াতির অবৈধ ছাড়পত্র বাগিয়ে নেওয়া

একটি জল ফ্যাক্টরি হল ডলুবাড়ি এলাকার মেসার্স পিওর এন্ড সিওর।

অভিযানকারী আধিকারিকদের রিপোর্টেই স্পষ্ট লেখা আছে এই জল

কারখানার বি আই এস লাইসেন্স নেই। তারপরও আধিকারিকরা এই

কারখানাটি বন্ধের নির্দেশ না দিয়ে ডিসিশন পেন্ডিং রেখে দিল কেন?

কিসের বিনিময়ে ? ঠিক একই অপরাধে কুলাই নবগ্রামের মালতি অ্যাকুয়া

পাকাপাকি ভাবে বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়েছে। যদিও মালতি অ্যাকুয়া

পাকাপাকি কেন অস্থায়ী ভাবে বা আংশিকরূপেও বন্ধ হয়নি। সে অন্য

কাহিনী। অভিযানকারী দল গত ২৪ জানুয়ারী মালতি অ্যাকুয়া বন্ধের

লিখিত নির্দেশ দিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই এক প্রভাবশালী নেতার

মধ্যস্থতায় অভিযানকারী দলের এক সদস্যের পায়ে ২০ প্রণামি দিয়ে মৌখিক

ছাডপত্র নিয়ে যায় এর মালিক। এক্ষেত্রে ঐ নেতার প্রণামির পরিমাণ

জানা যায় নি। ফলে নোটিশ নোটিশের জায়গায় আর জীবন নিয়ে

জালিয়াতি তার জায়গায় চলছে দেদার। গত শনিবার অর্থাৎ আমবাসা

হাট বারের দিন সকালেও এই কারখানার মালিকের নিজ গাড়ি

(টিআর-০৪-১৯৪২ বলেরো মিনি ট্রাক) বোঝাই করে আমবাসা

বাজারের দোকানে দোকানে জল সরবরাহ করে। এদিন জনৈক নন্দন

পালের দোকানে কমপক্ষে ৩০ টি জার সরবরাহের সময় নন্দন বাবকে

জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কেন নিষিদ্ধ ফ্যাক্টরির জল বিক্রির জন্য রাখছেন।

উত্তরে নন্দনবাবু বলেন, মালতি অ্যাকুয়া নিষিদ্ধ তা উনার জানা নেই।

উনি দীর্ঘ দিন যাবৎ এই কারখানার জল বিক্রি করেছেন। তবে আর

করবেন না। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল- নন্দন পালের

দোকান সিএমও অফিসের সদর দরজায়। অর্থাৎ অভিযানকারী

আধিকারিকদের নাকের ডগায়। আর তাদের নিষিদ্ধ করা ফ্যাক্টরির জল

কুড়ি দিন যাবৎ তাদের নাকের ডগায় আসছে এবং বিক্রয় হচ্ছে। একেই

ডবল ইঞ্জিনে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ডবল ইঞ্জিনের

গতির মধ্যে এক বছরেও সাংসদ তহবিলের সাহায্য জটেনি প্রতিবন্ধীদের।

মখ্যমন্ত্রীর হেল্প লাইন নম্বর থেকে শুরু করে সমাজ কল্যাণ দফতরে ঘুরে

হতাশ হয়ে পড়েছেন এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। শরীরের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে

একের পর এক সরকারি আমলাদের দরজায় ঘুরলেও মিলেনি ঘোষণা

অনুযায়ী সামান্য একটি ট্রাই স্কুটি। প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা করার জন্য এই

বিশেষ স্কৃটি সাংসদের তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের দেওয়ার কথা। কিন্তু

এক বছর আগের নির্দেশিকা পালন করছে না সরকারি দফতর। উল্টো

মুখ্যমন্ত্রী থেকে জেলা শাসক অফিস থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পাঠিয়ে

দেওয়া হচ্ছে অন্য অফিসের দরজায়। এই অভিযোগ তুলেছেন

প্রতিবন্ধীরাই। হতাশ এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখন সংবাদমাধ্যমের সাহায্য

চাইছেন। প্রকাশ্যেই মুখ খুলেছেন বীরগঞ্জ থানার রাঙামাটি এলাকার

বাসিন্দা তথা প্রতিবন্ধী বিপ্লব দাস। গত বছর ২ জানুয়ারি সাংসদ ঝর্ণা দাস

বৈদ্য'র তহবিল থেকে ২৪ জন প্রতিবন্ধীকে ট্রাই সাইকেল দেওয়ার ঘোষণা

দেওয়া হয়। তৎকালীন জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব এই সংক্রান্ত

একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেন। বিপ্লব-সহ অন্য প্রতিবন্ধীরা ট্রাই সাইকেল

বা তিন চাকার স্কুটি পেতে কয়েকবার শ্যামলীবাজারে ডিডিআরসিতে

যোগাযোগ করেন। স্কৃটি ছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীরা চলাফেরা করতে

অসুবিধায় পড়ছেন বলে প্রত্যেকবার জানান। এছাড়াও টেলিফোনে বহুবার

তারা যোগাযোগ করেন। কিন্তু ডিডিআরসি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়

অডিট থেকে আপত্তি দেওয়া হয়েছে। তাই স্কৃটি দেওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব

সবকিছু জানিয়ে জেলা শাসক অফিসে যান। কিন্তু সেখান থেকেও বলে

দেওয়া হয় , টাকা ডিডিআরসিতে পাঠানো হয়ে গেছে। তাদের কিছু

করার নেই। জেলা শাসকের অফিস থেকে প্রতিবন্ধী বিপ্লব দাসের

অভিযোগটি ডিডিআরসি অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বাধ্য হয়ে

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মহাকরণে একটি চিঠি দেন। এটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়

সমাজকল্যাণ দফতরে। এই দফতরও স্কুটি পাইয়ে দিতে একটি চিঠি

নরসিংগড়ে সিআরসির অধিকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সিআরসি

থেকেও স্কৃটি দেওয়া হয়নি বিপ্লবকে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হেল্প

লাইন নম্বর ১৯০৫ - এ ফোন করেন। কিন্তু এরপরও তার প্রাপ্য স্কুটি

পাননি। এরপর রাজ্য সরকারের কার কাছে আবেদন করলে স্কুটি পাবেন

তা বুঝতে পারছেন না শারীরিক প্রতিবন্ধী বিপ্লব। হতাশ হয়ে সংবাদমাধ্যমের

সাহায্য চাইছেন তিনি। সরকারি নির্দেশিকার কাগজ থাকার পরও সামান্য

স্কৃটি পাচ্ছেন না প্রতিবন্ধীরা। অডিটের অজুহাত দেখিয়ে সাংসদ তহবিলের

টাকা নয়-ছয় করারও অভিযোগ উঠছে। মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশিকাকে

পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ উঠেছে

বোধ হয় বলে প্রণামি গুনেন দিনকানা।

বসে পড়া তাও আবার স্টেশন থেকে প্রায় আডাই কিমি দূরত্বে। যা কিনা যেকোন সময় গণ আত্মাহুতি সদৃশ আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই নজিরবিহীন আন্দোলনের ঘটনাটি ঘটে আমবাসা স্টেশন থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে কেকমাছড়ার গারো বস্তি এলাকায়। তবে আন্দোলন কারীদের সৌভাগ্য যে, কোনো

নিকট। ফলে একাধিক প্যাসেঞ্জার এবং মালগাড়িকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন স্টেশনে।এদিকে আমবাসা থানার পুলিশ ও জি আর পি অবরোধস্থলে পৌঁছালে অবরোধকারীরা জানায়, তাদের এলাকায় রেললাইন ক্রসিং নেই। তাই রেললাইন পারাপারে তাদের সাংঘাতিক কন্ত হয়। এর সাথে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাতো আছেই। তাই তাদের পারাপারের জন্য হয় একটি

ওভার ব্রিজ নির্মাণ করে দিতে হবে , নতুবা লাইনের নীচ দিয়ে অর্থাৎ আন্ডার গ্রাউন্ড পথ বানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় তারা রেললাইন ছাড বে না। এর পর আমবাসা থানার পুলিশ তাদের বোঝায় যে , এটা রাজ্য সরকারের সড়কপথ না যে, যখন খুশি চাইলেই অবরোধ করে ফেলা যায়। এটা রেললাইন এখানে যখন খুশি অবরোধে বসলে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আর সেক্ষেত্রে কেউ থাকবেনা। পুলিশের এই বোঝানোর ফলে শেষ হয় ঘন্টা খানেকের নাটক। অবরোধকারীরা লাইন ছেড়ে বাড়ির পথে রওনা হয়। এইর প দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে এবং যারা পেছনে থেকে উস্কানি দিয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ ছিল বলেই শিক্ষিত মহলের দাবি। কারণ যেভাবে হঠাৎ নবীন-প্রবীণ নারী-পুরুষ এসে লাইনের উপর বসে পড়েছে ঠিক তখনই যদি যেকোন দিক থেকে একটি মালগাড়ি বা এক্সপ্রেস ট্রেন আসতো তবে সংবাদের শিরোনাম যে ভয়ানক হত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পানীয় জলের দাবিতে পথে প্রমীলা বাহিনী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ পানীয় জলের কোন স্থায়ী উৎস নেই ধলাই জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন বাসুদেব পাড়া এলাকায়। থামবাসীদের আন্দোলনের জেরে গাড়ি যোগে জল সরবরাহ করত পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতর। তাও একদিন পর পর সীমিত পরিমাণ (এক দফায় ২/৩ কলস যে যতটা নিতে পারে)। এই দিয়েই অতিকন্টে এবং যে দই - একজনের বাড়ি তে টিউবওয়েল রয়েছে তাদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে দিন কাটাচ্ছিল মানুষ। কিন্তু গত একমাস যাবৎ এই গাড়ি যোগে জল সরবরাহও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ৩/৪ দিন পর পর হঠাৎ একদিন উদয় হয় জলের গাড়ি। এতে তাৎক্ষণিক যারা



খবর পায় তাদের ভাগ্যেই জুটে ২০-৩০ লিটার পানীয় জল। এরই মাঝে মঙ্গলবার জলের গাড়ির এই বিরাম ৫ দিনে পৌছায়। সামান্য পানীয় জলের জন্য শুরু হয় হাহাকার। এতে উপায়ন্তর না পেয়ে মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ এলাকার শতাধিক প্রমীলা খালি কলসি, বালতি নিয়ে উপস্থিত হয় আমবাসা কমলপুর সড়কে। জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন কাছিমছড়াগামী সড়কের মুখে আমবাসা-কমলপুর সড়ক অবরোধ করে বসে শতাধিক ক্ষুব্ধ প্রমীলা। যার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ অবরোধস্থলে হাজির হয় আমবাসা থানার পুলিশ , আবেদন জানায় অবরোধ প্রত্যাহারের। কিন্তু জলের দাবিতে অনড় প্রমীলা বাহিনী পুলিশের আবেদনে কোন সাড়া দেয়নি। পরে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতরের আধিকারিকরা গিয়ে এদিনই গাড়ি দিয়ে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলে বেলা ১১টা নাগাদ প্রত্যাহার হয় অবরোধ। এদিকে গ্রামবাসীরা জানান , তাদের এলাকায় একটি নলকৃপ বসানোর কাজ শেষ হয়ে আছে অনেক দিন হল , কিন্তু রহস্যজনক কারণে সেই নলকুপ চালু করছে না দফতর। একাংশের দাবি এই নলকুপের নল বোরিং করা হয়েছে একচতুর্থাংশ ফলে এখন আর জল উঠেনা তাই চাল করা যাচ্ছে না এটি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধলাই জেলায় এমন শত শত নলকূপ রয়েছে যেগুলোতে উদ্বোধনের সময়ই কেবল জল বেরোতে দেখেছে মানুষ। দ্বিতীয় বার আর দেখেনি। অথচ কেবল গত ১০-১২ বছরে ধলাই জেলার গ্রাম-পাহাড়ে ততগুলো পানীয় জলের উৎস তৈরী করা হয়েছে তার অর্ধেকও যদি সচল থাকতো তবে

জল সংকটের প্রশ্নই উঠত না।

তথ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা. ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী বঙ্গবিভূষণ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি তাঁর শোক বার্তায় বলেছেন, কয়েকদিন আগেই সকলকে শোকে বিহুল করে চিরনিদ্রার পথে চলে গিয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর। লতা মঙ্গেশকরের পর আবারও একবার সঙ্গীত জগতে ইন্দ্রপতন হলো! প্রয়াত হলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কোভিডকে পরাস্ত করলেও জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন ৯০ বছরের কিংবদন্তী এই সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের অপুরণীয় ক্ষতি হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সেনা ও মক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভালোবাসা ও দেশপ্রেম তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। ছবির গানের পাশাপাশি বাংলা আধুনিক গান ও ধ্রুপদী সঙ্গীতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ৫০ বছরেরও বেশি সময় নানা ভাষার ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন তিনি। জাতীয় পুরস্কারজয়ী সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এবং অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী।

কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পরিদর্শনে মন্ত্রী সুশান্ত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার জিরানিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পরিদর্শন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সশান্ত চৌধুরী। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তা খতিয়ে দেখতেই কমিউনিটি হেলথ সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। একটি মহক্মা হাসপাতালে যে সকল পরিষেবা রয়েছে তা যাতে দ্রুত এই সেন্টারে দেওয়া যায় সেজন্য তিনি

সেন্টারের বিভিন্ন বিভাগগুলো ঘরে দেখেন। কথা বলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। এদিন পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পশ্চিম জেলা মখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস, জিরানিয়ার মহকুমা শাসক জীবন কফ্ষ আচার্য, জিরানিয়া বুকের বিডিও উৎপল চাকমা, জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের

চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ডা. রেজিনা রাঙ্খল প্রমখ। জিরানিয়া সিএইচসি পরিদর্শন শেষে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী পরিদর্শন করেন রানিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। সেখানেও বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন, কথা বলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন রানিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কমার দাস, এম ও আই সি ড. দীপ্তি রায় প্রমুখ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জলের সমস্যা দিনের পরদিন চরম আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও রাস্তার বেহাল দশার ফলে জনসাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পানীয় জলের সমস্যা সমাধান কিংবা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েতে বহুবার জানানোর পরও কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে বসে এলাকাবাসীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাক্রম মহকুমার সাতচাঁদ আরডি ব্লকের অন্তর্গত দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দৌলবাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন

ধরে পানীয় জলের সমস্যা সহ রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। জানা যায়, এলাকার নোয়াপাড়া থেকে কচুরবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় বেশ কিছু জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে যার ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। এছাড়া ওই এলাকার প্রায় চল্লিশটি পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ। এই সমস্যা স্থানীয় প্রধান ও পঞ্চায়েতকে জানানোর পরও কোনো রকম পদক্ষেপ না নেওয়ায় মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। পানীয় জলের ব্যবস্থা ও অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করার দাবি রাখেন এলাকাবাসীরা।

খবরের জেরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, विरनानिया, ১৫ रकब्याति।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে টনক নড়লো প্রশাসন ও দলের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বরজ কলোনি এলাকার শংকর সরকার সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন। এছাড়াও সরকারি ঘর ও বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার কপালে জোটেনি বলেও আক্ষেপের সুরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেইসঙ্গে দিব্যাঙ্গজন মেয়ে ভাতা পাচেছ না বলেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন। দু'দিন আগে প্ৰতিবাদী কলম পেশায় দিনমজুর শংকর সরকারের বক্তব্যমূলে সংবাদ প্রকাশিত করে। আর এই সংবাদ প্রকাশিত হতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশাসন। বিলোনিয়া পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক মানিক লাল দাসের বিষয়টি নজরে আসতেই বিলোনিয়া পুর পরিষদের

নেতৃত্বে শাসকদলীয় এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার সকালে সুশংকর সরকারের বাড়ি পরিদর্শনে যান। কথা বলেন উনার সাথে। শংকর সরকার জানান, উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস পেয়েছেন তিনি। এছাড়াও স্ত্রী পরিচারিকা ভাতা পাচ্ছেন। টুয়েপের কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। ঘর বরাদ্দ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, কিন্তু অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে শংকর সরকার জানিয়েছেন। কাউন্সিলার সৃশংকর ভৌমিক জানান, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে পুর পরিষদে খোঁজখবর নেবেন। কেন টাকা ঢোকেনি তাও খতিয়ে দেখবেন এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উনার শৌচাগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও মেয়ের যে বিকলাঙ্গ ভাতার সার্টিফিকেটে ৫০ শতাংশ থাকাতে সে ভাতা দেওয়া হচ্ছে না সেই সার্টিফিকেটকে কিভাবে আপগ্রেডেশন করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে ভাতার কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান পুর পরিষদের কাউন্সিলর সুশংকর ভৌমিক।

য় আভ্যানের পর ফটোসেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নিজেদের মুখ বাঁচাতে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাবড়ানি খেয়ে মাঝে মধ্যে বন দফতরের কর্মীরা অভিযান চালান। মঙ্গলবারও তাদের আরও এক নাটকীয় অভিযান সংগঠিত হয়। এদিন সকালে কম করে ১৫টি অবৈধ বালি উত্তোলনের মেশিন এবং বেশ কয়েকটি স-মিল পেরিয়ে গিয়ে চডিলাম বন দফতরের কর্মীরা দুটি গাড়ি আটক করে নিয়ে আসে। তবে তাদের এই অভিযান



নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য বলে কটাক্ষ করেছেন স্থানীয়রা। একে তো ব্যর্থতার শেষ নেই. তার উপর দটি গাড়ি ধরে এনে একেবারে ফটোসেশনে বাস্ত হয়ে পড়েন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বন দস্যদের আটক করেছেন, সেই জায়গায় বনকর্মীরা আজ পর্যন্ত কতজন বন দস্যুকে আটক করেছেন তা কেউই বলতে পারবেন না। তবে মাঝে মধ্যে তারা কিছু কাঠ উদ্ধার করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেন। এদিনের ঘটনার পেছনেও সেই একই গল্প। চডিলাম এবং বিশালগড বন বিভাগে শুধ টাকার খেলা চলে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। অবৈধ স-মিলের ছডাছডি। কিন্তু তারা অভিযানে বের হলেই কখনও বন দস্যুদের, কখনও আবার ক্ষুদ্ধ নাগরিকদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসেন। তবে পালিয়ে আসার পেছনেও অনেক গল্প লুকিয়ে থাকে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কারণ, সবক'টি ঘটনার সাক্ষী এলাকার নাগরিকরা।

ভূমিহীন গৃহহীন ঙিরবুল্লি চরেই ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলার বাসিন্দা!

কানু দাসকে বিয়ে করেছিলেন।

কানুর সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করে

৬ সন্তানের মা হয়েছিলেন ঙিরবুল্লি।

তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে রুলি

(২৯), রিংকি (২৭), শস্তু (২২),

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ বছরের বাম আমলের 'স্বর্ণযুগ' হোক অথবা ৪ বছরের রাম আমলের সবকা সাথ-সবকা বিকাশের স্লোগানই হোক ---

কাউন্সিলার সুশংকর ভৌমিক'র



সবকিছুই যেন 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' ঠেকছে ৪৬ বছরের স্বামী পরিত্যক্ত ঙিরবুল্লি চরেই (দাস) এবং তার ৬ ছেলেমেয়ের নিকট। কারণ, তাদের নাই বলতে কিছুই নেই।এক সময় পূর্বপুরুষদের বিশাল জোতজমি থাকলেও শক্তিমান ও প্রভাবশালীরা নাকি

রাজু (২০), রিংকু (১৮) এবং রিপ্প দাস (১৭)। একসময় স্বামী কানু দাস ঙিরবৃল্লি এবং ছয় ছেলেমেয়েকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে অজানা ঠিকানায়। এক সময় ঙিরবুল্লিরা দামছড়া এডিসি ভিলেজের চুরেইবুঙে বসবাস করলেও বিগত ২০/২১ বছর ধরে

কেড়ে নিয়েছে। ভালবেসে জনৈক তারা ঠিকানাহীন। স্বামী কান তাদের রেশন কার্ড এবং এমজিএনরেগার জব কার্ড ছিনিয়ে নেওয়ায় তারা সরকারি রেশন এবং ১০০ দিনের কাজের অধিকার হারালেও বাম-রাম কেউই তাদের খোঁজখবর নেয়নি। দুই দশক ধরে স্বামী পরিত্যক্তা হলেও জুটেনি স্বামী পরিত্যক্তার সামাজিক ভাতা। দিন মজুরি করে ৭টি পেটের ক্ষুন্নিবৃত্তি চালিয়ে গেলেও সবদিন কাজ জুটে না। তখনই অনাহার-অর্ধাহারে তাদের দিনযাপন করতে হয়। আজ এবাড়ি তো কাল সেবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কালযাপন করেন তারা। জমি জিরেত না থাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রতিবাদী কলম'র সামনে এই হৃদয় বিদারক কাহিনি শোনান ঙিরবুল্লি চরেই (দাস) ও তার সস্তানরা। বর্তমানে তারা পানিসাগর মহকুমার দামছড়া ব্লুকের ফাইথুরা (হালামপাড়া)য় মানুষের বাড়িতে আশ্রিতরূপে দিনযাপন করছেন। তারা আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাদের খোঁজ নেবেন এবং ন্যয় বিচার পাইয়ে দেবেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে এক মহিলার বসতঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সোমবার রাতে পানিসাগর বিএসএফ সেক্টর হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আরতি নাথের বাড়িতে এই ঘটনা। রাতে ওই মহিলার ঘর পুড়ে যেতে দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নেভালেও ঘরের কিছুই রক্ষা হয়নি। আরতি নাথ সরাসরি অভিযোগ করেন প্রতিবেশী সাগর নাথের বিরুদ্ধে। তার কথা অনুযায়ী সাগর নাথের সাথে আগের দিন ঝগড়া হয়েছিল। এর আগেও দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একবার সাগর নাথ আরতি নাথকে মারার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাই এই ঘটনার পর সাগর নাথকেই তিনি সন্দেহ করছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মহিলার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সাগরের বিরুদ্দ পার্শ্বতী বাড়ির অটোতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তবে তার বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চুরিরও অভিযোগ আছে। আরতি নাথের পরিবার এই ঘটনায় একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছেন।

বাজেট ইস্যতে শক্তির মহড়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১৫ **ফেব্রুয়ারি।।** জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট— এ স্লোগানে আগরতলায় মিছিল সংগঠিত করলো আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ এবং দলিত শোষণ মুক্তি মোর্চা। জীতেন চৌধুরী, রাধাচরণ দেববর্মা, রতন ভৌমিক, সুধন দাসদের নেতৃত্বে এদিন শহরে মিছিল সংগঠিত হয়েছে। আদিবাসী এবং দলিত জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি এবারের বাজেটে। বিষয়গুলো তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, আদিবাসী ও দলিত জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা ও এসটি, এসসি সাবপ্ল্যান পুনর্গঠন করা, নিয়োগ ও প্রমোশনে সংবিধানের নবম তপশিল মোতাবেক সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করা হচেছে সরকারের উদ্দেশ্যে। বিষয়গুলো তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার জনবিরোধী বাজেট পেশ করে এ দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা সাধারণ জনগণের জন্য বাজেট নয়, কর্পোরেট ও বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর পুঁজিপতিদের জন্য এই বাজেট। সাধারণ মানুষের উপর রোলার আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ এবং দলিত শোষণ মুক্তি মোর্চা আরও সর্বনাশ ডেকে আনবে



কার্যত শক্তির বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেউ কেউ দাবি করছেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখনই ময়দানমুখী সিপিএম। শুধু তাই নয়, বাজেট ইস্যুতে সিপিএম আগরতলা থেকে ধর্মনগর, কমলপুর থেকে ধনপুর পর্যন্ত কর্মসূচি জারি রেখেছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রীতিমত সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই বাজেট জনবিরোধী, দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। জীতেন চৌধুরী দাবি করেন, চালিয়ে দিয়েছে। এবারের বাজেট আগরতলায় কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য।

বেণু হত্যাঃ উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত

কমিটি তৈরি করার দাবি মানিকের

একদিকে যেমন বাজেটের পক্ষের প্রচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছুটে যাচ্ছেন রাজ্যে রাজ্যে, তেমনি সিপিএম সহ বামদলগুলোও ময়দানে রয়েছে। আগরতলায় এদিনই এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সনোয়াল। তিনিও রাজনৈতিক ভাবনায় বাজেটের পক্ষে কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরের দিনেই আগরতলায় জীতেন চৌধুরীরা বাজেটের বিরুদ্ধে সরব হলেন মিছিল ও সভার মধ্য দিয়ে। শহর দেখলো বাজেট বিরোধী হাওয়ায় অন্যরকম রাজনৈতিক কর্মসূচি। এদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটকে সম্পূর্ণ দিশাহীন, জনবিরোধী এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার বাজেট বলে অবহিত করলেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায় কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে

ব্যাপকভাবে পিটিয়ে তারা বেণুকে ফেলে চলে যায়।

হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে

ঘোষণা করেন। এই ঘটনা ঘিরে অভিযুক্তদের নাম

দিয়েই থানায় এফআইআর করা হয়। পুলিশ

অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করে উল্টো তাদের বাঁচানোর

চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। পুলিশ এটি কোনওভাবেই

হত্যা হতে পারে না বলে ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করছে।

চুড়ান্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়াই পুলিশ সদর দফতর

বেণু বিশ্বাস খুন হয়নি বলে বক্তব্য জারি করে দেয়।

খুন হওয়া বেণু এবং তার পরিবারের সবাই সিপিএম'র

সমর্থক। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন

সিপিএম সমর্থক হওয়া কি অপরাধ? শাসকদলের

সমর্থন না করলে কি জীবন বাঁচাতে ঝুঁকি নিতে হবে?

এই পরিস্থিতির মধ্যে মানিক সরকার বিরোধী

বিধায়কদের হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি

দিয়ে পিআরবাড়ি থানার ওসি অর্জুন চাকমাকে সরিয়ে

দিতে দাবি তুলেছেন। বেণু বিশ্বাসের পরিবারের

সদস্যদের উপর আর যাতে কোনও আক্রমণ না হয়

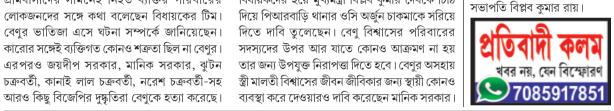
তার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। বেণুর অসহায়

বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে রাজ্যে সিপিআইএম'র তরফ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি রয়েছে। এদিন বাজেটের বিরোধিতা করে তেলিয়ামুড়ায় বাজেট বিরোধী কর্মসূচি সংঘটিত করল বামপন্থী সংগঠন। এদিন স্থানীয় সিপিএম কার্যালয়ের সামনে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই প্ৰতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা, জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অরুণ দেববর্মা, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক মণীন্দ্র চন্দ্র দাস, মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া প্রমুখরা। এদিনের প্রতিবাদ সভায় আলোচনা করতে গিয়ে বক্তারা কেন্দ্রীয় বাজেটকে সম্পূর্ণ দিশাহীন বলে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও এই বাজেট পরিকল্পিতভাবে যারা বডলোক তাদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে বলে তোপ দাগেন। এ বাজেটের মধ্য দিয়ে গরিবদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলবে অভিযোগ করেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা।

এভাবেই কেন্দ্রের বাজেটের

আইএনটিইউসি'র আজ ডেপুটেশন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। আইএনটিইউসি'র তরফে ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে শ্রম দফতরে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে বুধবার। ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, সর্বস্তরের শ্রমিকদের আট ঘণ্টার বেশি কাজ করানোর প্রথা বন্ধ করা, জরুরি ভিত্তিতে ৮ ঘণ্টার ঊধ্বের্ব কাজ করালে ওভারটাইম প্রথা চালু করা, মোটর শ্রমিকদের ঋণ প্রদানে দলবাজি বন্ধ করা, চা-শ্রমিকদের বিপিএল কার্ড, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য দাবিতে এদিনের



ডেপুটেশন প্রদান করা হবে বলে

জানান আইএনটিইউসি'র প্রদেশ

আরও কিছু বিজেপির দুষ্কৃতিরা বেণুকে হত্যা করেছে। ব্যবস্থা করে দেওয়ারও দাবি করেছেন মানিক সরকার। আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫

ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম কর্মী বেণু বিশ্বাস হত্যা মামলায়

উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের টিম গঠন করার দাবি তুললেন

বামপন্থী বিধায়করা। একই সঙ্গে এই ঘটনায়

এফআইআর-এ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি

তোলা হয়েছে। এই সংক্রান্ত একটি চিঠি মঙ্গলবার

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র কাছে পাঠিয়েছেন বিরোধী

দলনেতা মানিক সরকার। তিনি এক চিঠিতে জানান,

গত ১০ ফেব্রুয়ারি পিআরবাড়ি থানার কমলপুরে বেণু

বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সোমবার

বিধায়ক বাদল চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী, রতন ভৌমিক,

ভানু লাল সাহা, সহিদ চৌধুরী, সুধন দাস এবং বিরোধী

দলনেতা মিলে যৌথভাবে বেণু বিশ্বাসের বাড়ি যান।

তাদেরকে দেখে কয়েকশো গ্রামবাসী জমায়েত হন।

গ্রামবাসীদের সামনেই নিহত ব্যক্তির পরিবারের

লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন বিধায়কের টিম। বেণুর ভাতিজা এসে ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন।

কারোর সঙ্গেই ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা ছিল না বেণুর।

এরপরও জয়দীপ সরকার, মানিক সরকার, ঝুটন

আজকের দিনটি কেমন যাবে

পারিবারিক ব্যাপারে হওয়া কাজও আর হবে না, এমন

ক্ষতির

চলা দরকার।

হলেও শত্রুতা যোগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত।

ক্ষেত্র বিশেষে ঋণও হতে পারেন.

কারণ ব্যয়াধিক্যের চাপ আসবে।

🔨 🏏 বৃশ্চিক : সমস্যা আরো

বাড়তে পারে। ব্যবসায়ে

শত্রুতা যোগ দেখা যায়।

ভালো হলেও কোন

বন্ধ বা পার্টনার থেকে

প্রেম-ভালোবাসায় পরিবেশগত

ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। মানসিক স্থিরতা

কম থাকবে। উদ্বেগ ও হতাশা গ্রাস

করবে দিনটিতে। গৃহস্থানে শাস্তি

বিঘ্নিত হতে পারে। ব্যবসায়ে

কুম্ভ : দিনটিতে

। আপনার অনুকূলে। ব্যবসার স্থান

লাভযোগ আছে।

ছোট-খাটো ঘটনায়

সমস্যা থাকবে না

শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকরে। ব্যবসায়

সম্ভাবনা

৯৭৭৪১৪৫১৯২

মেষ : পারিবারিক 🛘 মেষ : ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। দিনটিতে স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। শিল্পীদের অর্থকরী ব্যাপারে লাভবান হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ে ততটা শুভ নয়। ূু বৃষ : দিনটিতে

প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের | অবস্থা তৈরি হবে।তবে মাথা ঠাণ্ডা সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | রাখবেন। চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায়ে 📋 🌉 **ধনু** : দিনটিতে ব্যবসা 👔 লাভবান হতে পারেন। সিথুন : দিনটিতে প্রফেশনাল লাইনে ফর্মের চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তানের ^I সুযোগ সুবিধা পেলেও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হবার লক্ষণ । ছোট-খাটো সমস্যায় বিব্রত হতে আছে। ব্যবসায়ে শুভফল লাভের | হবে। সব দিক বিচার বিবেচনা করে

কর্কট : দিনটিতে | মকর:প্রেম-ভালোবাসা ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা | আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি হেতু মনোকস্টের সম্ভাবনা। পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনদের নিয়ে নানা ু আনন্দ।

হোগ আছে।

সিংহ : দিনটিতে ভ্রমণের সুযোগ হতে পারে। ভ্রাতা-ভগ্নির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে পূর্ণ শুভ । মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। তবে ফল লাভ হবে না। ব্যবসায়ে । ক্রোধ দমন করতে হবে। পরিবেশ লাভবান হওয়ার যোগ আছে।

🛮 কন্যা :পেশায় উপার্জন 🛘 শুভ।অর্থ ভাগ্য ভালো।শরীর স্বাস্থ্য ভাগ্য ভালো। বাড়তি ভালো থাকবে। অর্থ হাতে আসবে। যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। গৃহ পরিবেশ ভাল থাকরে। স্থামী-স্থীব মধ্যে সম্পর্ক থাকবে। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকবে। ব্যবসায়ে লাভের [|] স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ঐক্য থাকবে

তুলা : দিনটিতে ব্যবসা ভালো l লাভজনক হবে।

রেলস্টেশনে ১০টি ব্যাটারি উধাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানান। কিছুদিন আগেও সেখান থেকেই কে বা কারা ১০টি ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনা

বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় রেলস্টেশনে সরকারি বিশালগড় রেলস্টেশন থেকে আবাসনে অনেক বৈদ্যুতিন সামগ্রী উধাও ১০টি ব্যাটারি। স্টেশন থেকে চুরি হয়েছিল। দু'দিন আগে একেবারে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে রেললাইনের ১০টি ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায় পাশে একটি ঘরে ব্যাটারি-সহ কে বা কারা। জানা গেছে, একজন বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করা হয়। নৈশপ্রহরীকে সামগ্রী দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পক্ষে সবদিক পাহারা দেওয়া সম্ভব জানাজানি হওয়ার পর আগরতলা হচ্ছে না। যে কারণে চুরির ঘটনা থেকে রেল প্রলিশের একটি টিম বন্ধ হচ্ছে না। অনেকেই ধারণা বিশালগড়ে আসে। তারা বিশালগড় করছেন নেশায় আসক্ত যুবকরাই থানায় গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত।

পুর নিগমে আর্সেনিকাম এলবাম ৩০ বিতরণ শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানিয়েছেন, ডা. সুশান্ত সরকার, পুর নিগমের সকল জনগণের মধ্যে এ ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে। রেন্টার্স কলোনি নেতাজি সুভাষ স্টেট রেখেই স্বাস্থ্য দফতরের এই প্রয়াস ও পরিকল্পনা। নেতাজি সুভাষ স্টেট বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রেবতী

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ডা. প্রশান্ত ভৌমিক সহ আগরতলা পুর নিগম জনগণের অন্যান্যদের সাথেও এ বিষয়ে মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষ্ধ কথা বলা যাবে। সাধারণ মানুষ আর্সেনিকাম এলবাম ৩০ শক্তি ওই স্টেট হোমিওপ্যাথিক বিতরণ করা শুরু হলো।এ সংক্রান্ত হাসপাতাল এবং ১৪টি সরকারি বিষয়ে ডা. প্রদীপ দাস জানিয়েছেন, হোমিও প্যাথিক ডিস পেনসারি থেকে আর্সেনিকাম এলবাম ৩০ গ্রহণ করা যাবে। ডা. প্রদীপ দাস জানিয়েছেন, এই আর্সেনিকাম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল এবং এলবাম ৩০ শক্তি পর পর ৩ দিন আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত খালি পেটে এবং এক মাস পর ১৪টি সরকারি হোমিওপ্যাথিক একই নিয়মে গ্রহণ করতে হবে। ডিসপেনসারির মাধ্যমে এই ওষুধ তাতে মানব শরীরের প্রতিরোধ বিতরণ করা হচ্ছে। মানব শরীরে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কোভিড জানান, এর কার্যকারি তা ১৯ মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে প্রমাণিত। তিনি দাবি করেন, এ ওষুধ প্রয়োগ করে মানব শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও করোনা হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে এর মুক্ত থাকার প্রমাণ আগেই পাওয়া বিতরণ পর্ব শুরু হয়ে গেছে। গেছে। তিনিও আরও দাবি করেন, স্বাস্থ্য দফতর সকলের মোহন দাসের হাত ধরে এর সূচনা মধ্যে এ ওষুধ বিতর ণের কাজ र्साए वर्ल जानान आर्सिनिक विश्व मिर्नि अक्न करतर्ह, এলবাম বিতরণ কমিটির এবাবও সক লেব চেয়ারম্যান ডা. প্রদীপ দাস। তিনি সহযোগিতায় তা সফল হবে।

এলাকায় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বাইকের ধাক্কায় আহত হয় ক্ষল ছাত্রী রূপালি দেবনাথ। এদিন সকালে ওই ছাত্রী বাইসাইকেল চেপে বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। তখনই টিআর০৭ বি ৭৬৪০ নম্বরের একটি বাইক এসে তাকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহত ছাত্রীকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে

জখম ছাত্ৰী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।।

বিশালগড় থানাধীন সরকারটিলা

নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই ছাত্রীকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে।

অগ্নিকাণ্ড

ঘিরে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁকড়াবন, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কাঁকড়াবন থানার অন্তর্গত হদ্রা পঞ্চায়েতের বিশ্বজিৎ সিংহ-এর খড়ের কুঞ্জে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ বিশ্বজিৎ সিংহ-এর স্ত্রী আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার জুড়ে দেন। খবর পেয়ে কাঁকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকাণ্ডে গো-খাদ্য ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ, অনেক কষ্ট করে তারা খড়ের কুঞ্জ তৈরি করেছিলেন। এখন গবাদি পশুর জন্য পুনরায় কিভাবে খড় কিনে আনবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

পাশে টিডিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিএগার মাতৃবিয়োগের খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে যান টিডিএফ সভাপতি পূজন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। প্রয়াতার বিদেহী আত্মার চিরশাস্তি কামনা করেন তিনি।

শহরে এবিভিপির বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পেরে ছাত্রীটি আত্মহত্যা করেছে। আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। এই ঘটনা ঘিরে একজনকে আনোয়ারা হত্যা মামলায় আওয়াজ তুললেও সরকার বদলের পর চুপসে গিয়েছেন আন্দোলনকারী ছাত্র নেতারা। এখন তাদের ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় না। সরকার বদলের পর ভুলে গেছে আনোয়ারা হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও। এবার তামিলনাডুর একটি মেয়েকে ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনায় আন্দোলনে নামলেন এবিভিপি'র সমর্থক ছাত্রীরা। মঙ্গলবার তুলসীবতি স্কুলের কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ছাত্রীরা। তাদের বক্তব্য, তামিলনাডুতে একজন ছাত্রীকে ধর্ম পরিবর্তন করতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। এই চাপ সহ্য করতে না

গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু ধৃত মহিলা ছাড়া পাওয়ার পর কেবিনেট মন্ত্ৰী গিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছে। এতেই পরিষ্কার কতটুকু বিচার পাবে মেয়েটি। আমরা এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ জানাই। যদিও করোনা অতিমারির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে এনএসইউআই এবং এসএফআই যখন ময়দানে নেমে আন্দোলন করছিল তখন এবিভিপি-কে রাস্তায় আন্দোলন বা প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। সার্কিট হাউসে দুই ছাত্র নিগ্রহের ঘটনায়ও তীব্ৰ আন্দোলন গড়ে তুলেনি এবিভিপি।

কংগ্রেসের

শোক প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ।। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি বিল্লাল মিএগার মাতৃবিয়োগের খবরে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এআইসিসির অন্যতম সদস্য তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ড. অজয় কুমার, প্রদেশ কংথাস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা সহ অন্যান্যরা। দু'জনেই বিল্লাল মিঞার মাতা সাহারা বেগমের বিদেহী আত্মার শাস্তি কামনা করেছেন। প্রসঙ্গত, প্রয়াতা সাহারা বেগ মৃত্যুকালে তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, পাঁচ নাত-নাতনি সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

দের হয়রাান

কারও কারও রুট পারমিট থাকলেও

কলম আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা বিমানবন্দরকেন্দ্রীক যাত্রীবাহী অটো পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই।গত কয়েকদিন ধরে চলে আসা পরিস্থিতির নিরীখে পরিবহণ দফতরের তরফে মন্ত্রীর সাফাই গাওয়ার পরও এতটুকু পরিবর্তন হয়নি নয়া টার্মিনালকে কেন্দ্র করে অটো পরিষেবায়। যাত্রী সাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অভিযোগ, সেখানে বাইরে থেকে আসা অটোগুলোকে স্থানীয় অটো চালকরা আটকে দিচ্ছে। গত ১৫ জানুয়ারি নতুন টার্মিনাল ভবন থেকে বিমান চলাচল শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, ওই সময়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অটোগুলোকে ভেতরে যেতে দেয়নি। তা নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রী সাধারণ। কারণ, এ সময়ের মধ্যে যাত্রী সাধারণের নিজস্ব ভাড়া করা গাড়িগুলোকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি স্থানীয় অটো চালকদের তরফে। জোর করে বাইরে থেকে আসা গাড়িগুলো থেকে যাত্রী সাধারণকে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনা এখনও চলছে।

অভিযোগ, রাধানগর পর্যন্ত তাদের

তারা নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে পরোনো মোটরস্ট্যান্ড কখনও কখনও চন্দ্রপুর-বটতলা পর্যন্ত যাত্রী পরিবহণ করছে। দফতরের মন্ত্রীর বড বড কথা এতটুকু কাজে আসছে না এখনও। অভিযোগ এমনটাই। খোদ বিজেপির কার্যকর্তারাও বিমানবন্দরে গিয়ে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারাও সরাসরি অভিযোগ তুলছে। তাদের আরও অভিযোগ, পরিবহণ দফতর বা আগরতলা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনও কোনও সঠিক পদক্ষেপগ্রহণ করেনি। স্বাভাবিক কারণে তারা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। বাইরে থেকে গাডি আটকে দেওয়ার ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত বেডে যাওয়ায় সাধারণ যাত্রীরা বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে মল টার্মিনাল ভবনের দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে।এ বিষয়েকথা বলতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক বলেছেন, গত মাসেই এই বিষয়টি নিয়ে পরিবহণ দফতর এবং বিমানবন্দর কর্ত্ পক্ষ কথা বলেছেন। কার্যত সাধারণের দুর্ভোগ এতটুকু কমেনি, তার উদাহরণ মঙ্গলবারও পাওয়া গেলো।

খ্রানদের গ্রেফতারের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বিলোনিয়ার রাজনগরে বেণু বিশ্বাস হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার মিছিল হয় কৈলাসহরে। এদিন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত হয়। কৈলাসহরের রাজপথে মিছিলের মধ্য দিয়ে বাম নেতারা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক অনন্ত নমঃ, সভাপতি শৈলেশ মালাকার এবং বিধায়ক মবস্বর আলি। মিছিলটি সিপিআইএম জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শৈলেশ মালাকার অভিযোগ করেন, পুলিশ সব জেনেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। রাজ্য সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে খুব শীঘ্রই বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

খুললো পার্টি অফিস, ২৩তম সম্মেলনের প্রচার সিপিএম'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ২০১৮ সালের ৩ মার্চের পর আডালিয়া সিপিএম লোকাল অফিসটি কতবার আক্রমণের শিকার হয়েছে তা সকলেরই জানা। লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এমন বহু ঘটনার সাক্ষী এই দলীয় কার্যালয়টি। বহুবার সেই কার্যালয় খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন সিপিএম নেতারা। অবশেষে বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে এই কার্যালয়টি খুলতে সক্ষম হলো সিপিএম নেতৃত্ব। মঙ্গলবারই এই বন্ধ পার্টি অফিস খুললেন বিপদ বন্ধু ঋষিদাস, মিহির দত্ত'রা। শুধু পার্টি অফিস খোলাই নয়, একই সাথে দলীয় পতাকাও লাগানো হলো সেখানে। পতাকা উত্তোলন হলো। অনেকের উপস্থিতিতে এদিন এ পার্টি অফিস খোলার পর সিপিএম নেতৃত্ব রাজনৈতিক বার্তাও দিলেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, এক নতন আবহে এগিয়ে চলছে সিপিএম। দলের রাজ্য নেতত্ব জানিয়েছেন, শুধ আগরতলাই নয়, রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় বন্ধ পার্টি অফিস খোলার উদ্যোগ যেমন নেওয়া হয়েছে. ঠিক তেমনি কোথাও কোথাও পার্টি অফিস খোলাও হয়েছে। উল্লেখ্য, সিপিএম শুধু বন্ধ পার্টি অফিস খোলার কর্মসূচি নিয়ে বসে আছে তাই নয়, তার সাথে চলছে সম্মেলনের প্রচারের কাজও। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষিতে ২৩তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগরতলায় বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার



লাগানো হয়েছে। তবে এবারের সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে কি না তা সময়ই বলবে। ২৩তম রাজ্য সম্মেলন ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, পিবিএম প্রকাশ কারাত সহ অন্যান্যরা। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সমাবেশের সিদ্ধান্ত হয়তো ২০ ফেব্রুয়ারির পর জানানো হবে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সম্মেলনের প্রচারে চলছে পোস্টারিং। আগরতলার বেশ কয়েকটি জায়গায় দলের তরফে অঞ্চলস্তরে এদিন পোস্টার, ব্যানার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও সিপিএম লোকাল এবং মহকুমা কমিটি সম্মেলনের বার্তা পৌঁছে দিতে দেওয়াল লিখনও করেছে। সিপিএমের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে ৩শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। পার্টি কংগ্রেসের আগে এই রাজ্য সম্মেলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক মহলেও এই সম্মেলনের চর্চা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের পর ২২তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার ২০২৩ সালের আগে ২৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কন(.ভনশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, **১৫ ফেব্রুয়ারি।।** ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সোনামুড়া মহকুমা কমিটির আহানে মঙ্গলবার এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাম নেতারা ভাষণ রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস, নারায়ণ দাস, রামচন্দ্র নোয়াতিয়া প্রমুখ। কনভেনশনের পর ৮ দফা দাবি পূরণের লক্ষ্যে সোনামুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-বাজেট সংশোধন করে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের কল্যাণখাতে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করতে হবে, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, নিয়োগ ও প্রমোশনে নিশ্চয়তা প্রদানে নবম তপশিল অনুসারে আইন প্রণয়ন প্রভৃতি।

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক									
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।									
প্রতিটি সারি এবং কলামে ১									
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই									
ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X									
৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার									
করা যাবে ওই একই নয়টি									
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি									
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার									
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।									
সংখ্যা ৪৩৬ এর উত্তর									
4 1 9 3 7 2 8 6 5									
3 2 8 6 5 9 7 4 1									
5 7 6 1 8 4 9 3 2									
7 8 5 2 4 6 3 1 9									
1 9 2 5 3 7 4 8 6									

8 6 3 7 2 5 1 9 4

2 5 1 4 9 3 6 7 8

9 4 7 8 6 1 5 2 3

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

	ক্রামক সংখ্যা — ৪৩৭								
(6	4			2	5	7		1
	3	1					6		2
2	2					3			
Г		2	1	7	5		4	8	
	5		4	თ			2		7
	7	3		2		4	5		9
4	4				3	8			5
		6	7				3	4	
1	8	5		4	7			2	6

মৃত কর্মীর ছেলের বদলে চাকরি পেলেন শাসক নেতা

বিশালগড, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বাবা কর্মরত ছিলেন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার পর তার অনুপস্থিতিতে ছেলেই পাম্প অপারেটরের অস্থায়ী দায়িত্ব সামলেছিলেন। তাই সবাই আশা করেছিলেন পাম্প অপারেটরের মৃত্যুর পর তার ছেলেকেই সেই চাকরি দেওয়া হবে। চাকরি পাওয়ার জন্য মৃতের ছেলে লিখিতভাবেও আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত কর্মীর ছেলের বদলে চাকরি পেলেন বিজেপি নেতা। বিশালগড় মহকুমার বাইদ্যারদিঘি পঞ্চায়েতের নদীলাক এলাকার সুখলাল দাস গত ৭ মাস আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২৫ বছর পাম্প অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ২৫ বছর পাম্প অপারেটর হিসেবে বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। ওই সময় তার ছেলে সুপ্রিয় দাস বাবার দায়িত্ব সামলান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার বাবার মৃত্যু হয়। ২৪ বছরের সুপ্রিয় দাস বাবার মৃত্যুর পর লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন সুখলাল দাসের জায়গায় যেন তাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। সুপ্রিয় দাসের কথা অনুযায়ী ওই সময় গ্রামের নেতারাও তাকে বাবার চাকরি দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন।মণ্ডল থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নেতারা একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেছে, ওই এলাকার বিজেপি নেতা উত্তম পাল পাম্প অপারেটরের চাকরি বাগিয়ে নেন।

হয়ে পডেছেন। অনেকেরই সন্দেহ উত্তম পালকে চাকরি প্রদানের পেছনে অন্য কোন খেলা হয়েছে। যেহেতু, উত্তম পাল এলাকায় নেতা হিসেবে পরিচিত এবং তার প্রতিপত্তি আছে তাই সুপ্রিয় দাসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় অনেকেই সমালোচনা করেছেন। তবে নেতাদের বিরুদ্ধে কেউই সরাসরি মুখ খুলেননি। সুপ্রিয় দাস জানান, নেতারা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবেন তা তিনি কখনই ভাবতে পারেননি। এদিকে, উত্তম পালকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয় দেখিয়ে দেন। তার বক্তব্য, যা কিছু প্রশ্ন করার পঞ্চায়েতে গিয়ে করুন।

হ জওয়ান হত্যা মামলায় চার্জাশট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোণাবন জিসিএস-এ দুই টিএসআর জওয়ান হত্যা মামলার চার্জশিট জমা পডলো আদালতে। মঙ্গলবার মধুপুর থানার পুলিশ বিশালগড় আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে আবেদন জানানো হয় অভিযুক্ত রাইফেলম্যান সুকান্ত দাসকে জেলে রেখে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। এদিকে অভিযুক্ত সুকান্ত দাসকে এদিন আদালতে পেশ করা হলে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত বছর ৪ ডিসেম্বর কোনাবন জিসিএস-এ কর্মরত রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস সহকর্মী সুবেদার মার্কেন সিং জমাতিয়া এবং নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়াকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অভিযুক্ত সুকান্ত দাস ঘটনার পর মধুপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। ঘটনার পর গোটা রাজ্য জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দাবি উঠে অভিযুক্ত সুকান্ত দাসের বিরুদ্ধে কঠোর যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। এমনকী ফাঁসির দাবিও উঠে বিভিন্ন মহল থেকে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের বুকে নজিরবিহীন বলেও মন্তব্য করেন অনেকে। এদিন পুলিশের তরফ থেকে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। ঘটনার ৭৩ দিনের মাথায় পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার শুভজিৎ দেব। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি সুকান্ত দাসকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে বলে সরকারি আইনজীবী গৌতম গিরি জানান। তদন্তকার্য যতটা দ্রুত শেষ হয়েছে ঠিক তেমনি বিচার প্রক্রিয়া কত দ্রুত শেষ হয় সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

ভাষণই সার! বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা ছড়ার জল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করে নিয়েছে। শুখা মরশুমের শেষ লগ্নেও প্রত্যন্ত এলাকাগুলি তীব্র পানীয় জলের সংকটে ধুঁকছে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হলো, ১৬০ পরিবার গিরিবাসীদের জন্য একটি জলের উৎস নির্মাণ করে দিতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন বলে অভিযোগ। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লকের অধীনে শ্রীরামখরা এডিসি ভিলেজের পাঁচটি জনজাতি বসতি পাড়া এলাকায়। এডিসি ভোটের প্রাক্কালে তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বরা স্থানীয় জনজাতিদের জল সংকটমোচনের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার ৯ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নেতাবাবুদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু গিরিবাসীদের জল সংকটমোচন তো দূরের কথা উল্টো জল সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর নেতাদের দেওয়া আশ্বাসের বাণী বিশবাঁও জলের নিচে তলিয়ে গেছে। জানা যায়, মঙ্গিয়াকামী আর্ডি ব্লকের অধীনে শ্রীরামখরা এডিসি ভিলেজের শুভানন্দ পাড়া, কৃষ্ণকুমার পাড়া, রঙ্গিয়াপাড়া, মূলাইয়াপাড়া, ধনীরামপাড়াগুলিতে পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করে দিতে পারেনি ব্লক এবং এডিসি প্রশাসন বলে অভিযোগ। যার ফলে ওইসব এলাকাগুলিতে বসবাসরত জনজাতিদের কপালে বিশুদ্ধ পানীয় জল জোটে না। এজন্য স্থানীয় জনজাতি গিরিবাসীরা ছড়ার পাশে গর্ত করে সেই নোংরা জল দিয়ে জল তেষ্টা নিবারণ করে আসছে দিনের পর দিন। যার ফলে ওইসব বসবাসরত স্থানীয় জনজাতিদের বিভিন্ন উদরঘটিত রোগের প্রকোপে পড়তে হয় অহরহ। স্থানীয় অংশের মানুষজনদের দাবি প্রশাসন যাতে তাদের জন্য জলের উৎস নির্মাণ করে দেয়। এখন দেখার বিষয়, সংবাদ প্রকাশের পর ব্লক প্রশাসন সহ এডিসি প্রশাসন জল সংকটমোচনে স্থায়ী ব্যাবস্থা কবে নাগাদ করতে সক্ষম হয়।

স্কুটি থেকে টাকা চুরি

৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় এসবিআই শাখার সামনে। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ সিআরপিএফ জওয়ান জওহর দেববর্মার স্কুটি থেকে টাকা নিয়ে যায় কে বা কারা। ঘটনার পর ওই জওয়ান ছুটে আসেন বিশালগড় থানায়। জওহর দেববর্মা

বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুফারি।। ব্যাক্ষের ভেতরে যান। ওই সময় দিনদুপুরে ব্যাঙ্কের সামনে স্কুটির ভেতরেই ৩০ হাজার টাকা সিআরপিএফ জওয়ানের স্কুটি থেকে রাখা ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন স্কুটি থেকে টাকা উধাও। এখন প্রশ্ন উঠছে প্রকাশ্য দিবালোকে কিভাবে স্কুটির তালা ভেঙে টাকা চুরি করা হল? এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয়রা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ, প্রতিদিন ওই ব্যাঙ্কে আসেন শত শত গ্রাহক।

নিখোজ যুবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,

১৫ ফেব্রুয়ারি।। এক মাস ধরে ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছেন না অসহায় পিতা। ঘটনা জম্পুইজলা ব্লকের অমরেন্দ্রনগর ভিলেজের নয়ন সর্দার পাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেনের ২৬ বছরের ছেলে জাবির হোসেন আগরতলা যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর থেকে তার কোন হদিশ নেই। মোবাইল ফোনেও যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল ফোনটি বন্ধ বলে জানান যুবকের বাবা। এদিকে, ছেলেকে না পেয়ে জাকির হোসেন এবং তার পরিবারের সদস্যরা খুবই অসহায় হয়ে পড়েছেন। ছেলেটি নিজে থেকে কোথাও চলে গেছেন, নাকি কোন ঘটনার শিকার হয়েছেন তাও স্পষ্ট নয়। জাবির হোসেনের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশও এখনও পর্যস্ত যুবকের হদিশ দিতে পারেনি। তার বাবার কথা অনুযায়ী ছেলের কথা মনে করে তার মা বিভিন্ন সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন। এমনিতেই আর্থিকভাবে খুবই দুর্বল পরিবারটি। অনেক কন্ট করে এমএ পাশ করিয়েছিলেন জাকির হোসেন। তার রোজগারের একমাত্র উপায় লাকড়ি বিক্রি করা। আশা ছিল ছেলে বড় হয়ে বাবা-মায়ের সেবা করবে। কিন্তু সেই ছেলেকে এখন তারা কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। সবারই প্রশ্ন জাবিব কোথায় আছেন ?

নাবালিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ১৪ বছরের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল পরিবার। কিন্তু চাইল্ড লাইন এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মঙ্গলবার চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ এবং মধুপুর থানার পুলিশ ওই নাবালিকার বাড়িতে যায়। জানা গেছে, একদিন আগেই এলাকার এক যুবকের সাথে নাবালিকা পালিয়ে গিয়েছিল। এদিন নাবালিকাকে উদ্ধার করে এনে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু পলিশ এবং চাইল্ড লাইন প্রতিনিধিরা তাদের বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দেন এই সময়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না।অন্তত ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে হলে প্রশাসন তার অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আগামী বৃহস্পতিবার নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হবে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের বহু অংশের মানুষ যে এখনও মান্ধাতা আমলের চিন্তাভাবনা নিয়ে বেঁচে আছেন তা এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও তা পরিচালনা করার মত কর্মী নেই। এই হচ্ছে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল। জম্পুইজলা মহকুমার প্রমোদনগর সাবসেন্টারটি প্রায়শই বন্ধ থাকে। মঙ্গলবারও এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সাবসেন্টারে তালা ঝুলছে। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী সাবসেন্টারে একজন মাত্র কর্মী

আছেন। তাই তিনি না আসলে সাবসেন্টার খোলা হয় না। বিভিন্ন সময় তাকে দাফতরিক কাজে মহকুমা সদরে কিংবা স্বাস্থ্য দফতরে ছুটে আসতে হয়। তখনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলতে থাকে।গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে অবিলম্বে আরও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন নাগরিকরা। যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় তাহলে অবশ্যই

পরিষেবা প্রদানেও লোক থাকা প্রয়োজন। তা না হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকা আর না থাকা একই কথা। যেহেতু গ্রামাঞ্চলের নাগরিকদের কাছে অর্থকড়ি কম, তাই তাদের পক্ষে শহরে এসে সবসময় চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেই পরিষেবাগ্রহণ করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ থাকায় নাগরিকরা বিভিন্ন সময় হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

নেতার চাপে বালির গাড়ি ছেড়ে দিলো বনকর্মীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নেতা বলে কথা। তাদের কথাই যেন সংবিধান। এই রাজ্যের পুলিশ থেকে শুরু করে। বনকর্মীরাও এখন নেতার কথাই শুনছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায় এই ধরনের আরও একটি ঘটনার অভিযোগ উঠে এসেছে তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের কর্মীরা দুটি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করেন কিন্তু প্রবল শক্তিধর বালি মাফিয়াদের চাপে শেষ পর্যন্ত গাড়ি দুটি ছেড়ে দিতে হয়। তবে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা কিছুই বলতে রাজী হননি। বনকর্মীদের কথাতেই স্পষ্ট যে, তারা কতটা চাপে আছেন তেলিয়ামুড়ার জুমবাড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বালি ব্যবসায়ীদের অবৈধ কারবার চলছে। বিভিন্ন সময় বন কর্মীরা এলাকায় গেলেও খালি হাতেই ফিরে আসেন। কারণ বালি মাফিয়ারা আগে থেকেই তাদের উপর মহলের আধিকারিকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই উপরমহল থেকে নির্দেশ না আসায় বনকর্মীরা বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তবে মঙ্গলবার রুটিন পেট্রোলিংয়ের সময় দুটি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করেন। গাডি চালকরা কোনও নথীপত্র দেখাতে না পারার কারণেই গাড়ি দুটি আটক করা হয়। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ বালি মাফিয়াদের চাপ বেড়ে যাওয়ায় দুটি গাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় বনকর্মীরা। এই ঘটনার পর তাদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড উঠেছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন গোটা ঘটনার পেছনে অনেক বড় অংকের খেলা চলছে।

নেতার হাতে আক্রান্ত ছাত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মাঠে খেলাধুলার সময় দুই ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক নেতা মারধর করে অপর ছাত্রকে। বিশালগড় মহকুমার রাঙাপানিয়া এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সময় বিশালগড থানার দ্বারস্থ হন ওই আক্রান্ত ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। তারা জানান, নেতার ছেলের সাথে ওই ছাত্রের খেলার সময় ঝগড়া হয়। ঘটনাটি জানার পর নেতা এসে ওই ছাত্রকে মারধর করে। পরবর্তী সময় ঘটনা জানতে পেরে আক্রান্তের পরিবারের লোকজন বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। তারা অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

-ঃ অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ-Ref.: G.B. Top G.D. Entry No. 19 Dated: 08/02/2022

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। নাম রানা ঘোষ, বয়স - ২০ বছর। উচ্চতা- প্রায় ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল - গোলাকার, চুল - কালো, গত ০৯/০২/২০২২ ইংরেজী তারিখ বিকাল ৪টা ১৩ মিনিট সময়ে নরসিংগডস্থিত মানসিক হাসপাতালের কর্মীগণ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের MMW(Unit-1) Dept. of Medicine. ওয়ার্ডে ভর্তি করান এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ০৮/০২/২০২২ ইংরেজী তারিখ রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট সময়ে মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

■১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬ ২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০

৩) জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

ICA/D-1801-22

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

-ঃ দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ-

Ref. : G.B. Top G.D. Entry No. 22 Dated : 28/01/2022 পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। নাম নান্টু পাল, পিতা - মৃত যোগেশ পাল, সাং - দেওলিয়া টিলা, পোঃ খোয়াই, থানা খোয়াই, জেলা খোয়াই, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, বয়স - ৬২ বছর। গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখমন্ডল - গোলাকার, চুল - সাদা, গত ২৩/০১/২০২২ ইংরেজী তারিখ বিকাল ২টা ১৯ মিনিট সময়ে যান দুঘটনায় পতিত হয়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি হন এবং গত ২৮/০১/২০২২ ইংরেজী তারিখ মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল ১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬

২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০ ৩) জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯

ICA/D-1800-22

ICA/C-3735-22

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE

Registrar of Co-operative Societies, Govt. of Tripura invited 'Request for Proposal [RFP] for Selection of Consultant for setting up of State Level Programme Management Unit (SLPMU) for Department of Co-operation, Govt. of Tripura under two bid e-procurement systems through website http:// tripuratenders.gov.in. last date of submission of proposal upto 18/02/2022.

> Sd/- Illegible (Tamal Majumder) Registrar of Co-operative Societies Government of Tripura



Agartala Sumart City Limited

The Chief Executive Officer on behalf of Agartala Smart City Limited, Agartala, Tripura invites tender for the work of Development of Haora Riverfront. Tender Id: 2022_CEO_26165_1

Tender Value: Rs. 75,47,22.973/-Bidding end date: 23-02-2022

For details please visit https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3715-22

ICA/C-3722-22

Sd/- Illegible Chief Executive officer Agartala Smart City Limited

Notice inviting e-tender PNIe-T-63 /EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/6368, dt. 14.02.2022

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 27.02.2022 for following works. i) Const. of RCC foot bridge over Gomati river near Sital Nama house at Baniachara GP Under Mohanbhog RD Block (PWD SoR 2020).(E/Cost Rs. 1,12,68,283.00).

ii) Const. of RCC foot bridge over Kamai Chaerra from Kathalia Thalibari road, Batta Para at Kathalia GP W-03 Under Kathalia RD Block. (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 38,15,020.00).

iii) Const. of RCC foot bridge over Noachara river School Para Sushil das land to Agri Farm at School Para Under Nalchar RD Block (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 31,92,221.00). iv) Const. of RCC foot bridge over Paglichera near Rafik

Miah house at Anandanagar GP Under Boxanagar RD Block (PWD SoR 2020). (E/Cost Rs. 33,10,690.00).

For details visit website: https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436130666. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

> Sd/- Illegible Er. Kajal Dev **Executive Engineer** R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

নতুন ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হলেন আরও ৯ জন। তবে এদিনও কোনও মৃত্যুর খবর নেই। দেশেও পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় আরও নেমেছে। স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৮০৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৫জন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৫১জনে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ হাজার ৪০৯জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন এদিনে মারা গেছেন ৩৪৬জন।

নাগেরজলায় হকার উচ্ছেদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। পুরনিগমে উচ্ছেদ অভিযান চলছে।এবার গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নাগেরজলায় উড়ালপুলের নিচে ছোটখাটো হকারদের। শকুন্তলা রোডের পর মঙ্গলবার বুলডোজার চলে নাগেরজলা স্ট্যান্ডের কাছে উডালপলের নিচের দোকানগুলিতে। সকালে পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স বুলডোজার এবং গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় নাগেরজলার উড়ালপুলের নিচে। সেখানে গিয়ে ছোট হকারদের দোকান ভাঙতে শুরু করে দেয়। বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙা হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ফাস্টফুডের দোকান।বহু দিন ধরে তারা এই জায়গায় ব্যবসা করে আসছেন। তাদের দোকানপাট সরিয়ে নিতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বলে টাস্ক ফোর্সের কর্মী জানান। তার বক্তব্য, বারবার নোটিশ দেওয়া হলেও এরা সরে যাননি। যে কারণে বাধ্য হতেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই অঞ্চলটি। অবৈধভাবে দোকান বসে পড়ায় প্রত্যেকদিন ভিড় বাড়ছে যানবাহনে। এই কারণেই উচ্ছেদ অভিযানটি হয়েছে। আগরতলায় এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান জারি থাকবে।

যুবক আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কর্মস্থল থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক যুবক। ঘটনা সোমবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বিলোনিয়া হোলি স্পিরিট স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। আহত যুবকের নাম জসিম মিয়া। বাড়ি সুকান্ত নগর এলাকায়। খবর পয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল কর্মীরা। কিন্তু দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আহতের পিতামাতা এবং এলাকাবাসীরা আহত জসিম মিয়াকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আঘাত গুরুতর দেখে আহত জসিম মিয়াকে রাতেই আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করে দেয়। তার পরিবারের লোকজনেরা হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার সকালে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে।জানা যায়, বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকায় হোলি স্পিরিট স্কলের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। ছেলের এরূপ অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পডেন জসিমের পিতা-মাতা।

বৃদ্ধি দূরে থাক, উল্টো ভাতা বন্ধ দু'মাস ধরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বৃদ্ধি করা তো দূরে থাক, উল্টো দু'মাস ধরে ভাতা বন্ধ হয়ে আছে এক বৃদ্ধার। তিনি এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছেন যে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁঠালিয়া ব্লকের কালিখলা এলাকায় বিশুপতি ত্রিপুরার বাড়ি। কিন্তু তার মা-বাবা কেউই নেই। মহিলা এখন ওই গ্রামেরই চন্দ্র মানিক নোয়াতিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। কারণ, বিশুপতি ত্রিপুরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিবেশী চন্দ্রমানিক নোয়াতিয়ার উপর ভরসা করা ছাড়া তার কাছে আর কোন উপায় নেই। এদিন দু'জনে ভাতার টাকা সংগ্রহ করতে অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে দু'জনকে। কারণ, তারা যখন প্রথমে ব্যাঙ্কে ছুটে গিয়েছিলেন তখন বলা হয়েছে ভাতার টাকা এখনও অ্যাকাউন্টে আসেনি। তাই দু'জনে খুব কষ্ট করে ছুটে আসেন সিডিপিও অফিসে। কিন্তু সেখানেও গিয়েও তারা নিরাশা নিয়ে ফিরে আসেন। কারণ, অফিস থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে ভাতার টাকা নাকি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুনরায় ব্যাঙ্কে গিয়ে তারা জানতে পারেন আদৌ টাকা আসেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই বৃদ্ধার দু'মাসের ভাতার টাকা কোথায় গেল? যেহেতু, ওই মহিলা আরেকজনের উপর নির্ভরশীল তাই তার অবস্থার কথা এলাকার সবারই জানা। সেই সুযোগটিকে অন্য কেউ কাজে লাগিয়েছে কি? এদিন সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিশুপতি ত্রিপুরা কাঁদতে কাঁদতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্দেশে করজোড়ে আবেদন করেছেন তার ভাতার টাকা যেন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারণ, ভাতার টাকা ছাডা তার আর কোন রোজগার নেই।

নির্দেশকে অমান্য করে ইট বিজি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ইট। প্রতিটি ইট ১৫ টাকা থেকে ১৬ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে মহকমার ইটভাটাগুলোতে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর সাক্রমের একটি জনসভা থেকে মখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কমার দেব বলেছিলেন, যদি কোনও ইটভাটার মালিক সাধারণ জনগণের কাছে চড়া দামে ইট বিক্রি করেন তাহলে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে জেলার ডিএমদেরকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মখামন্ত্রীর সেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সাক্রম মহকুমার ইটভাটাগুলি সাধারণ জনগণের পকেট কাটছে ইটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করে বলে অভিযোগ। এর ফলে গরিব অংশের জনগণকে সরকার থেকে পাওয়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এছাড়াও অনেক বেকার যুবক রয়েছেন যারা এই ইটভাটাগুলো থেকে ইট কিনে এনে সেগুলিকে মেশিনে ভেঙে চিপস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। ইটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কারণে তারাও ব্যবসায় মার খাচ্ছেন। মহকুমাবাসী আশা করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর হয়তো-বা ইটভাটাগুলি ইটের দাম কমাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে অমান্য করেই অস্বাভাবিক হারে ইট বিক্রি করছেন। বর্তমানে মহকুমাবাসীরা ইটভাটাগুলির দ্বারা অস্বাভাবিক বেশি মূল্যে ইট বিক্রির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইটের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন।

মাংসের দোকান থেকে ছাগল চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মাংস বিক্রেতার দোকান থেকে ছাগল চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক যুবক। মঙ্গলবার বিকেলে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন পেট্রোল পাস্পের সামনে এই ঘটনা। দোকান মালিক সজল দেবনাথের ছেলের কথা অনুযায়ী এর আগেও জাতীয় সড়কের পাশ থেকে বেশ কয়েকটি ছাগল চুরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮টি ছাগল চুরি হয়েছে বলে তার অভিযোগ। তারা প্রতিটি ঘটনার পর পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু একটি ঘটনারও কুলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এরই মধ্যে এদিন বিকেলে এক যুবক রাস্তার পাশে বেঁধে রাখা একটি ছাগল ব্যাগে ঢুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই ঘটনাটি সজল দেবনাথের ছেলে প্রসেনজিৎ-এর নজরে পড়ে যায়। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সুমিত সাহা নামে ওই যুবকের বাড়ি আগরতলার বডদোয়ালি এলাকায়। তাকে স্থানীয় লোকজন গাছের সাথে বেঁধে রাখে পরবর্তী সময় খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। কিন্তু দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয়রা সুমিত সাহাকে আটকে রাখে। এলাকাবাসীর জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক জানায়, বন্ধনের কিস্তি দেওয়ার মত তার কাছে টাকা নেই। তাই ছাগল চুরি করতে এসেছে। এদিনের ঘটনায়ও পুলিশের ভূমিকায় স্থানীয় নাগরিকরা ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ, যে কাজটি পুলিশের করার কথা ছিল সেটি সাধারণ নাগরিকরাই করেছেন। তারপরও পুলিশের ঘটনাস্থলে আসার ক্ষেত্রে বিলম্ব হল। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পুলিশ কি চোর পালিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল?

ক্রমশ তেজি হচ্ছে আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বামপন্থীদের আন্দোলনও ততই যেন তেজি হচ্ছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইস্যুতে বামপন্থীরা মাঠে নেমে পড়ছে। মঙ্গলবারও টিওয়াইএফ'র উদ্যোগে জোলাইবাড়ি ঠাকুরছড়া বাজারে মিছিল ও সভা সংগঠিত হয়। সিপিআইএম নেতা পরীক্ষিৎ মডাসিং-এর নেতত্বে হাতে লাল ঝান্ডা নিয়ে সব অংশের মান্য মিছিলে নেমে পড়েন। মিছিল শেষে হয় পথসভা। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে বাম নেতারা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চরম ক্ষোভ উগরে দেন।

SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed rate in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders for supply & installation (S1. No./Item No:- 1 to 3 below) of 1. Photo Copier (Xerox Machine) &, 3. Biometric time & attendance device for Mungiakami R.D. Block during 2021-22 FY. The sealed Quotation should reach to the Office of the BDO Mungiakami R.D. Block, Khowai Tripura latest by 21/02/2022 by 3:00 P,M.

The items and specifications as below may also be downloaded from the website **www.tripura.gov.in** or **https://khowai.nic.in**/ or may be obtained from the Office of the Undersigned on any working days during the bidding period. The intending bidder shall quote rates as per the

SI. No.	Items.	Manufacturer / Model No.	Specification.	Unit.	Qnty Required.	Rate (In Rs.) Per Unit.	Total Amount (In Rs.).
1	Photo Copier (Xerox Machine)	Canon	Ir-2206 or Similar Model	No.	1		
2	Installation Charge	NA	NA	NA	As per requirement		
3	Supply and installation of Biometric time & attendance (Fingerprint, ID, Password, Face) device	CP Plus (Model No- CP- VTA- M3343)	Finger print capacity- 3000, Card Capacity- 200000, DC-12V	No.	1		

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidder n the office of the undersigned from 14-02-2022 to 21-02-2022 from 10:00 A.M. to 3:00 P.M. except Govt. holidays and the box will be opened on the last day i.e. 21/02/2022 at 4:00 P.M, if possible in presence of the interested suppliers who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/opening of tender is paralyzed due to any unforeseen reason, the next

working day will be the last date of dropping/ opening of tender box. The quality of articles should be in good condition. The intending bidder

should quote the rate in prescribed format given above CRC/PRTC, PAN Card, GST Registration, Tax Clearance as evidence of valid bidder and permanent resident of Tripura. Any ncomplete tender will summarily be rejected. Sd/- Illegible

ICA/C-3716-22

The following Terms and Condition shall apply:-

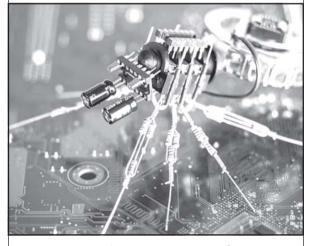
Block Development Officer Mungiakami R.D. Block Khowai District; Tripura.

প্রতিদিনকার नात

জানা এজানা

খুব আয়েশি একটা ছুটির দিনের কথা ভাবুন। কক্সবাজারে অবকাশ যাপনের জন্য চড়ে বসেছেন বিমানে। গায়ে জড়িয়েছেন সিক্ষের তৈরি বিশেষ কাপড়, যে কাপড় পরলে ইস্তিরি করতে হয় না নিয়মিত। সঙ্গে নিয়েছেন শক্তিশালী এক ক্যামেরা, যা দিয়ে ছবি তলে দেখাবেন পরিবার ও বন্ধকে। বিমান থেকে নেমে রওনা দিয়েছেন সুইমিংপুলের দিকে। চোখে লাগিয়েছেন এক বিশেষ চশমা, যে চশমার কাচে অঁচড পড়ে না সহজে। মোবাইল থেকে বাজিয়ে দিয়েছেন পছন্দের গান, বাজছে নিখুঁত শব্দে। তারপর ঝাঁপ দিলেন না---শীতল না---উষ্ণ আরামদায়ক পানিতে। এই যে কাজগুলো করলেন, এদের প্রতিটিতেই আছে ন্যানো প্রযুক্তির হাত। সব সময় এদের মাঝে ডুবে

যন্ত্ৰ বসানো হয়, তাহলে কত জায়গা দখল করবে? এণ্ডলো কিন্তু এঁটে আছে হাতে ধরে রাখার উপযোগী ছোট্ট একটি যন্ত্রের মাঝে। জিনিসগুলোকে কল্পনাতীত পরিমাণ ক্ষুদ্র রাখতে সহায়তা করেছে ন্যানো প্রযুক্তি। আঁচড়ে নম্ট হয়ে যাওয়া সাধারণ কাচ থেকে অঁচড়রোধী বিশেষ কাচ তৈরির পেছনে আছে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার। কচুপাতার কথাই ভাবুন না। বেশির ভাগ গাছের পাতায় পানি লাগলেও কচুপাতায় লাগে না। কারণ ন্যানো স্তবে এর পৃষ্ঠের গঠন এমন যে এর পৃষ্ঠ পানিবিদ্বেষী হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এমন পোশাক ডিজাইন করা হচ্ছে, যা পানি কিংবা কাদায় পড়ে গেলেও কিছু হবে না। সুর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ



থাকেন বলে হয়তো টের পাচ্ছেন না, কিন্তু তারা ঠিকই প্রতিনিয়ত আপনার জীবনকে আয়েশ দিয়ে চলছে। যে প্লেনটিতে চড়েছেন, তার প্রলেপের জন্য যে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার আছে। সাধারণ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ করালে সেটিতে বাতাসের বাধা লাগে প্রচুর, যা প্লেনের স্বাভাবিক গতিতে সমস্যা তৈরি করে। বাধাহীন ঘর্ষণহীনভাবে চলার জন্য ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষভাবে তৈরি প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। সিল্ক বা রেশমের কাপড় অন্য সব কাপড় থেকে আলাদা। সহজে বটে যায় না, মসৃণ থাকে সব সময়। আলাদা হওয়ার পেছনে কাজ করছে বিশেষ একটি কারণ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যানো স্তরে বিশেষ সজ্জা দিয়ে গড়া এরা। এই সজ্জা এদের আলাদা বিশেষত্ব দিয়েছে সাধারণ কাপড় থেকে। প্রাকৃতিকভাবে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের চমৎকার একটি উদাহরণ হতে পারে এই রেশম কাপড়। ছবি তোলার জন্য যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করছেন কিংবা গান শোনার জন্য যে মোবাইলটি ব্যবহার করছেন, তাদের পরতে পরতে আছে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার। ভেবে দেখুন একটি যত সুবিধা পাওয়া যায়, তার সবগুলোর জন্য যদি আলাদা আলাদা

ধরনের সান্সক্রিম হয়তো ব্যবহার করেছেন অনেকে। সেখানে এমন কিছু উপাদান দেওয়া থাকে, যা ন্যানো স্তবে সরের বিশেষ ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। টেলিভিশনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, রোদের সময় অনেক খেলোয়াড় মুখে বা ঠোটে সাদা ক্রিম ব্যবহার অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচার জন্যই। এতে থাকা জিংক অক্সাইড ন্যানো স্তরে করে ফিরিয়ে দেয়। টিকটিকির চলন খেয়াল করেছেন কি না, দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে পারে এমনকি ছাদ থেকে উল্টো হয়ে ঝুলেও চলতে পারে। এই অসম্ভব সম্ভবের পেছনে আছে ন্যানোর হাত। দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে এবং ছাদ থেকে ঝুলে ঝুলে হাঁটতে পারে। বিজ্ঞানীরা টিকটিকির এই বৈশিস্ট্যের মতো করে নিজেরা কিছু কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ন্যানো প্রযুক্তির এ রকম অনেক কিছু আছে, যাদের করছি কিন্তু অনুভব করতে

করেন। এটিও মূলত সূর্য্রের ক্ষতিকর রশ্মিকে প্রতিফলিত টিকটিকির পা বিশেষ ধরনের ন্যানো ফাইবার দিয়ে গঠিত। এর সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় করে মানবজাতির জন্য দারুণ সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়তই বাস পারি না তাদের ন্যানো বৈশিষ্ট্য।



রাজস্থানের জয়পুরে ২০২১ সালের আরইইটি পরীক্ষার পেপার জালিয়াতির মামলাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হলো পরিস্থিতি। বিজেপির কর্মীদের প্রতিবাদ রুখতে পুলিশ জলকামান ছুঁড়েছে। বিজেপির কর্মীদের দাবি, এই পরীক্ষার কেলেঙ্কারির ঘটনা সিবিআই তদন্তে প্রমাণিত। বিজেপির আন্দোলনে উত্তাল হলো পরিস্থিতি।

কৃষকদের গাড়ি চাপা বাবা-মা ব্যস্ত অতিথি মন্ত্রীর ছেলের আপ্যায়নে, জন্মদিনেই জেল থেকে মুক্তি মর্মান্তিক পরিণতি শিশুর লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে

গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন। মারা হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সবাই ব্যস্ত ছিলেন। বাবা-মা বিশাল আয়োজন বাড়িতে। হুল্লোড়ে মেতেছেন সবাই। এক মুহুর্তে সব বদলে গেল। জন্মদিনেই মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক দু'বছরের শিশুকন্যার। সোমবার দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার কালাগড এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত রবিবার তেজস্বী নামে শিশুকন্যার দু'বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন শিব ও ভানুমত নামে এক দম্পতি। বাড়িতে খাবার তৈরির আয়োজন চলছিল।

বাড়ির খুদে সদস্যের জন্মদিনে অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। বাচ্চাটি খেলছিল একটি চেয়ারে বসে। হঠাৎ চেয়ার শুদ্ধ শিশুটি গিয়ে পডে পাশে থাকা গরম সম্বরের কডাইয়ে। দৌডে আসেন সবাই। দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শরীরের ৯০ শতাংশ গরম সম্বরে পুডে গিয়েছিল। চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। সোমবার মৃত্যু হয় তার। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। কীভাবে বাচ্চাটি ফুটস্ত সম্বরের কড়াইয়ে পড়ল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হিজাব নিষিদ্ধ হলো এই কলেজে!

ভোপাল, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটকের শিক্ষাক্ষেত্রে হিজাব অন্য কোনও সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ। জানা নিষিদ্ধ নিয়ে তোলপাড় দেশ। মামলা গড়িয়েছে শীর্ষ আদালতে। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশের একটি কলেজে নিষিদ্ধ হল হিজাব। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার এক সরকারি কলেজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা মোর্চা 'দুর্গা বাহিনী'র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। 'দুর্গা বাহিনী'র দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে আসতে পারবেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হল নয়া বিতর্ক। কর্ণাটক হাইকোর্টের অন্তর্বতীকালীন নির্দেশে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আপাতত সে রাজ্যের পড়ুয়ারা হিজাব পরে স্কুল বা কলেজে আসতে পারবেন না। এ নিয়ে মঙ্গলবারও একাধিক মামলার শুনানি চলে আদালতে। তার মধ্যেই সামনে এল মধ্যপ্রদেশের ঘটনা। সোমবার দাতিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ডিআর রাহুল জানান, কোনও সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদ বলে পরিচিত এমন কোনও পোশাক পরে আসতে বারণ করা হয়েছে পড়ুয়াদের। সেটা হিজাব হতে পারে কিংবা

গিয়েছে, সোমবার দুই কলেজ ছাত্রী হিজাব পরে ক্লাসে ঢোকার পর আন্দোলন শুরু করে 'দুর্গা বাহিনী'। ঘেরাও হন কলেজের অধ্যক্ষ। তাদের দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব নিষিদ্ধ করতে হবে। তার পরেই এই কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। তবে অধ্যক্ষের দাবি, কলেজের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, আগে কলেজে কেউ হিজাব পরে আসতেন না। কিন্তু কর্ণাটকে হিজাব-বিতর্ক শুরু হওয়ার পর পরই কয়েকজন ছাত্রী হিজাব পরে ক্লাসে আসতে শুরু করেন।অন্য দিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রের দাবি, মধ্যপ্রদেশে হিজাব নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। দাতিয়া কলেজের ঘটনা শুনে জেলাশাসককে কার্যকরী পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সাতনার একটি কলেজে হিজাব পরে আসার 'অপরাধে' এক ছাত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিতে বলেন অধ্যক্ষ।

ডাক্তার পরিচয়ে পশুখাদ্য জালিয়াতির সাত রাজ্যে পঞ্চম মামলায় দোষী ১৪ বিয়ে! ভবনেশ্বর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কে



করেন ২০০২ সালে। ভুবনেশ্বরের বিচারপতি শশী এই ঘটনার অভিযুক্ত তালিকায় মোট ১৭০ জনের নাম ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ঊমাশঙ্কর ছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫৫ জন মারা গিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে

দাউদের বোন হাসিনা পার্কারের বাড়িতে ইডি

সাত জন রাজসাক্ষী হতে রাজি হন। এ ছাড়াও দুই অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই

জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত থাকার দায় স্বীকার করেছেন এবং ছয় জন এখনও

পলাতক। মোট ৯৫০ কোটি টাকার এই জালিয়াতি মামলায় প্রধানত জনগণ

উন্নয়নের তহবিল থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল লাল্-সহ

বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। লালু ছাড়াও এই মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে

প্রাক্তন সাংসদ জগদীশ শর্মারও নাম ছিল।এর আগেও ২০১৩ এবং ২০১৭

সালে অন্য দু'টি পশুখাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে জেলে পাঠানো

হয়। তাকে মোট ১৪ বছর কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়োছল এবং ৬০ লক্ষ

টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। তবে দু'বারই তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। এফআইআর-এর তদন্তে শুরু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা ইডির নজরে এবার দাউদ ইব্রাহিমের বোনের বাড়ি। সোমবার ও মঙ্গলবার ইডি বেশ কিছু জায়গায় তল্লাশি চালায়। সেই তালিকায় ছিল দাউদের মুম্বইবাসী বোন হাসিনা পার্কারের বাড়ি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক জনকে আটক করা হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কিত অর্থপাচার তদন্ত মামালায় ইডি মুম্বইয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় দাউদের বোন হাসিনা পার্কারের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। তবে হাসিনা পার্কারের বাড়ি থেকে কী কী উদ্ধার হয়েছে তা নিয়ে রীতিমত মুখে কুলুপ এঁটেছেন তদন্তকারীর আধিকারিকরা। মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুস্বইয়ের প্রায় ১০টি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি চালায় তদন্তকারী আধিকারিকরা। মানি লভারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে সিরিয়াল ব্লাস্ট সম্পর্কিত একটি মামলার তদন্ত নেমে এই তল্লাশি চালায় ইডি। সম্প্রতি একটি

করেছে ইডি। তাতেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে মুম্বই বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ও পলাতক গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের দিকে। পাশাপাশি বেশ কিছু সংস্থাও ওই বিষ্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অনেকটা একই তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। মানি লভারিং বিরোধী সংস্থা মুম্বই আভারওয়ার্ল্ড - সংযুক্ত হাওয়া তোলাবাজি ও অবৈধ সম্পত্তি লেন-দেন সম্পর্কিত প্রমাণ খুঁজছে বলেও সূত্রের খবর। তারা বলছে সেই ঘটনায় বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের নামও জড়িয়ে রয়েছে। এজেনিগুলি সেইসমস্ত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যেই ট্র্যাক করতেও শুরু করেছে। তবে দাউদ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মুম্বইয়ের অধিকাংশ কাজই সামলাত তাঁর বোন হাসিনা পার্কার। পুলিশ সূত্রের খবর, হাসিনা তার সমস্ত অবৈধ কাজগুলি মুম্বইয়ের বাড়ি থেকেই চালাত। সেই কারণেই এদিন হাসিনার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়।

ব্রিটেনে হানা দিল লাসা জুর সহজে ছড়ায় না মানব দেহে

তৃতীয় তরঙ্গের পর, গোটা বিশ্ব যখন নিউ নৰ্মাল বা নতুন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা শুরু করেছে, সেই সময়ই ফের বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি করল নতুন এক ভাইরাস। যুক্তরাজ্যে অন্তত তিনজনের ক্ষেত্রে লাসা ফিভার বা লাসা জ্বর নিশ্চিত করা গিয়েছে। লাসা জ্বর এক ধরনের ইঁদুর-বাহিত তীব্র ভাইরাল রোগ। রোগের অবশ্য মৃত্যুর হার কম, এক শতাংশের মতো। কিন্তু, গর্ভবতী মহিলাদের মতো নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বেশি। এই রোগে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশ উপসর্গবিহীন হয় বলে রোগ নির্ণয় করা যায় না। কিছু কিছু রোগীকে অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাদের গুরুতর মাল্টি-সিস্টেম রোগ

বিক্ষোভরত কৃষকদের লক্ষ্য করে

গিয়েছিলেন এক সাংবাদিক ও তিন

কৃষক। অভিযুক্ত সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

ছেলে অবশেষে মুক্তি পেলেন জেল

থেকে। জানা গিয়েছে, জেলের

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে

এসইউভি গাড়িতে উঠে পড়েছেন

আশিস মিশ্র। গত সপ্তাহে

এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁকে জামিন

দেয়। যদিও তাঁর আগে নিম্ন

আদালত তাঁর জামিন খারিজ

করেছিল। আশিস মিশ্র'র

আইনজীবী অবধেশ কুমার সিং

জানালেন, আদালত তিন লাখের

শতাংশের মৃত্যু হতে পারে। লাসা ফিভার ভাইরাস যদি রোগীর লিভার, কিডনি বা প্লীহায় পৌঁছে যায় তবে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সংক্রামিত ব্যক্তির প্রস্রাব বা মল থেকে ইঁদুরের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহরসের সংস্পর্শে কোন সুস্থ ব্যক্তি এলেও রোগটি ছড়াতে পারে। চোখ, সাধারণত, পশ্চিম আফ্রিকায় এই নাক বা মুখের মাধ্যমেও এই প্রাণঘাতী হতে পারে। লাসা জ্বর হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো স্বাস্থ্য পরিযেবা ক্ষেত্রেই এই ভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাধারণ সামাজিক পরিবেশে অতটা ছড়ায় না। কারণ, আলিঙ্গন, হাত মেলানো বা সংক্রামিত ব্যক্তির কাছাকাছি আসার মতো নৈমিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় না। লাসা জ্বরের উপসর্গগুলি

লণ্ডন, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কোভিডের হতে পারে। এই রোগীদের ১৫ বৈচিত্র্যময়।পালমোনারি, কার্ডিয়াক এবং স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। লাসা জুরের লক্ষণগুলি সাধারণত ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার এক থেকে তিন সপ্তাহ পরে দেখা দেয়। রোগের হালকা উপসর্গগলির মধ্যে রয়েছে সামান্য জ্বর, ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং মাথাব্যথা। গুরুতর লক্ষণগুলি হল, রক্তপাত, শ্বাসকন্ত, বমি, মুখ ফুলে যাওয়া, বুকে, পিঠেও পেটে ব্যথা এবং শক। রোগ দেখা যায়। এই রোগ কিন্তু ভাইরাস ছড়াতে পারে। তবে ভাইরাসে আক্রান্ত প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনেরই কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। তবে লিভার, কিডনি বা প্লীহাকে প্রভাবিত করলে, লক্ষণ দেখা দেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে প্রাণ না গেলেও দেখা যেতে পারে বধিরতা। আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন মাত্রার বধিরতার কথা রিপোর্ট করেন। যা অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়।

দাশ জানিয়েছেন, প্রথম এবং দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রীর মোট পাঁচ সস্তান।

২০০২ থেকে ২০২০-র মধ্যে

বিবাহ-সম্পর্কিত ওয়েবসাইটে গিয়ে

মহিলাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে

তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করার পর

বিয়ে করতেন এবং ঘটনাচক্রে যত

জনকে তিনি বিয়ে করছেন, কেউই

তাঁর আগের বিয়ে সম্পর্কে

ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ডেপুটি

পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, বিয়ে

করাই অভিযুক্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল

না। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল

চাকরিজীবী মহিলাদের বিয়ে করে

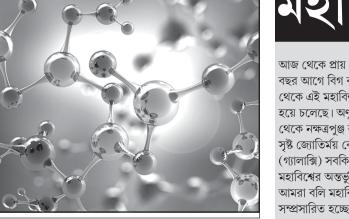
তাঁদের টাকাপয়সা আত্মসাৎ করা।

এরপর দুইয়ের পাতায়

আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিয়ের



মহাবিশ্ব কি সম্প্রসারিত হচ্ছে, না সংকুচিত হচ্ছে ?



আজ থেকে প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাংয়ের পর থেকে এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। অণু—পরমাণু থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকা সৃষ্ট জ্যোতির্ময় বেষ্টনী (গ্যালাক্সি) সবকিছুই এই মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। যখন আমরা বলি মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, তখন বুঝতে

হবে এই সম্প্রসারণ প্রচলিত ধারণার মতো নয়। সম্প্রসারণ হচ্ছে এই মহাশূন্যের মধ্যেই। অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে অন্য গ্যালাক্সিগুলোর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ওগুলো আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে অন্যভাবে বলা যায় যে গ্যালাক্সিণ্ডলো

একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই অর্থে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। দূরের গ্যালাক্সিগুলো সবচেয়ে বেশি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে এবং ওদের গতি ক্রমাগত বাড়ছে। এ জন্য বলা হয়, মহাশূন্যের সম্প্রসারণ ঘটছে ত্বরণ গতিতে। এ ধরনের সম্প্রসারণ বোঝার জন্য আমরা একটি

উদাহরণ দিই। ধরা যাক, কিছু ছোট রঙিন বিন্দু চিহ্নিত একটি বেলুন ফুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছি। দেখা যাবে বিন্দুগুলো ক্রমেই একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাশূন্যও এভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সংকুচিত হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসছে না। তবে যেসব গ্যালাক্সি নতুন নতুন নক্ষত্রের

জন্ম দেয়, সেগুলোর আকৃতি সংকুচিত হতে পারে বলে মহাকাশবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এটা মহাবিশ্বের সংকোচন নয়। ধারণা করা হয়, কয়েক শ কোটি বছরের মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সি, ছায়াপথে নতুন নতুন নক্ষত্ৰ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায়,

অনাদিকাল ধরে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকবে এবং একসময় প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ রকম একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি আগে 'হিট—ডেথ' নামে পরিচিত ছিল। এখন বিগ ব্যাংয়ের সঙ্গে মিল রেখে বলা হয় 'বিগচিল' বা 'বিগফ্রিজ'।

সচিব। রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার

তিমির চন্দ অন্তত এটা বুঝতে পেরেছেন যে, আন্তর্জাতিক

স্টেডিয়াম কিংবা মাঠ গড়ে তোলার চাইতেও বেশি

গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া ক্রিকেটের ধারাকে অব্যাহত রাখা।

কারণ ঘরোয়া ক্রিকেট হলো এককথায় সাপ্লাই লাইন।

এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলে এর প্রভাব পড়বে সামগ্রিক

ক্রিকেটিয় পরিবেশের উপর। তখন স্টেডিয়াম বা মাঠ

থাকলেও ক্রিকেটারের দেখা মিলবে না। এমনিতেই গত

কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট একটা অস্বাভাবিক

অবস্থায় রয়েছে। নতুন ক্রিকেটার উঠে আসার রাস্তা বন্ধ।

এই বছরও যদি ঘরোয়া ক্রিকেট না হয় তাহলে আগামী

বছর বিজয় মার্চেন্ট এবং কোচবিহার ট্রফির দলগঠন করতে

হিমশিম খাবে টিসিএ। নিজে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন

বলেই সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন সচিব। তাই নিজস্ব

উদ্যোগেই একটা চেষ্টা শুরু করেছেন যাতে ক্রিকেটাররা

মাঠে নামতে পারে। তার এই চেষ্টা কতটা সফল হবে?



চলতি মাসেই দলবদল

করার চেম্ভায় টিসিএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ শুরু হয় সেই ব্যাপারেও ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছেন

ফেব্রুয়ারি ঃ শুধু অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট নয়, চলতি মাসেই

ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা

চলছে। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন সচিব তিমির

চন্দ। সভাপতি বা যুগ্মসচিব যেখানে ক্রিকেটিয় পরিবেশ

স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে কিছুটা নিষ্ক্রিয় সেখানে

নিজের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সচিব। যদিও

তার চেষ্টা কতটা সফল হবে তা সময়ই বলবে।

মহকুমাগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তার।

টুর্নামেন্ট কমিটিকে এদিন আবার অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট

শুরুর ব্যাপারে ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে বলেছেন।

প্রথম অবস্থায় ঠিক ছিল, মঙ্গলবার থেকেই শুরু হবে

অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট। যদিও স্কুলগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষার

কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট কমিটি এগোয়নি। এই অবস্থায়

এদিন ফের টুর্নামেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা করলেন

সচিব তিমির চন্দ। অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটের পাশাপাশি

চলতি মাসেই যাতে ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল প্রক্রিয়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪০-র

বেশি ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে সি

কে নাইডু ট্রফির শিবিরে। স্বভাবতই

ক্রিকেট মহল এই অপ্রয়োজনীয়

শিবির নিয়ে বিস্মিত। সম্ভবত এই

শিবির শুধুমাত্র ক্রিকেটারদের জন্য

নয়, আরও বড় কোন মাথা এই

শিবিরের ফায়দা তুলছেন। এমনটাই

জল্পনা ক্রিকেট মহলের। রঞ্জি ট্রফির

নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

কিন্তু সি কে নাইডু ট্রফি নিয়ে কোন

ঘোষণা দেয়নি তারা। এই শিবির

যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছে তারা

নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন যে,

স্বয়ং বিসিসিআই তাদের জানিয়েছে

লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানি যেখানে

টেনিস ক্রিকেটে জুয়ার আশঙ্কা প্রাক্তনদের

টিসিএ-র ক্রিকেটে ২০ হাজার আর

মন্ডলের টেনিস ক্রিকেটে কমপক্ষে

৫-৬ লক্ষ টাকা। তবে শাসক দলের

নেতা-মন্ত্রী বা মন্ডলের উদ্যোগে

১০-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ ১০-১৫ লক্ষ টাকা খরচে যে টাকার টেনিস ক্রিকেটে এখন

হচ্ছে। লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে এখন টেনিস ক্রিকেট হচ্ছে সেই টাকার অবৈধভাবে বাংলাদেশি এবং অন্য

(১০-১৫ লক্ষ) উৎস কি? কে

জোগাচ্ছে এত টাকা? অভিযোগ,

অনেক জায়গায় নাকি এমন সব

লোক টাকা জোগাচ্ছে যারা মাফিয়া

বা সমাজদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকাদার,

পুলিশ অফিসারকে নাকি মোটা

অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে। শাসক

দলের নেতা, মন্ত্রী বা মন্তল

নেতাদের চাপে অনেকেই টাকা

দিতে বাধ্য হচ্ছে। গোটা ঘটনায়

রাজ্যের ক্রিকেট মহল কিন্তু অন্য

কারণে চিস্তিত। তাদের আশক্ষা,

এই টেনিস ক্রিকেট থেকে আগামী

দিনে জুয়া খেলার একটা প্রবণতা

তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি লক্ষ

লক্ষ টাকার প্রাইজমানির নেশায়

সি কে নাইডু ট্রফি হবে। তাই অনেক স্বার্থ রক্ষা করছে সেটাই প্রশ্ন। কারণ

টেনিস ক্রিকেটে দিচ্ছে কয়েক লক্ষ এখন নাকি বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন

টাকা দামের গাড়ি। অর্থাৎ রাজ্য থেকে ক্রিকেটার নিয়ে আসা

সুপারে ফরোয়ার্ডের টানা দ্বিতীয় জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রেসিং ফুটবল। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পায়ে বল থাকলেই তাকে তাড়া করো। পাস করার সুযোগ দিও না। পারলে বল ছিনিয়ে নাও। চলতি লিগে প্রেসিং ফুটবলের আদর্শ নমুনা পেশ করেছে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। তাই প্রথম দিকে সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে না পারলেও যত সময় গড়িয়েছে তারা ছন্দে ফিরেছে। দাপট দেখিয়ে সুপার লিগেও উঠেছে। সুপারের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধেও লালবাহাদুরের প্রেসিং ফুটবলের দা পট অব্যাহত ছिল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ম্যাচটি তাদের হারতে হলেও প্রশংসিত হয় খেলা। স্বভাবতই মঙ্গলবার ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধেও লালবাহাদুর কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দেবে এমনই প্রত্যাশা ছিল। তবে যে কারণেই হোক এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তাদের সেই ফুটবল কাজ করলো না। ফলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের কাছে ৩-১ গোলে হেরে খেতাব থেকে দূরে সরে গেলো। যদিও ম্যাচটি জিততে পারলে লালবাহাদুরও খেতাবি দৌড়ে থাকতে পারতো। তবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের উন্নত ফুটবল শৈলীর কাছে এদিন দাঁড়াতেই পারলো না লালবাহাদুর।টানা দুইটি ম্যাচ জিতে খেতাবের কাছাকাছি পৌছে গেলো

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে

দিন-রাতের

টেস্টের সূচি

জানাল বোর্ড

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। শ্রীলঙ্কার

বিরুদ্ধে ভারতের দিন-রাতের টেস্ট

বেঙ্গালুরুতে। গোলাপি বলের সেই

টেস্ট শুরু ১২ মার্চ থেকে। মোট তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং দু'টি

টেস্ট খেলবে দুই দল। বোর্ডের

তরফে জানিয়ে দেওয়া হল বদলে যাচ্ছে সেই সূচি। টেস্ট নয়, আগে

হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জানিয়ে দিল তারা। প্রথমে টি-টোয়েন্টি

সিরিজ খেলবে দুই দল। ২৪, ২৬

এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি

ম্যাচগুলি খেলা হবে। প্রথম ম্যাচ

হবে লখনউয়ে। পরের দু'টি

টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে ধর্মশালাতে।

প্রথম টেস্ট খেলা হবে মোহালিতে।

সেই টেস্ট শুরু ৪ মার্চ। বেঙ্গালরুতে

পরের টেস্ট হবে দিন-রাতের। ১২

মার্চ থেকে শুরু সেই গোলাপি বলের

টেস্ট। মোহালির সেই টেস্ট বিরাট

কোহলির শততম ম্যাচ। ৯৯টি টেস্ট

খেলা হয়ে গিয়েছে বিরাটের।

শততম টেস্ট খেলতে পারেন

দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার বোর্ড সচিব জয় শাহ সূচি

বদলের কথা জানিয়েছেন।এই

মুহুর্তে ভারতীয় দল ব্যস্ত কলকাতায়

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের প্রস্তুতি

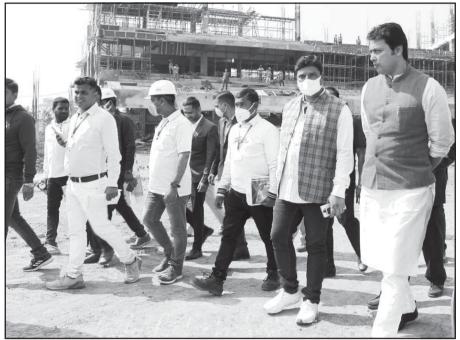


ফরোয়ার্ড ক্লাব। যদিও এখনও অনেক অঙ্ক বাকি। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা সময়ই বলবে। তবে এটা নিশ্চিত ফরোয়ার্ড এদিন যে ফুটবল খেললো তাদের পক্ষে খেতাব জেতা অসম্ভব নয়। ডিফেন্স থেকে আপফ্রন্ট প্রতিটি বিভাগই এদিন তেল দেওয়া মেশিনের মতো উঠা-নামা করলো। ফলে যে প্রেসিং ফুটবল দিয়ে এতদিন এগিয়েছে লালবাহাদুর তা এদিন কোন কাজেই এলো না। ৩-১ কেন, প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতো ফরোয়ার্ড ক্লাব। চিজোবা-র একটি দূরস্ত শট

পাশাপাশি তার আরও একটি শট রুংখে দেয় লালবাহাদুরের গোলকিপার। অন্যথায় ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। ম্যাচ শুরুর ২ মিনিটের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। লালবাহাদুর একটি কণার পেয়েছিল। সাফল্যের সাথে সেই কর্ণারকে রুখে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের রক্ষণভাগ। এরপর পাল্টা আক্রমণে উঠে আসে তারা। বল যখন মাঝমাঠে তখন লালবাহাদুরের গোলকিপার অযথা গোলপোস্ট ছেড়ে সামনে চলে আসে। তখনই

জালে জড়িয়ে দেয়। গোলকিপার তখন ধারে-কাছেও ছিল না। মূলতঃ গোলকিপারের ভূলে গোল হজম করতে হলো লালবাহাদুর-কে। ১৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রোনাল্ড সিং সাইখম লালবাহাদুর-কে সমতায় নিয়ে আসে। প্রথমার্ধে আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিল লালবাহাদুর এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব। তবে ব্যবধান বাডাতে পারেনি কেউ। দ্বিতীয়ার্ধে একেবারে অন্যরকম দেখালো ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। প্রথমার্ধে বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়েছিল

●এরপর দুইয়ের পাতায়



ফেব্রুয়ারি।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশ ও গ্রামস্তরে খেলাধুলাকে পৌছে দিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। রাজ্যে উন্নত ক্রীড়া চর্চার জন্য সিম্পেটিক ফুটবল মাঠ, স্টেডিয়াম, অ্যাথলেটিক ট্র্যাক-সহ গুচ্ছ পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। মাঠ-সহ বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। নির্মাণ সংস্থার পক্ষে কাজের অগ্রগতি সহ অন্যান্য বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে

বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। খেলাধুলার সুযোগ সম্প্রসারণেও কাজ করছে সরকার।মাঝে করোনা সংক্রান্ত কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষমাত্রা স্থির করে দ্রুততার সাথে কাজ চলছে বলে অবহিত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্টেডিয়ামটি নিৰ্মিত হচ্ছে যা খেলোয়াড় ও জনসাধারণের জন্য এক অনন্য উপহার। এদিন পরিদর্শনকালে মখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, টিসিএ সভাপতি ডা. মানিক সাহা এবং টিসিএ'র অন্যান্য পদাধিকারিগণ।

মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রানি লক্ষ্মীবাই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন স্কুলে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় নথি সহ আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

স্কুল ক্রীড়ার অসমাপ্ত

আসরের সূচি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ করোনার তৃতীয় ঢেউ-র কারণে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত রাজ্য স্কুল ক্রীড়ার অন্তর্গত দাবা, হকি এবং হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এই তিনটি গেমের প্রতিযোগিতার নতুন সূচি ঘোষণা করেছেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ। অনুধর্ব ১৪ এবং ১৭ বালক-বালিকা বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি মেলাঘরে অনুষ্ঠিত হবে। অনুধর্ব ১৭ বালক বিভাগের হকি আসরও একই সময়ে মেলাঘরে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া অনূধর্ব ১৭ বালক ও বালিকা বিভাগের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি কুমারঘাটের

গকুলনগরে অনুষ্ঠিত হবে।

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখন লক্ষ

লক্ষ টাকার বাজেটে টেনিস

ক্রিকেটের মেগা আসর হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, কোন কোন টুর্নামেন্টে

প্রথম পুরস্কার কয়েক লক্ষ টাকার

গাড়ি পর্যন্ত উঠছে। কিছুদিন

আগেও যেখানে রাজ্যে যে কোন

খেলার প্রাইজমানি লক্ষাধিক টাকা

ছিল এবার তা হঠাৎ করে ১০-১৫

লক্ষ হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ

করে টেনিস ক্রিকেটেই এত টাকার

আমদানি বা এত টাকার উৎস কি ?

অবশ্য এখন যে ১০-১৫ লক্ষ

টাকার টেনিস ক্রিকেট হচ্ছে তা

এক হয় শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীর

উদ্যোগে নতুবা শাসক দলের

মন্ডলের উদ্যোগে হচ্ছে। যেখানে

টিসিএ ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটে

চ্যাম্পিয়ন দলকে ২০ হাজার

টাকার প্রাইজমানি দিচ্ছে সেখানে

শাসক দলের কোন এক মন্ডল

আগে থাকতেই ক্রিকেটারদের এই শিবিরের জন্য ক্রিকেটাররা প্রস্তুতি শুরু করেছে। যদিও টিসিএ-র এই মাথা-দের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। চলতি মরশুমে একের পর এক অস্বাভাবিক, অবৈজ্ঞানিক শিবিরের আয়োজন করেছে টিসিএ। যদিও অধিকাংশ শিবির স্রেফ লোক-দেখানো বলেই ক্রিকেট মহলের অভিযোগ। অবিশ্বাস্য সংখ্যায় ক্রিকেটারদের শিবিরগুলিতে ডাকা হয়। ক্রিকেটবোদ্ধারা বলছেন, বিষয়টা অত্যন্ত রহস্যময়। সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে বৰ্তমানে চলতে থাকা সি কে নাইডু ট্রফির শিবির। এই অপ্রয়োজনীয় শিবির আসলে কাদের

হচেছে। অভিযোগ, টিসিএ-র

রাজনীতির জন্য আজ একদিকে

ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের যেমন

সমাধি হচ্ছে তেমনি লক্ষ লক্ষ

রাজ্যের খেলোয়াড়রা খেলে

যাচেছে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র

সভাপতির ভূমিকা রহস্যজনক।

এরাজ্যে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী

এবং মন্ডলের টেনিস ক্রিকেটকে

তুলে ধরতে গিয়ে বিজেপি-র রাজ্য

সভাপতি বিশেষ ভূমিকা নিলেও

টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে তিনি

রাজ্য ক্রিকেটকে ধবংস করে

দিচ্ছেন বলে ক্রিকেট মহলের

অভিযোগ। এখন লক্ষ লক্ষ টাকার

প্রাইজমানির নেশায় অনেক দল

অবৈধ টাকায় বড় বাজেটের দল

গড়ছে। এতে টেনিস ক্রিকেটে

জুয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে বলে

আশঙ্কা ও অভিযোগ করছেন

কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

সি কে নাইডু-র শিবির

নিয়ে বিস্মিত ক্রিকেট মহল

কোনভাবে উপকৃত হবে এমন নয়। কিন্তু যাদের উপকৃত হওয়ার জন্য এই শিবির তারা ঠিকই উপকৃত হবে। সমস্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে শিবিরের নামে এসব প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছে টিসিএ। ক্রিকেটপ্রেমীরা এতটা বোকা নয় যে, তারা আসল কারণটা ধরতে পারবে না। প্রাক্তন কিংবা বর্তমান ক্রিকেটার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রিকেটপেমী প্রত্যেকে এখন জেনে গিয়েছে যে, এসব শিবির আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। বিস্ময়ের পারদ আরও উঁচুতে উঠবে তাদের। যখন আরও কিছু চমকে উঠা তথ্য পেশ করা হবে।

তামিল ভাষায় বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র

মেলবোর্ন, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আগামী ২৭ মার্চ বিয়ে করতে চলেছেন দীর্ঘদিনের বাগদত্তাকে। ম্যাক্সওয়েল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়েছেন তামিলে। যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ম্যাক্সওয়েল বিয়ে করছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিনি রামনকে। অভিনেত্রী কস্তুরি শঙ্কর অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডারের বিয়ের কার্ড টুইটারে পোস্ট করে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তামিলে

চমক দিলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার

নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানোরও প্রশংসা করেছেন তিনি। ২০২০ সালে করোনা অতিমারি শুরুর ঠিক আগেই ম্যাক্সওয়েল-বিনির প্রেম পর্ব শুরু। দু'জনের পরিচয় অবশ্য ২০১৭ সালে। বেশ কয়েক বার দ'জনকে এক সঙ্গেও দেখা গেছে। মেলবোর্নের মেন্টন গার্লস সেকেন্ডারি কলেজ থেকে চিকিৎসা ●এরপর দুইয়ের পাতায়

●এরপর দুইয়ের পাতায় মঙ্গলবার নরসিংগড়ে নির্মীয়মান মহিলা ফুটবলের উন্নয়নে বড় ক্লাবগুলিকে সঙ্গে নেওয়া উচিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ফুটবল দিন দিন গুরুত্ব হারাচ্ছে।এর বললেই চলে।ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া কোনভাবে মহিলা লিগ ফুটবল শেষ করেছে টিএফএ। যদিও তারকাখচিত ত্রিপুরা পুলিশ এবং উমাকান্ত কোচিং সেন্টার মহিলা লিগ ফুটবলে অংশ নেয়নি। এবার নক্আউট মহিলা ফুটবল। জানা গেছে, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারও নক্আউট মহিলা ফুটবলে হয়তো খেলবে না। ত্রিপুরা পুলিশ তো আগেই বাদ। তেমনি খেলবে না উমাকান্ত। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল অনিশ্চিত। এই অবস্থায় চলমান সংঘ, কিল্লা ও জম্পুইজলা। তবে জানা গেছে, পুলিশের কয়েকজন উৎসাহী ফুটবল কর্তা মহিলা দল লিগে না খেললেও নক্আউটে খেলবে বলে টিএফএ-তে নাম জমা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েদের ফুটবল দল আদৌ মাঠে নামে কি

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পেছনে অন্যতম কারণ হলো আর্থিক ইস্যু। শহরের অন্যতম ক্লাব চলমান সংঘ। কিন্তু জানা গেছে, তাদের মহিলা ফুটবল দলের বাজেট নাকি শূন্য। চলমান সংঘের যিনি মহিলা ফুটবল দলের কোচ কাম প্রতিনিধি সেই সুজন সরকার-ই নাকি নিজের টাকায় দল গঠন করেন। টাকার অভাবে মাঠে নামছে না উমাকান্ত। মহাত্মা গান্ধী এবার বড় বাজেটের দল গড়লেও লিগ জিততে না পারায় তারা হয়তো নক্আউট মহিলা ফুটবলে খেলবে না টিএফএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। জানা গেছে, ছেলেদের ফুটবল যতটা গুরুত্ব পায় মহিলা ফুটবল ততটা গুরুত্ব পায় না। সম্ভবত কোন দলেই মেয়েরা ফুটবল খেলে তেমন টাকা পায় না। কেউ কেউ কিছু টাকা পেলেও তা সামান্য। এছাড়া মহিলা না সন্দেহ। জানা গেছে, মহিলা ফুটবল এখন আগরতলাতে হয় না

রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন শুরু ১৯ শে

দেববর্মা। রাজ্য সংস্থার তরফে সচিব সঞ্জীব কুমার সাহা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পর্যদের কোন নজর বা গুরুত্ব নেই মহিলা ফুটবলে। মহিলা ফুটবল বলতে এখন কিল্লা, জম্পুইজলা ও খানিকটা বিশ্রামগঞ্জ। বলতে দ্বিধা নেই, বাঙালি মেয়েদের ফুটবল খেলা প্রায় লাটে উঠে গেছে এরাজ্যে। যদিও একটা সময় যেভাবে শহরে জাতীয় মহিলা ফুটবল হউক বা স্কুল ক্রীড়ায় ত্রিপুরা কিন্তু অনেক সাফল্য পেয়েছে। গত বছরতো টিএফএ জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে অংশ নিতে পর্যন্ত পারেনি। টিএফএ, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদের ব্যর্থতায় আজ রাজ্যে মহিলা ফুটবল অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মহিলা ফুটবল দলও সেভাবে খেলায় অংশ নিচ্ছে না। পুলিশের মহিলা ফুটবলাররা নাকি প্র্যাকটিসের সুযোগ পর্যন্ত এখন পায় না। একদিকে মহিলা ফুটবল টিএফএ, ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদের নজর কম তো অন্যদিকে আগরতলার বড় ফুটবল ক্লাবগুলি মহিলা ফুটবলে নজরই দেয় না। তবে এবার মহিলা ক্রিকেটে নজর দিয়ে দার্যণ সাফল্য পেয়েছে ফুটবলের বড় ক্লাব এগিয়ে চল সংঘ। ছেলেদের ফুটবলের বড় ক্লাবগুলি যদি মহিলা ফুটবলে একটু

সাধারণ দশকের সাথে ঝামেলায় জড়ালো লাল ধরো। যা খুশি বলছে। ব্যস, আর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ লালবাহাদুর কিংবা এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচ মানেই বাড়তি কিছু পাওয়া। মাঠের ভেতরে ২২ জন ফুটবলার ঘাম ঝরিয়ে জয় তুলে আনার চেষ্টায় ব্যর্থ। এটা যেমন দর্শকদের ভরপুর মনোরঞ্জন দেয় তেমনি মাঠের বাইরে যে খেলা সেটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ অন্যদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। খেতাবের লক্ষ্যে মাঠে নামা লালবাহাদুর এদিন পিছিয়ে পড়া অবস্থায় ম্যাচে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই সময় রেফারি তাপস দেবনাথ ফরোয়ার্ড ক্লাবের অনুকূলে ফ্রি কিক দেন। লালবাহাদুর সমর্থকদের পাশেই এক সাধারণ দর্শক খেলা দেখছিলেন। এই ফাউল দেখে তিনি মন্তব্য করেন, লালবাহাদুরের ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো উচিত। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা কোচ খোকন সাহা সেটা লক্ষ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ওকে

সমর্থকরা ওই দর্শকের উপর ঝাঁপিয়ে পডলো। বেশ উত্তম-মধ্যম হজম করতে হলো ওই সাধারণ দর্শককে। টিএফএ-র সমস্ত কর্মকর্তাই সেখানে মজুত ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই সব কিছু ঘটলো। দূর থেকে তাদের কেউ মন্তব্য করলেন, ছেড়ে দাও। এক পুলিশ কর্মী এগিয়ে

ফুটবল মাঠে শুধু দুই দলের সমর্থকরাই থাকেন এমন নয়, অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী মানুষও ম্যাচের আনন্দ নিতে মাঠে উপস্থিত থাকেন। খেলা দেখতে দেখতে তারা নিজের মতো করে মন্তব্য করতেই পারেন। কিন্তু তার জন্য এক দলের সমর্থকের হাতে মার খাওয়ার ঘটনা কখনই এসেও ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ মেনে নেওয়া যায় না। এই অবস্থা করলেন। স্বভাবতই ফুটবলপ্রেমীরা চলতে থাকলে এখনও যে পরিমাণ বিস্মিত এই অবাঞ্ছিত ঘটনায়। দর্শক মাঠে আসে সেই সংখ্যাটাও

কমে যাবে।ম্যাচ দেখতে এসে কোন এক দলের সমর্থকদের হাতে মার হজম করা কেউই মেনে নেবেন না। তার চেয়ে ঘরে বসে থাকা অনেকটাই ভালো। ওই সাধারণ দর্শক কিন্তু টিকিট ক্রয় করেই মাঠে খেলা দেখতে এসেছিলেন। যুগ যুগ ধরেই ফুটবল মাঠে দশ্কিরা নিজেদের মতো করে মন্তব্য করে থাকেন। এটাকে কখনই কেউ অপরাধ হিসাবে গণ্য করেনি।কারণ ৯০ মিনিটের টান টান লড়াইটা দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই তো ফুটবল হলো খেলার রাজা। কিন্তু উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যা ঘটলো তারপর

●এরপর দুইয়ের পাতায়

গীতা রানি স্মৃতি ক্রিকেটে জয়ী মাতা ত্রিপুরেশ্বরী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ অরবিন্দ সংঘ পরিচালিত গীতা রানি দাস স্মৃতি নক্আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয় পেয়েছে মা ত্রিপুরেশ্বরী। প্রতিযোগিতার তৃতীয় ম্যাচে তারা ৩২ রানে হারিয়ে দিয়েছে নেতাজি যুবশক্তিকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মা ত্রিপুরেশ্বরী ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯২ রান করে।দলেরহয়ে সর্বোচ্চ ৫১ রান করে আলি।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬০ রান করে নেতাজি যুবশক্তি। বিজয় দেবনাথ সর্বোচ্চ ৪৮ রান করে। ম্যাচের সেরা হয়েছে মা ত্রিপুরেশ্বরী-র তপার্জু হোসেন। আগামীকাল টিএসআর বনাম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। যা চলবে ২১ ফব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের ৮ জেলার শাটলাররা এতে অংশগ্রহণ করবে। অনুধর্ব ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ বিভাগ ছাড়াও পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার সভাপতি শস্তু

মামা-ভাগিনা পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। যায় কোথায়। লালবাহাদূরের ●এরপর দুইয়ের পাতায় স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উদয়পুর মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিলেন টিটন পাল। গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল মঙ্গলবার কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যানের উদ্দেশে লিখিতভাবে ইস্তফা পত্ৰ জমা দিয়েছেন। তবে তিনি কি কারণে ইস্তফা দিয়েছেন সেটি কিছুই উল্লেখ করেননি। টিটন পাল এখনও পর্যন্ত বিজেপি ছেড়ে দেওয়ার আনুষ্ঠানিক কোন ঘোষণা করেননি। তবে তিনি সুদীপ রায় বর্মণের অন্যতম অনুগামী। বিভিন্ন সময় সুদীপ রায় বর্মণের সাথে তাকে দেখা গেছে। রাজনৈতিক গুরু সুদীপ রায় বৰ্মণ ইতিমধ্যে বিধায়ক পদ এবং বিজেপি ছেডে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তবে শিষ্য টিটন পাল এখনও খাতাকলমে বিজেপিতেই আছেন। তাহলে কি একে একে অন্যান্য পদ থেকেও তিনি সরে দাঁড়াবেন? তা না হলে শুধুমাত্র কো-অপারেটিভের সদস্য পদ ছাড়ার পেছনে কি কারণ আছে?

এভাবেই হত্যা করা হয়েছিল। এই

গাড়ি চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টের

সামনে আটক করা হয়। গাড়ি

তল্লাশি করে ৪ হাজার ফেন্সিডিলের

বোতল উদ্ধার হয়। আটক করা হয়

গাড়ি চালক শ্রীমন্ত বরুয়াকে। সেই

ঘটনার রেশ কাটার আগেই

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ

এএস০১এনসি৩৯১৬ নম্বরের

আবেকটি কন্টেইনার লরি

আটক করে। তাতে তল্লাশি

চালিয়ে ৩ হাজার ফেন্সিডিলের

বোতল-সহ চালক লরিক

রামকে আটক করে। সেই

গাড়িটিও আগরতলার উদ্দেশে

আসছিল। সর্বশেষ মঙ্গলবার

বিকেলে আটক করা হয়

ইউপি২৫ডিটি৯২৯৩ নম্বরের

একটি গাড়ি। ৬ চাকার গাড়িতে

ট্রান্সফরমার-সহ অন্যান্য সামগ্রী

লুকিয়ে রাখা হয় সাড়ে ৯ হাজার

বোতল ফেন্সিডিল। এই ঘটনায়

আটক করা হয় গাড়ির চালক

অজুনি কুমার শাহানি এবং

न्याश्रव

সহচালক সঞ্জয় চৌধুরীকে।

আপনার

পুলিশের তিন সাফল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। সাত সকালে রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দেয়। মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল একটি বাইক। তবে সেই বাইক মৃত ব্যক্তির নয়। সেই কারণেই দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর বিষয়টি অনেকেই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না। শান্তিরবাজার থানার পুলিশের কাছে মঙ্গলবার সকালে খবর আসে খগেন্দ্র চৌধুরীপাড়ার সুব্রত দাস রাস্তার পাশের জঙ্গলে পড়ে আছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বুঝতে পারে ওই ব্যক্তি বেঁচে নেই। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার হাসপাতালে আনা হয়। জঙ্গলে যে বাইকটি উদ্ধার হয়েছে তার মালিক সঞ্জীব দেবনাথ। দু'জনের বাড়ি একই এলাকায়। এখন প্রশ্ন উঠছে সঞ্জীবের বাইক কি তাহলে সুব্রত দাসের কাছে ছিল? রাতে কি তাহলে তারা এক সাথেই বোঝাই ছিল। তার আড়ালেই ছিলেন? পুলিশ প্রাথমিক অবস্থায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তবে পুলিশ কর্তারা ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলেই চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

এরপর দুইয়ের পাতায়

नुभाश्म रूजा का ख

রয়েছে। নিজের জায়গায় পোলট্রি চিৎকারের আওয়াজ শুনেননি। এই মোরগের চাষ করতেন এই যবক। কথা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না পুলিশের মঙ্গলবার সকালে বাড়ির কাছেই কাছে। যে নৃশংসভাবে হত্যা করা একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তাতে মৃত্যুর আগে যুবকটি চিৎকার করেনি তা কোনওভাবেই হয় তার দেহ। প্রথমে থানায় খবর বিশ্বাসযোগ্য হয়নি পুলিশের কাছে। দেওয়া হয় এই যুবক আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু পুলিশ এসে মৃতদেহ এছাড়াও দুই মামার কথায় সন্দেহজনক ছিল পুলিশের চোখে। নামাতে গিয়ে বুঝে যায় এটি নৃশংস হত্যা। কোনওভাবেই আত্মহত্যা এই মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক রহস্য দেখা হতে পারে না।শরীরে বহু আঘাতের দিয়েছে। দোগাঙ্গী এলাকায় গত তিন বছরে এমন তিনটি খুনের অভিযোগ চিহ্ন। পাশে উদ্ধার হয়েছে রক্তমাখা উঠেছে। গত দুটি খুনের মামলায় দুটি ব্লেডও। এই ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ আজও অন্ধকারে। প্রথম খুনের পেছনে মহিলা সংক্রান্ত মৃতদেহটি উদ্ধারের পর আত্মহত্যা কোনও বিষয় জড়িয়ে আছে কিনা বলে পুলিশ ফাইল ধামাচাপা দেয়। তা তদন্ত করছে পুলিশ। গোটা খুন গত বছরও এক ব্যক্তির মৃতদেহ ঘিরেই রহস্য তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হয়। তখনও খুনের অভিযোগ উঠে। কিন্তু পুলিশ এই মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটন এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ছাড়াও করতে পারেনি। এর রেষ না ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ছুটে যান। কাটতেই নতুন করে উদ্ধার হয়েছে পুলিশ দ্রুত তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন প্রথমে যুবকের মৃতদেহ। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, নিহত যুবকের হাত, নিহতের বাড়ির লোকজনদেরই। পায়ের শিরাও কাটা হয়। এভাবে কিন্তু নিহতের দুই মামা পুলিশের শিরা কেটে হত্যার ঘটনা হয়েছিল কাছে জানায়, রাতে তাদের পাশের রানিরবাজারে। প্রাক্তন সিপিএম ঘরেই ঘুমিয়েছিল দীপক। কিন্তু তারা নেতা জিতেন দাসের স্ত্রীকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কদমতলা/চুরাইবাড়ি, ১৫

ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে প্রবেশের মুখে

বারবার অসম পুলিশের বাধার মুখে

পড়ছে নেশা কারবারিরা। গত ২৪

ঘন্টায় অসম-চুরাইবাড়ি থানার

পুলিশ তিনটি সাফল্য পেয়েছে।

প্রথম ঘটনা সোমবার রাত ১২টা

নাগাদ। প্রায় ৪ হাজার এসকফের

বোতল আটক করা হয়। যার বাজার

মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়

অভিযান মঙ্গলবার ভোর তিনটা

নাগাদ। ওই সময় আটক করা হয় ৩

হাজার ফেন্সিডিলের বোতল। যার

বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। একই

দিনে বিকেল ৪টা নাগাদ চুরাইবাড়ি

থানার পুলিশ একটি গাড়িতে তল্লাশি

চালিয়ে উদ্ধার করে সাডে ৯ হাজার

ফেন্সিডিলের বোতল। যার বাজার

মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। সর্বমোট

৮৫ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী

বাজেয়াপ্ত হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায়।

সোমবার গভীর রাতে গুয়াহাটি

থেকে আগরতলায় আসা

এনএল০১কিউ৪১৭৮ নম্বরের

কৌটা গলিতে পুলিশের ব্যর্থ অভিযান

কোনও চিৎকারের আওয়াজ শুনেননি। রাত দুটায় এক দফায় বেরিয়েও ছিলেন। তখনও কোনও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. স্থানীয়দের অভিযোগ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

ঘটনার পরই সেখান থেকে

পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্রিপার এবং

স্কুটিটি আটক করেছে।

ফটিকরায়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। যান সম্ভ্রাসের বলি হলেন কৃষি দফতরের আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। কর্মচারী। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে ব্যাপক ফটিকরায় থানার অন্তর্গত চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে উত্তর কাঞ্চনবাড়ি সড়কের পাল বাজারে রামনগরের দোগাঙ্গী এলাকায়। এই দুর্ঘটনা। নিহতের নাম ফাঁসিতে ঝুলানোর আগে কেটে এসতাহালা ডার্লং। বয়স আনুমানিক। নেওয়া হয় কান এবং গোপনাঙ্গ। ৫০ বছর। তার বাড়ি দারটে ব্লেড দিয়ে কাটা হয় এগুলি। গোটা এলাকায়। এদিন রাতে তিনি স্কটি শরীরে বহু জায়গায় ব্লেড দিয়ে কাটা নিয়ে ফটিকরায়ের দিকে হয়। অত্যন্ত যন্ত্ৰণা দিয়ে শেষ পৰ্যন্ত আসছিলেন। অপরদিক থেকে আসা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ২৫ ৬ চাকার একটি ট্রিপার তাকে ধাক্কা বছরের এক যুবককে। এই ঘটনা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কৃষি এয়ারপোর্ট থানা এলাকায়। নিহত দফতরের কর্মচারীকে হাসপাতালে যুবকের নাম দীপক দাস। পুলিশ নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তদন্তে নেমে তার দুই মামা সুধাংশু তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মিত্র (৪৫) এবং অমিত মিত্রকে খবর পেয়ে মৃতের পরিজনরা গ্রেফতার করেছে। দুই মামার সঙ্গেই কুমারঘাট হাসপাতালে ছুটে থাকতেন দীপক। জন্মসূত্রে তারা আসেন। এদিন রাতে তার মৃতদেহ সবাই বাংলাদেশি বলে এলাকা সূত্রে হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। খবর। তবে সবারই ভারতীয় হওয়ার বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ শংসাপত্র খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া নিহতের নামেও ১৭ গভা জায়গা হবে। এদিকে ঘাতক ট্রিপার চালক

> বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি।।নেশার কারবার ওই এলাকায় এতটাই রমরমিয়ে চলে যে তার নাম পড়ে গেছে কৌটা গলি। নামেই স্পষ্ট ওই এলাকায় কি হয়। তবে এই নামাকরণের পেছনে পুলিশের যে সবচেয়ে বেশি অবদান আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই পুলিশ কর্তারা মঙ্গলবার কৌটা গলিতে অভিযান চালান। কিন্তু সেখান থেকে তারা বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। দুই যুবককে। কিছু নেশা সামগ্রী-সহ আটক করা গেলেও তাদের স্বীকারোক্তি মূলে পুলিশ চাইলে আরও কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরতে পারতো। কিন্তু এরপর একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েই ফিরে আসেন পুলিশ কর্তারা। এর পেছনে রহস্য লুকিয়ে। আছে বলে মনে করা হচেছ। আটককৃত দুই যুবক দেখিয়ে দিয়েছিল কোন্ বাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী কিনে এনেছে। তারপরও পুলিশ সেখান থেকে খালি হাতেই ফিরে আসে। এই ধরনের ভূমিকার কারণেই এলাকার নাম কৌটা গলিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে

বোধিসত্ত্ব ঃ বিচারক বদলের যান সন্ত্রাসের বলি কর্মচারী আদেশ দিলো উচ্চ আদালত

এরপর দুইয়ের পাতায়

এফআর ঃ বেকায়দায় পান্না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন এসডিএম

পান্না আহম্মেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা আরও জোরালো হলো। ফরেন্সিক

বিশেষজ্ঞ আদালতে এসে জানিয়ে গেলেন ধর্ষিতার মধ্যে যে দেহরস উদ্ধার

হয়েছিল এটির সঙ্গে পান্না আহম্মেদের ডিএনএ'র মিল রয়েছে। এর আগে

ধর্ষিতা নিজে এসে তার বিরুদ্ধে অত্যাচারের কথা আদালতে জানিয়ে

গেছেন। মঙ্গলবার রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞ শুভঙ্কর নাথ

সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এই সাক্ষ্যর পরই পান্নার বিরুদ্ধে ধর্যণের অভিযোগটি

আরও জোরদার হলো। মামলায় ভালোভাবেই ফেঁসে গেলেন প্রাক্তন

এসডিএম। ২০১৬ সালের ধর্ষণের মামলায় পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা

বিচারক মৃদুল চক্রবর্তীর কোর্টে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। এদিন সাক্ষ্য দিতে

আসেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ

শুভঙ্কর নাথ। সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করান স্পেশাল পিপি সিনিয়র

অ্যাডভোকেট সম্রাট কর ভৌমিক। বিধায়ক কল্যাণী রায় সাক্ষ্য দিতে এসে

জানিয়েছেন, ঘটনার পরই নির্যাতিতার স্বামী তাকে ফোন করেছিলেন।

ফোনে ধর্ষণের কথা বলেন। তার কথা অনুযায়ী তিনি এফআইআরটি লিখেন।

পরবর্তী সাক্ষ্য দিতে উঠেন শুভঙ্কর নাথ। তার ডিএনএ'র মিল থাকার

বক্তব্য ঘিরেই বেকায়দায় পড়লেন পান্না। ২০১৬ সালে শহরের জয়নগর

এলাকায় পান্না আহম্মেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগটি তুলেছিলেন

সোনামুড়ার এক আইনজীবীর স্ত্রী। ঘরে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন

বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলায় পান্না আহম্মেদকে গ্রেফতার

করেছিল পুলিশ। দীর্ঘ ৫ বছর ধরে মামলার ট্রায়াল শেষ হয়নি। এই

সুযোগে সাক্ষীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে পান্না বলে অভিযোগ।

সোমবারই ধর্ষিতার স্বামী এসে বক্তব্য পাল্টে দিয়েছেন। উল্টো তার

স্ত্রীকেই চরিত্রহীন প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আদালতে। আদালত

বাধ্য হয়েই তাকে হোস্টাইল ঘোষণা করে। ধর্ষণের মামলায় বুধবার সাক্ষ্য

দেওয়ার কথা রয়েছে ডা. জ্যোতিকা দেববর্মা এবং ডা. সব্যসাচী নাথের।

চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই সময় আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। চাওয়ার আবেদন কিছু প্রক্রিয়াগত রাজধানীর অন্যতম চাঞ্চল্যকর আপত্তি তুলে বিচারক গোবিন্দ দাস, সরকারি আইনজীবী-সহ রাজ্য হত্যাকাণ্ড বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলাটি দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাসের আইন সচিবের বিরুদ্ধে আদালত আদালত থেকে তুলে নিলো উচ্চ অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালত। মঙ্গলবার উচ্চ আদালত জবাবদিহি করেন। এতে সরকার রাজ্য সরকারের পক্ষে এক এবং আদালতের মধ্যে এক বিবাদের আবেদনের শুনানিতে মামলাটি সৃষ্টি হয়। সরকার পক্ষ ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের বিরুদ্ধে তাদের দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাসের অভিযোগ নিয়ে উচ্চ আদালতে এক আদালত থেকে সরিয়ে প্রধান দায়রা আলাদা মামলা দায়ের করেন। বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার এই মামলার বিচারে পাশাপাশি এই মামলায় সরকারের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বোধিসত্ত্ব বিশেষ আইনজীবী সম্রাট কর হত্যা মামলাটি বিচারক গোবিন্দ ভৌমিকের উপর যে আদালত দাসের আদালত থেকে তুলে নিতে অবমাননার দায় তোলা হয়েছিল निर्पिंग पिरग्र एष्ट। সরকারি তাকেও খারিজ করে দিয়েছেন উচ্চ আইনজীবী ও দায়রা আদালতের আদালত। ২০১৯ সালে রাজধানী মধ্যে বিবাদের জেরে বিচারক আগরতলায় সংঘটিত এই নৃশংস গোবিন্দ দাসের নিরপেক্ষতা নিয়ে হত্যাকাণ্ডটিতে বর্তমানে সাক্ষীদের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এদিন উচ্চ আদালত মামলাটি পশ্চিম ত্রিপুরা বয়ান গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছিল। এরই মধ্যে গত ১৭ ডিসেম্বর দুই জেলার প্রধান দায়রা বিচারকের সাক্ষীর বয়ান গ্রহণ করা নিয়ে কাছে পাঠিয়ে দেন। মামলাটি দায়রা সরকারি আইনজীবী সম্রাট কর বিচারক নিজেও শুনতে পারেন

ভৌমিক আদালতের কাছে সময়

আরডি ডিভিশন

সরাতে নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।।

জনস্বার্থ মামলার রায়ে উচ্চ

আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ

দিয়েছে কালাছড়া আরডি

সাবডিভিশন অফিস অবিলম্বে

যুবরাজনগর ব্লক থেকে স্থানান্তরিত

করে কালাছড়া ব্লকের হুরুয়াতে

স্থাপন করতে হবে। রাজ্য বিজেপির

প্রাক্তন সভাপতি রণজয় দেবের

দায়ের কথা জনস্বার্থ মামলায় প্রধান

বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মহান্তি ও

বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের

ডিভিশন বেঞ্চ দু'তরফে

সওয়াল-জবাব শুনে উপরোক্ত

আদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৯

সালে পৃথক কালাছড়া আরডি

সাবডিভিশন গঠিত হবার পর

এলাকাবাসী আরডি সাবডিভিশন

অফিস কালাছড়া ব্লুকে স্থাপনের

জন্য দাবি করছিল। কিন্তু আরডি

সাবডিভিশনের অফিস যুবরাজনগর

ব্লকে স্থাপন করা হয়। এর বিরুদ্ধে

প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের পরই

তদন্তে নেমে পুলিশ কর্তা

হাতেনাতে প্রমাণও পেয়ে যায়।

অরুণের মোবাইলের সিডিআর সত্র

ধরে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। অরুণ

মহারাজগঞ্জ ফাঁডিতে হাবিলদার

হিসেবে কর্মরত। ফাঁডিতে ক্যাশিয়ার

হিসাবেও সবার কাছে পরিচিত

ছিলেন অরুণ। তার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী কলমে একাধিকবার খবর

NO SIDE

MEDIROID Kit

30+5 An Ayu CAPRILES Propositi

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

Agartala - 8787626182

यिकाती धर्तन

ध्र प्रभा शिक विनिक

পেতে সেবন করুন।

Mediroid Kit Capsule

MRP: 230/-

এরপর দুইয়ের পাতায়

AFFIDAVIT

বিক্ৰয়

GHOSH SISU BRICK

INDUSTRY BRICKS MANUFAC-

TURES & ORDER

SUPPLIER

Factory: Kamini Para

Uttar Ramchandra-

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ

10,00,000 দশ লক্ষ Baba

Class & 1st Class ইট

অতি সুলভ মূল্যে বিক্ৰয় হবে

আগামী বৃহস্পতিবার থেকেবুধবার

পর্যন্ত এই অফার বলবদ রইল।

Mob. 9436452020

9436515777

9862723144

ghat, Khowai Tripura

আমি মিটু রানী দাস মণ্ডল স্বামী- শ্রী প্রদীপ মণ্ডল সাং- বৈদ্যের খীল, থানা-পি.আর.বাড়ি, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা এই নাম সমস্ত কাগজপত্রে আছে শুধু আমার মেয়ের জন্মের কাগজে আমার নাম 'সম্পা মণ্ডল আছে। আমি মিটু রানী দাস মণ্ডল ও সম্পা মণ্ডল একই ব্যক্তি।

Wanted for **Distributor**

Wanted Distributor for One of the most Reputed Company in India (Need in Agartala Tripura).

Contact Mob-8787572656

অকশন ব্ৰীজ প্রতিযোগীতা

অরুন্ধতীনগর, বেলতলীস্থিত 'ত্রিবেণী সংঘ'' ক্লাবে অকশন ব্রীজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে ইচ্ছুক প্রতিযোগীরা 20 শে ফেব্রুয়ারী (রবিবার) এর মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Mob - 7005406440 9436544638

SUCCESS IN YOUR LIFE

Govt স্বীকৃত একটি সংস্থায় বিভিন্ন Post- এ কাজ করার জন্য 42 জন ছেলে / মেয়ে আবশ্যক। বেতন-5000/-16,000 টাকা। বয়স - 18-26 বছর।

Cont: 8258817081



আপনি কি বেকার, ব্যবসায়ী, গৃহবধু, কোনও বেসরকারি ফার্মের কর্মী বা অতিরিক্ত আয় খুঁজছেন ?

দেরি না করে আজই LIC এজেন্ট হিসাবে যোগ দিন তাতে দারুণ আকর্ষণীয় কমিশন এবং বিভিন্ন সুবিধা। ন্যুনতম ১৮ বছর এবং মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। যোগাযোগ —

> 9436123408 8414931861

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৫০,১০০ ভরি ঃ ৫৮,৪৫০

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা'

সাসপেণ্ড কারবারিদের স্পাই অরুণ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাজগঞ্জ তারা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নেশা ফাঁড়ি থেকে অরুণ টাকা নিয়েছিল অরুণের কাছে টাকা দেওয়া কারবারিদের স্পাই হাবিলদার অরুণ নেশা কারবারিদের কাছ থেকে। হয়েছিল। পুলিশকে টাকা দিয়েই চক্রবর্তীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির সঙ্গে নেশা নেশার ব্যবসা করা হয়। পুলিশ পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ভি কারবারিদের যোগাযোগের বহু খবর কর্তারা এই অভিযোগ শুনে জগদীশ্বর রেডিড সাসপেতের প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। রীতিমতো ক্ষব্ধ হয়ে পড়েন। তারা এই ঘটনার সত্যতা খুঁজতে পুলিশ নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন। ঘটনার তদস্ত শুরু করে অরুণের সোমবার প্রতিবাদী কলম-এ কর্তারা তদন্ত করেন। গত রবিবার মোবাইলের সিডিআর সত্র ধরে অরুণের বিরুদ্ধে বিস্তারিত খবর নেশা কারবারিদের সঙ্গে তার

মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির একটি টিম প্রতাপগড় এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে নেমেছিল। কিন্তু আগেই নেশা কারবারিদের কাছে এই অভিযানের খবর পৌঁছে দেওয়া হয়। পলিশের অতি তৎপরতায় প্রতাপগড় থেকে দু'জন কারবারিকে গ্রেফতারও করা হয়। এরা হল— সমন সাহা এবং সজল দাস।

দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে

পাইলস

বডদের আশীর্বাদ করলেও ছোটদের নেশার ব্যবসায় অভিযুক্ত করে শাস্তি এরপর দুইয়ের পাতায় ভর্তি চলছে OPEN BOARD বেরিয়ে আসে অরুণের নামও। মাধ্যমিক ও উচ্চ্যমাধ্যমিক।

ক্লাস 8th পাশরা ও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবেন। **STENOGRAPHY**

যোগাযোগের প্রমাণ পেয়ে যায়।

এরপরই এসপি সাসপেণ্ড করে দেন

হাবিলদার অর । এদিকে

BA,MA,D PHARMA

ENGG,DMLT,BED,DELED AGARTALA,TRIPURA MOB-7642014420

সার্ভিস বয় চাই

একটি রেস্ট্ররেন্টের জন্য ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েকজন সার্ভিস

বয় চাই। — ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 9862358921 8794560048

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা

घात वास A to Z सद्यस्त्रात सद्योधीन

একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

Contact 9667700474

বিশেষ দ্ৰস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিক সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

পাইলস, ফিসটলা ক্লিনিক বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতি চিকিৎসালয়

ডাঃ স্বরূপ মজুমদার

এম.এস (আয়ু) অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হসপিটাল।

03813564210 / 8119907265 / 8119853440

মেডিস্ক্যান ডায়গোনস্টিক ৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

ञान रेटिया अत्रन छातिस

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে বাবা আমিল সফি

Flat 3BHK AND 2BHK GHAR EK MANDIR

Shyamali Bazar, 'Sonali Raj'

9436160703 8794504315 9436120636





Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura क्विचिएवव Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



